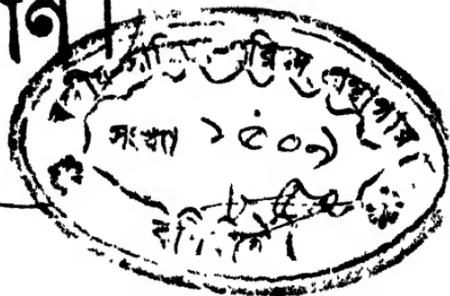


কল্কি পুরাণ ।



শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী কর্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায়
অনুবাদিত ।

এই প্রতিমধুব কল্কিপুরাণ সমুদায় শাস্ত্রের সারস্বরূপ ও চতুর্ভুজ 'অম্রপ্রদ ।'
কল্কি পুরাণ ।



বাঙ্গালা যন্ত্র ।

বি সি চট্টোপাধ্যায়, এল্. এন্. দাস এণ্ড কোং ।

কলিকাতা, —করণওয়ালিস্ স্ট্রীট নং ৭৫ ।

সন ১২৮৩ সাল ।

শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ।

পুঙ্জ্যপাদ

শ্রীযুক্ত রতিকান্ত গোস্বামী—

অগ্রজ মহাশয়েষু—

ভ্রাতৃ-বৎসল !

পুরাণ-শাস্ত্রের মস্মোদ্ভেদ করা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে । মাদৃশ লোকের এরূপ দুৰূহ বিষয়ে হস্তার্পণ করা কেবল গ্রন্থকার নামের অতুল্য গৌরব লাভের বাসিনায় তরুণ চিত্তের চপলতা প্রকাশ মাত্র । ইহাতে যে আমি সকলের সম্ভ্রাম সম্পাদন করিয়া সাধারণের দিকট গৌরবভাজন হইব সে ভরসা করি না ; কিন্তু ইহাতে আপনার আনন্দোদয় হইবে, তাহা নিশ্চয় জানি ; কারণ, প্রথমতঃ ইহা পৌরাণিক ইতিবৃত্ত, আপনিও পুরাণ-প্রিয় ; দ্বিতীয়তঃ ইহাতে ভগবান্ বিষ্ণুর ভাবি চরিত বর্ণিত আছে, আপনিও পরমবৈষ্ণব ; তৃতীয়তঃ আপনার অনুজের উপহার এবং আপনিও নিতান্ত ভ্রাতৃ-বৎসল ; অতএব অনুবাদ উৎকৃষ্ট হউক বা না হউক, অন্ততঃ ঐ সকল কারণেও আপনি সন্তুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই । সেই ভরমায় মদনুবাদিত এই কঙ্কিপুৰাণ, সবিনয়ে আপনার করকমলে সমর্পণ করিলাম । ইতি

আপনার নিতান্ত অন্তঃকরণে ও বিনয়াবনত
সেবক

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী ।

ভূমিকা।

পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইলে ভগবান্ বিষ্ণু কল্ক-নামধারী নর-
রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া কলিকুল বিনাশ পূর্বক যেক্রমে
পুনর্কার সত্যযুগের অবতারণা করিবেন, এই কল্কপুরাণে তাহাই
বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল পুরাণ ও উপপুরাণ দেখিতে পাওয়া
যায় তন্মধ্যে একরূপ ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ বোধ হয় আর একখানিও
নাই। ইহা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণের
অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ নারদীয়পুরাণে পুরাণসংখ্যা-
স্থলে কল্কপুরাণের নামোল্লেখ নাই। ৬ স্যার রাজা রাধাকান্ত
দেব বাহাদুরের সুপ্রসিদ্ধ শব্দকম্পিতমে উপপুরাণের নাম-
ল্লেখ করিয়াছেন সে স্থানেও ইহার উল্লেখ নাই। ইহাতে এই
অনুমান হয়, যৎকালে পুরাণ ও উপপুরাণ সকল প্রণীত
ও এই সকল গ্রন্থের নামগুলি কবিতাসূত্রে গ্রথিত হয় কল্ক-
পুরাণ তাহার অনেক পরে প্রণীত হইয়াছে সুতরাং লিপিবদ্ধ
নামসমূহের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। কল্কপুরাণের রচনা
দেখিলেও ইহা তৎকালের রচিত বলিয়া বোধ হয় না। বাহাই
হউক, যদিও কল্কপুরাণ কোন সময়ে কোন মহাত্মাকর্তৃক রচিত
হইয়াছে তাহা মাদৃশ লোকের অনুমানের অগোচর তথাপি যখন
তৃতীয় অংশের একবিংশ অধ্যায়ে “ইহা দ্বিজরূপী বেদবাস কর্তৃক

ভূতলে প্রকাশিত হইয়াছে” বলিয়া লিখিত আছে তখন তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে পুনরুক্তি দোষ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না এবং অনর্থক অব্যয়শব্দ অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল বংশাবলী, সৃষ্টিপ্রকরণ, মনু ও মন্বন্তর প্রভৃতিতেই অন্যান্য পুরাণ ও উপপুরাণ সকলের কলেবর পরিপুষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কল্কপুরাণে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ আড়ম্বর নাই। তবে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পাঁচটি পুরাণের অঙ্গ বলিয়াই গ্রন্থকার কেবল তাহার আভাসমাত্র রাখিয়া গিয়াছেন এবং কোন কোনটি একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, নৈষধ ও মাল্যপ্রভৃতি কাব্যেতে যেমন এক একটা বিষয় অথবা এক একজনের চরিতই প্রদর্শিত হইয়াছে সেইরূপ ইহাতে কেবল কল্ক-চরিতই আনুপূর্বিক বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে শৃঙ্গার, বীর ও শাস্তিরসই বিশেষ অনুভূত হয়; অন্যান্য দুই একটা রসও অবিলম্বিতরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহাকে পুনরুক্তিপূর্ণ, পুরাতন কথাছন্ন, রসহীন পুরাণ না বলিয়া একখানি অভিনব সুমধুর কাব্য বলিলেও বলা যায়।

কিছুদিন হইল আমি এই কল্কপুরাণের দ্বিতীয় অংশের শেষ পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া “পূর্ণ শশী” নামক একখানি মাসিকপত্রে প্রকাশ করি। দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত মাসিক পত্রখানি বন্ধ হওয়াতে আমারও অনুবাদ বন্ধ হয়। এক্ষণে আমার কতিপয় পরমবন্ধুর বিশেষ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সমগ্র কল্কপুরাণ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

কল্কপুরাণ যদিও ভবিষ্যৎ আখ্যান তথাপি গ্রন্থের মাপর্য্য-

রক্ষার নিমিত্ত গ্রন্থকার অতীত-বৈধিক ক্রিয়াপদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমি অনুবাদক, 'স্মৃতরাং আমাকেও সেই পন্থ অবলম্বন করিতে হইল।

পূর্ণশ্ৰীতে যতদূরপর্যন্তে অনুবাদিত হইয়াছিল তাহার মধ্যেও স্থানে স্থানে পরিবর্তিত করা হইয়াছে। অনুবাদ যতদূর সরল ও স্মৃদুর করিতে পারি সে বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে ক্রটি করি নাই। এক্ষণে ইহা সাধারণের নিকট আদরণীয় হইলেই শ্রম সফল বোধ করি।

আমার অনুপস্থিতি-বশতঃ কতিপয় স্থলে দুই একটা লিপিপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। স্মৃতাশীল পাঠকগণ উক্ত অপরাধ অবশ্যই ক্ষমা করিবেন ; তবে আমার ক্ষমা প্রার্থনা কেবল বাহ্যে মাত্র।

সন ১২৮৩ সাল
২০ এ চৈত্র।

}

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী।
বৈষ্ণী

কলিকপুরাণ ।

প্রথম অংশ ।

প্রথম অধ্যায় ।

নমো গণেশায় ।

ইন্দ্রাদি সমুদায় দেবতা, সাধুশীল সমস্ত মহর্ষি ও লোকপালগণের সহিত সমস্ত লোক আপন আপন কার্যাসিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তিপূর্বক প্রতিদিন যাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন, কি তান্ত্রিক কি বৈদিক সমুদায় শাস্ত্রের প্রথমেই যাঁহার বন্দনা বিহিত হইয়াছে, যিনি সর্বজ্ঞ ও সকলের আশ্রয়স্বরূপ এবং যিনি অজ্ঞ ও অচ্যুতনার্নে অতিহিত হইয়া থাকেন, সেই বিঘ্ননাশন অনন্তকে নমস্কার করি ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিতে হয় ।

ধরাপীড়ক ধরাপতিগণ যাঁহার তীষণ ভুজঙ্গকবল-সদৃশ কর-কবলে কবলিত হইয়া ভস্মাবশেষ ও তীক্ষ্ণধারু করবাল দ্বারা বি-দলিত হইয়াছেন, যিনি নিরন্তর অস্বারোহণে গমন করিয়া থাকেন, যিনি সত্যাদি চারি যুগের স্মৃতি করিয়াছেন এবং ধর্ম্মপ্রবর্তিতেই

যাঁহার প্রবৃত্তি, দ্বিজকুলসম্ভূত কল্কিনামধারী পরমাত্মাস্বরূপ সেই ভগবান্ হরি সকলকে রক্ষা করুন ।

নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি মহর্ষিগণ স্মৃত্যুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধর্মজ্ঞ লোমহর্ষণতনয় ! তুমি ত্রিকালজ্ঞ, নিখিল পুরাণও তোমার অবিদিত নাই, অতএব জগৎপ্রভু জগদীশ্বর হরি কে, কোথায় জন্মিয়াছিলেন এবং কি নিমিত্তই বা নিত্যধর্মের বিনাশ সাধন করেন, এই সমস্ত ভগবদ্বিষয়িণী কথা আমাদের নিকট কীর্তন কর । লোমহর্ষণপুত্র মহর্ষিগণের এই কথা শ্রবণমাত্র জগৎপতি হরিকে স্মরণ করিয়া হর্ষপুলকিত গাত্রে কহিতে লাগিলেন ।

স্মৃত কহিলেন, আমি সেই অত্যাশ্চর্য্য ভবিষ্যৎ আখ্যান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্ককালে দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করাতে প্রজাপতি তাঁহাবে ঐ আখ্যান বলিয়াছিলেন । তৎপরে নারদ অমিততেজা মহামুনি ব্যাসের নিকট উহা কীর্তন করেন । তৎপরে হ্যাসদেব ব্রহ্মবাদী ধীমান্ নিজ পুত্র শুকদেবের নিকট ব্যক্ত করেন । শুকদেবও পরমবৈষ্ণব অভিমত্ন্যাপুত্র পরীক্ষিতের সভায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । সপ্ত দিবসে তাঁহার ঐ আখ্যান সমাপ্ত হইল এবং নরপতি পরীক্ষিতও প্রাণত্যাগ করিলেন । রাজা পরীক্ষিতের পরলোকের পর পুণ্যাশ্রমে মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাঁহাদের নিকট পুনরায় ঐ আখ্যান কীর্তন করেন ।

হে মহর্ষিগণ ! আমি সেই পুণ্যাশ্রমে শুকদেবের মুখে যাহা শুনিয়াছি, সেই ভগবদ্বিষয়ক অতিপবিত্র শুভকর আখ্যান কীর্তন করিতেছি, আপনারা অবহিত হইয়া অবিচ্ছেদে শ্রবণ করুন । কৃষ্ণের

বৈকুণ্ঠগমনের পর যেরূপে কলি প্রোচুভূত হয়, আমি শুকদেবের
বচনানুসারে তাহা সবিস্তরে কীর্তন করিতেছি ।

প্রথমে পর জগৎস্রষ্টা সৰ্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আপন
পৃষ্ঠদেশে হইতে ঘোরদর্শন কৃষ্ণকায় পাতকের সৃষ্টি করেন । ঐ
পাতক অধর্ম নামেই বিখ্যাত । উহার বংশ কীর্তন, শ্রবণ অথবা
স্মরণ করিলেও লোক সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । রমণীয়রূপা
মহাজ্জারনয়না মিথ্যা উহার প্রিয়তমা ভাৰ্য্যা এবং মহাতেজস্বী
কোপনস্বভাব দম্ভ উহার পুত্র । দম্ভ নিজ ভগিনী মায়ার গর্ভে
লোভনামে এক পুত্র ও নিকৃতিনাম্নী এক কন্যা উৎপাদন করে ।
লোভও আপন ভগিনীর গর্ভে ক্রোধনামক এক পুত্র এবং হিংসা
নাম্নী এক কন্যা উৎপাদন করে । ঐ লোভপুত্র ক্রোধই স্বভগিনী
হিংসার গর্ভে কলিকে উৎপাদন করিয়াছে । ঐ কলি নিরস্তুর বাম
হস্তে উপস্থ ধারণ করিয়া থাকে ; তৈলসিক্ত অঞ্জনের ন্যায় উহার
বর্ণ, কাকের সদৃশ উদর, বদন করাল, জিহ্বা লোল ; ফলতঃ উহাকে
দেখিতে অতি ভীষণাকার । উহার গাত্র হইতে সর্ষদাই পৃতিগন্ধ
বহির্গত হইতেছে এবং দূত, মৃদা, স্ত্রী ও স্ত্রবর্ণই উহার অঙ্গপ্রায় ।
ঐ কলি আপন ভগিনী দুর্ভক্তির গর্ভে ভয়নামক পুত্র ও মৃত্যু-
নাম্নী কন্যা উৎপাদন করে । উহাদের উভয়ের সমাগমে নিরয়-
নামে এক পুত্র ও যাতনানাম্নী কন্যা উৎপন্ন হয় । নিরয় নিজ
ভগিনী যাতনার গর্ভে বহুসংখ্যক পুত্র উৎপাদন করে । এইরূপে
কলির বংশে অসংখ্য ধর্ম্মানন্দক জন্মিয়াছিল । উহারা সকলেই যজ্ঞ,
অধ্যয়ন, দান, বেদ ও তন্ত্রের বিনাশক । ক্রোধি, ব্যাধি, জরা,
শ্মানি, দুঃখ, শোক ও ভয়ই উহাদের অঙ্গপ্রায় । কলিরাজের
অনুচরেরা লোকবিনাশমানসে সর্ষদাই দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে,

সুতরাং লোকসকল ভ্রষ্টাচার, কামুক ও কণস্থায়ী হয় । কলির প্রারম্ভে লোকসকল দাস্তিক, ছুরাচার ও পিতামাতার ঘৃণা । ব্রাহ্মণেরা অতি দীন, বেদহীন, শূদ্রসেবায় তৎপর, কৃতকর্মপুণ ধর্মবিক্রয়ী, নীচপ্রকৃতি, বেদবিক্রয়ী, রসবিক্রয়ী, মাংসবিক্রয়ী, ক্রুর, শিন্মোদর-পরায়ণ, পরদার-নিরত, মত্ত, বর্গসঙ্করকারী, হুস্বাকার, পাপ-পরায়ণ, শঠ ও মঠনিবাসী । এই সময়ে লোকের আয়ু বোড়শ বৎসরমাত্র । শ্যালকই, উহাদের পরমবন্ধু । সকলেই কুসংসর্গে রত, কলহকুণ্ঠল এবং কেশ ও বেশবিন্যাসে তৎপর । কলিতে ধনিগণই কুলীন, বার্দ্ধর্মিক (সুদখোর) বিপ্রগণই পূজা, সন্ন্যাসীগণ গৃহাসক্ত এবং গৃহস্থ সকলে অবিবেকী । ধর্মধাজিগণ (ভগু সন্ন্যাসীরা) গুরুনিন্দারত ও সাধুবঞ্চক এবং শূদ্রেরা প্রতিগ্রহকারী ও পরস্ব-হরণে তৎপর । কলিযুগে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর স্বীকারের নাম বিবাহ । এই কালে শঠের সহিত বন্ধুত্ব, প্রতিদানে বদান্যতা, শক্তির অভাব হইলেই ক্ষমা, ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইলেই বিরাগ, পাণ্ডিত্য প্রকা-
 ষের সময় বাচাঙ্গিতা, যশের নিমিত্ত ধর্মসেবন এবং ধনাঢ্য হই-
 লেই মৎ ও ক্ষত্রলোক বলিয়া পরিগণিত । তীর্থসকল দূরগত ও
 জলসংস্থিত । যাহার গলদেশে সূত্র, সেই ব্রাহ্মণ এবং যাহার
 হস্তে দণ্ড, সেই দণ্ডী । শস্য সকল নদীতীরে রোপিত ও অল্প
 পরিমাণে উৎপন্ন হয় । স্ত্রীগণ নিজ নিজ পতির প্রতি বিরত
 হইয়া ভ্রষ্টালাপেই সন্তুষ্ট । বিপ্রগণ পরামলোলুপ এবং চণ্ডালের
 গৃহেও যাগাদি করিতে উদ্যত । সকল কামিনীই স্বেচ্ছারিণী,
 সুতরাং কাহাকেও বৈধব্যবস্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না । মেঘ
 সকল অনিয়মে খারিবর্ষণ করে, সুতরাং মেদিনী অল্প শস্য-
 শালিনী । নরপতিগণ প্রজাপীড়ক, সুতরাং প্রজাগণ করপীড়ায়

নিপীড়িত হইয়া কুক্ৰমেনে ক্ৰক্ষেণ্ডভারগ্রহণ ও পুত্রের হস্তধারণ-
 পূর্বক গিরিভূগ ও নিবিড় বন আশ্রয় করে । তথায় তাঁহাদিগকে
 মধুমাংস ও ফলমূলদ্বারা প্রাণধারণ করিতে হয় । লৌকমাত্রেই
 কৃষ্ণের প্রীতি দ্বেষ করিয়া থাকে । কলির প্রথমপাদে এই সকল ঘটনা
 উপস্থিত হয় । দ্বিতীয়পাদে কেহ কৃষ্ণের নামগ্রহণও করে না ;
 তৃতীয়পাদে ঘোর বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হয় এবং চতুর্থপাদে এক-
 বারে একবর্ণা হইয়া সকলেই কৃষ্ণসেন্না বিস্মৃত এবং স্বাধ্যায়, স্বধা,
 স্বাহা, বৌষট ও ওঁকার-বর্জিত হয় । দেবগণের আর আহ্বার হয়
 না । অনন্তর সুরগণ অতি দীনা ক্ষীণা ধরিত্রীকে অগ্রে করিয়া ব্রহ্মার
 নিকট গমন করেন । তাঁহারা তথায় গমন করিয়া দেখেন, ব্রহ্ম-
 লোক বেদধ্বনিতে নিন্দাদিত, যজ্ঞধূমে সমাকীর্ণ এবং মহর্ষিগণ
 কর্তৃক নিষেবিত । তথায় সুরবর্গ বেদির যুগোদ্যানের মধ্যস্থলে ফল-
 পুষ্প-পরিবেষ্টিত দক্ষিণাবর্ত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে । সরেধবর
 সকল যেন হংস-সারসের কলরবদ্বারা অতিথিগণকে আস্থান করি-
 তেছে । লতা সকল ক্রমে ক্রমে বায়ুভরে ঈষৎ অর্ধনত হইয়া মেল
 প্রণাম করিতেছে এবং কুসুমস্থিত অলিকূল যেন অতিথিগণকে
 আস্থান, তাঁহাদের সংকার এবং তাঁহাদের সহিত মধুরালাপ
 করিতেছে ।

পরম দুঃখিত দেবগণ নিজ নিজ অভ্যুপ্রায় নিবেদন করিবার
 নিমিত্ত অনুমতিক্রমে ব্রহ্মার সদনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ত্রিভুবন-
 জনক ব্রহ্মা এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট আছেন এবং সনক সনন্দ
 ও সনাতন এবং সিদ্ধগণ তাঁহার পদসেবা করিতেছেন । দেবগণ
 তথায় গমন করিয়াই অবনতমস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন, অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মার বচনানুসারে তাঁহার সম্মুখে উপবেশন পূর্বক কলির দোলে ধর্মের যেরূপ ছানি ছইতেছিল, সমস্ত কহিলেন । সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দুঃখিত দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া তোমার্দগের অভিলষিত 'কার্য সম্পন্ন করিব । এই কথা বলিয়া দেবগণ-পরিষত ব্রহ্মা গোলকবিহারী বিষ্ণুর নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহার স্তব করিয়া দেবগণের মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । ব্রহ্মার স্তব শ্রবণ করিয়া পুণ্ডরীকনয়ন ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে কহিলেন, হে বিভো ! আমি তোমার নিদেশানুসারে শম্ভলগ্রামে 'ক্ষিণু যশা নামক' ব্রাহ্মণের গৃহে স্মৃতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব । হে দেব ! আমি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত মিলিত ছইয়া কলিকয় করিব । আমার অংশস্বরূপ দেবগণ ষাঙ্কবরূপে অবতীর্ণ ছইবেন । আর আমার এই কমলনয়না প্রিয়তমা লক্ষ্মী পদ্মা নাম ধারণ পূর্বক সিংহলদেশে নরপতি বৃহদ্রথের পত্নী কৌমুদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন । দেবগণ ! তোমরা ভূমণ্ডলে গমন কর ; আমি মেরু ও দেবাপি নামক রাজত্বকে পৃথিবী-রাজ্যে স্থাপিত করিব । হে বিভো ! ক্রুর কলিকৈ বিনাশপূর্বক পুনর্বার সত্যযুগ ও পূর্বের ন্যায় ধর্ম সংস্থাপিত করিয়া আমি আপন আলায়ে প্রত্যাগমন কবির ।

দেবগণ-পরিবৃত কমলযোনি ভগবান্ বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় নিকেতনে গমন করিলেন এবং দেবগণও স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করিলেন । হে বিপ্রর্ষে! এ দিকে জন্মগ্রহণোদ্যত পরমাত্মা বিষ্ণুও নিজ মহিমাশ্রিত্ত্বে শম্ভুলগ্রামে প্রবেশ করিলেন । ষাঁহর ত্রীপাদপঙ্কজ গ্রহ, নক্ষত্র ও রাশিগণ নিয়ত সেবা করিয়া থাকে, বিষ্ণুযশা সেই বিষ্ণুময় গর্ত্ত্ব স্মৃতির গর্ত্ত্বে সংস্থাপিত করিলেন ।

জগৎপতি বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিলে সরিৎ, সমুদ্র, গিরি, স্থানু প্রভৃতি স্থাবর সকল প্রশান্ত এবং মনুষ্য, ঋষি ও দেবগণ হর্ষান্বিত হইলেন । অন্যান্য সকল প্রাণীগণেরই অপার আনন্দোদয় হইল । পিতৃগণ পরমাত্মাদেবত্যা ও দেবগণ সম্ভুক্ত হইয়া যশোগান করিতে লাগিলেন । গন্ধর্ভগণ বৃন্দা ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল । ভগবান্ মাধব বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে ভূমিষ্ঠ হইলে পিতামাতা হৃৎমানসে পুত্রকে অবলোকন করিলেন । মহাঘণ্টা ধাত্রী মাতার কার্য্য সমাধান করিলেন, অম্বিকাদেবী নাভিচ্ছেদন করিলেন, ভগবতী ভাগীরথী উদকদ্বারা ক্লেদমোচন করিতে লাগিলেন এবং সাবিত্রী দেবী গৃহমার্জনে উদ্যত হইলেন । সেই স্তনস্ত বিষ্ণুকে ভগবতী বসুমতী স্রধাসম চুক্ষ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার জন্মদিনে মাতৃকাগণ মাজ্জ্যাবচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ।

তখন কমলযোনি ভগবান্ বিষ্ণুর জন্ম অবধারণ পূর্বক আশু-গামী শিষ্য অনিলকে কহিলেন, তুমি স্মৃতিকাগারে গমন করিয়া ভগবান্ নারায়ণকে প্রবোধিত করিয়া বল হে নাথ! আপনার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেবগণেরও স্মৃহ্লত ; অভএব স্থাপনি ঈদৃশ রূপ পারিতাগপূর্বক মনুষ্যের ন্যায় রূপধারণ করুন, পিতামহের এই-রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্মৃশীতল স্রতি পবন তাঁহার বচনানুসারে

স্বরায় তথায় গমনপূর্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে সমস্ত নিবেদন করিলেন । পুণ্ডরীকনয়ন ভগবান্ বিষ্ণু সেই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিজুজ হইলেন ! তাঁহার মাতাপিতা তদর্শনে মনে মনে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ আবার জম-সংস্কারের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন । তৎকালে জীবগণ পাপতাপ-বিহীন হইয়া শম্ভলগ্রামে বহুবিধ মঙ্গলাচরণ ও উৎসবে নিমগ্ন হইল । স্মরিত জগৎপতি জয়শীল বিষ্ণুকে পুত্র-রূপে প্রাপ্ত হইয়া সফলমনোরথ হইলেন এবং প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া একশত গো প্রদান করিলেন । কল্যাণ-বর্কনোৎসুক বিষ্ণুধর্ষা বিপুলসন্তঃকরণে সাম, ঋক্ ও যজুর্বেদী বিপ্রশ্রেষ্ঠগণের সহিত হরির নামকরণে নিযুক্ত হইলেন । সেই সময়ে রাম, কৃপ, ব্যাস, দ্রৌণি প্রভৃতি মুনিগণ ও অপরাপর লোক সকল বাহকভাবাপন্ন হরিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন । দ্বিজবর বিষ্ণুধর্ষা সূর্যাসন্নিভ রামাদি মুনিচতুষ্টয়কে সমাগত হুেধিয়া পরমপুলকিতমনে তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন । মনো-হর প্রাসনে সুখাসীন মুনিশ্বরগণ যথোপচারে পূজিত হইয়া অঙ্গগত হরিকে দর্শন করিলেন এবং সেই নররূপধারী বালক বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, পাপ কলিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; এই ভাবিয়া তাঁহারা ভগবানের কল্কিনামে নামকরণ করিয়া সংস্কার সমাপনপূর্বক হৃৎমনে যথাস্থানে গমন করিলেন ।

অনন্তর ভগবান্ কংসারি স্মতিকর্তৃক প্রতাপালিত হইয়া সুরূপকের শশধরের ন্যায় অস্পকালমধ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন । বীর্ষ্যবান্ কবি, প্রাজ্ঞ, স্মত্বকপ্রভৃতি কল্কির জ্যেষ্ঠত্রয় পিতামাতার

অত্যন্ত প্রিয় ও বিপ্রগণের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন । সেই ধর্মতৎপর সাধুগণ ভগবান্ কল্কির অংশে পূর্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । গার্গা, ভর্গা ও বিশালাদি জাতিবর্গ তাঁহাদিগের অমুবর্তী হইলেন । বিশাখ্যুপ নরপতি কর্তৃক পরিপালিত সস্তাপশূন্য ব্রাহ্মণগণ ভগবান্ কল্কিকে অবলোকন করিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলেন । বিষ্ণুযশা সর্বগুণাকর ধীর কমললোচন পুত্র কল্কিকে পাঠোদ্যত দেখিয়া কহিলেন, তাত ! অগ্রে তোমাকে অল্পতম যজ্ঞসূত্রসম্পন্ন ব্রহ্মসংস্কার ও সাবিত্রী পাঠ করাইব ; পরে তুমি বেদ পাঠ করিবে ।

কল্কি কহিলেন, পিত ! বেদ কি, সাবিত্রীই বা কি এবং কি প্রকার সূত্রে সংস্কৃত হইয়া লোকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত হয় সেই যথার্থ তত্ত্ব আমাকে বলুন ।

পিতা কহিলেন, বৎস ! ভগবান্ হরির ঝাক্যই বেদ এবং সাবিত্রী সেই বেদের স্মৃতি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছেন । আর ত্রিরাহুভু ত্রিগুণ সূত্রদ্বারাই ব্রাহ্মণগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । যে ব্রাহ্মণগণ দশ-যজ্ঞ-সংস্কৃত ও ব্রহ্মবাদী, সেই ব্রাহ্মণগণেই ত্রিলোকপৌষক বেদ সংস্থাপিত আছে ! ভক্তগণ বেদতন্ত্র বিধানানুসারে যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দানাদি, তপ, স্বাধায় ও সংযমদ্বারা ভক্তিসহকারে হরিকে প্রীত করিয়া থাকে । সেই জন্য শুভদিনে ব্রাহ্মণ ও বান্ধবগণের সহিত উপনয়ন সংস্কার দ্বারা তোমাকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করিতেছি ।

পুত্র কহিলেন, পিত ! ব্রাহ্মণেতে যে দশ সংস্কার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই দশ সংস্কার কি এবং কি কারণেই বা ব্রাহ্মণগণ বিধানানুসারে বিষ্ণুরে পূজা করিয়া থাকে ?

পিতা কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ হইতে ব্রহ্মতেজঃসমুৎপন্ন, গর্ত্ত্বাধানাদি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত, সঙ্ক্যাজয়-সম্পন্ন, সাবিত্রী-পূজা ও জপপরায়ণ, তপস্বী, সত্যবাদী, ধীর, ধর্ম্মবৎসল, লদানন্দময় ব্রাহ্মণ ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চনা করিয়া এই সংসারকে পরিত্রাণ করেন ।

পুত্র কহিলেন, তাত ! যে দ্বিজ সমস্ত জগৎকে রক্ষা করিতেছেন এবং ভগবান্ হরিকে প্রীত করিয়া স্বয়ং কামপ্রদ হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন ?

পিতা কহিলেন, বৎস ! সেই সকল ধর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণগণ দ্বিজপাতন, ধর্ম্মঘাতিক, বলবান্ কলি কর্ত্ত্বক নিরাকৃত হইয়া বর্ষান্তরে গমন করিয়াছেন । অম্পতপা যে সকল ব্রাহ্মণ এই কলিযুগে বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা জিহ্বাবিহীন, অধর্ম্মনিরত ও শিষ্টোদর-পকায়ণ হইয়া কালযাপন করিতেছেন । এই কলিযুগে পাপাচারী, ছুরাচারী, তেজোহীন, শূদ্রসেবক ব্রাহ্মণগণ আর আপনাকেও স্ফল্য করিতে সমর্থ হইতেছে না ।

গাধুনাথ ভগবান্ কল্কি কলিকুল বিনাশের অভিলাষেই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পিতার ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, এবং ব্রাহ্মণ ও বান্ধবগণকর্ত্ত্বক উপনীত হইয়া গুরুকূলে বাস করিতে লাগিলেন ।

• তৃতীয় অধ্যায় ।

সূত্র কহিলেন, মহাত্মা কল্কি যখন গুরুকুলে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করেন, সেই সময়ে মহেশ্বরপর্বতবাসী মহাত্মা জমদগ্নিতনয় রাম তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণতনয় ! আমি মহাত্মা ভৃগুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ; আমি জমদগ্নির পুত্র, বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ, ও ধর্ম্মার্কিদায় স্ননিপুণ ; আমি পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান পূর্বক তপস্যা করিবার নিমিত্ত এই মহেশ্বরপর্বতে আগমন করিয়াছি । এক্ষণে আমিই তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিব ; তুমি আমাকেই ধর্ম্মানুসারে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর এবং এই স্থানে অবস্থান পূর্বক স্বীয় বেদ ও অন্যান্য উত্তমোত্তম শাস্ত্র পাঠ কর ।

ভগবান্ কল্কি জমদগ্নিনন্দন রামের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন, এবং অগ্রে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে বেদ অধ্যয়ন করিলেন । তিনি পরশুরামের নিকট সাক্ষবেদ, চতুঃষষ্টিকলা ও ধর্ম্মার্কিদ্যা প্রভৃতি যথানিয়মে শিক্ষা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, দেব ! আপনি যে দক্ষিণা পাইয়া সন্তোষলাভ করিবেন, ও বাহাদ্বারা আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এক্ষণে আপনি আমার নিকট হইতে সেই দক্ষিণা প্রার্থনা করুন ।

রাম কহিলেন, হে সর্কায়ন্ ! তুমি কলিনিগ্রহের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ প্রার্থনানুসারে শস্ত্রলগ্রাহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ । তুমি আমার নিকট

হইতে বিদ্যা-অভ্যাস, ভগবান্ মহাদেবের নিকট হইতে অস্ত্র ও বেদময় শুক লাভ এবং সিংহল দেশে পদ্মাকে বিবাহ করিয়া, ধর্ম সংস্থাপন করিবে। পরে তুমি দিগিজয়ে ধর্মপরিশূন্য কলিপ্রয় যৌদ্ধনরপতিগণকে নিগ্রহ করিয়া দেবাপি ও মরুকে পৃথিবীরাজ্যে সংস্থাপিত করিবে। সেই সংকার্য্য দ্বারা আমি যার পর নাই পরি-
 তুষ্ট হইব এবং ইহাই আমার যথেষ্ট দক্ষিণা। এই কার্য্য সং-
 সাধিত হইলেই আমি নিয়মালুসারে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করিব।
 বৃহাভাগ কল্কি মুনিবর রামের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে
 প্রণাম করিয়া ভগবান্ মহেশ্বরকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত গমন করি-
 লেন এবং বিধানালুসারে সেই হৃদয়স্থিত মঙ্গলময় শাস্ত্রমুক্তি মহে-
 শ্বরকে পূজা ও মনে মনে ধ্যান করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কাহলেন, হে
 গৌরীধ্বজ! তুমি বিশ্বনাথ, শরণ্য, ভূতগণের আশ্রয়, বাসুকী
 তোমার কণ্ঠভূষণ; তুমি ত্রিনেত্র, পঞ্চবদন, আদিদেব ও পুরাণ।
 তুমি আনন্দ সন্দোহদাতা; আমি তোমাতে বন্দনা করি। তুমি যোগের
 অধীশ্বর, কাম্য ঋর্ষের বিনাশক ও করাল। তুমি সকলের ঈশ্বর,
 গঙ্গার সংসর্গে তোমার মস্তক সিক্ত রহিয়াছে, তুমি জটজুটধারী
 মহাকাল ও চন্দ্রকপাল; আমি তোমাতে নমস্কার করি। তুমি
 শ্মশানবাসী; ভূত ও বেতালগণ তোমার সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকে;
 তোমার হস্তে হুঞ্জ ও শূলপ্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র শোভা পাইতেছে;
 প্রলয়কালে লোকসমুদায় তোমার ক্রোধাগ্নিতে উদ্ধৃত ও অস্তমিত
 হইবে। তুমি ভূতগণের আদি, তুমিই পঞ্চভূতদ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাক,
 তুমি জীবদ্ভপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে রত হও;
 আমি তোমাতে নমস্কার করি। তুমি বিশ্ব সংসারের রক্ষণের
 নিমিত্ত সর্ব্ববিজয়ী বিষু রূপ ধারণপূর্ব্বক ঋর্ষের সেতুস্বরূপ সাধুগণকে

পালন করিতেছ। তুমি শব্দাদির রূপে গুণাত্মা হইয়াও ব্রহ্মাভি-
 মানে পূর্ণ রহিয়াছ ; হে পরমেশ্বর ! আমি তোমাতে নমস্কার করি ।
 হে দেব ! তোমার আজ্ঞায় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্ব-
 লিত হইতেছে, দিবাকর উজ্জ্বল কিরণ বিস্তার করিতেছেন এবং
 নিশানাথ, গ্রহ ও তারকাগণের সহিত গগনে সমুদিত হইতেছেন ;
 অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম । তোমার আজ্ঞায় বিশ্ব-
 পালিনী ধরণী সকলকে ধারণ করিতেছেন, দেবগণ নিয়মানুসারে
 বারি বর্ষণ করিতেছেন, কাল সময় বিভাগ করিয়া দিতেছেন ও
 স্মেরুশৈল মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া ধরা ধারণ করিতেছে ; অত-
 এব হে বিশ্বরূপ ঈশ্বর ! আমি তোমাতে নমস্কার করি ।

সর্বাঙ্গদর্শন ভগবানু মহাদেব কল্কির এইরূপ স্তব শ্রবণে
 প্রিয়তমা পার্শ্বতীর সহিত তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং
 প্রীতিপূর্বক করদ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া হাস্য করিতে
 করিতে কহিতে লাগিলেন, হে মহাত্মন ! তুমি কি বর প্রার্থনা কর,
 তাহা বল । তোমার প্রণীত এই স্তোত্র এই ভূমণ্ডলে যে সকল ব্যক্তি
 পাঠ করিবে, ইহলোকে ও পরলোকে তাহাদিগের সকল কার্যই
 সিদ্ধ হইবে । অতীত এই স্তব পাঠ বী শ্রবণ করিলে বিদ্যার্থী বিদ্যা,
 ধর্ম্মাশ্রী ধর্ম্ম ও ভোগাভিলাষী ভোগ্য বস্তু লাভ করিতে পারিবে । হে
 মহাভাগ ! পক্ষীরাজ গরুড়ের অংশসমুত, কান্ধাচারী, বহুরূপী এই
 হয়রত্ন ও এই সর্ষজ লুকপক্ষী আমি তোমাতে প্রদান করিতেছি,
 গ্রহণ কর । ইহার প্রভাবে মানবগণ তোমাতে সর্ষশাস্ত্রজ্ঞ, অস্ত্রশস্ত্র-
 নিপুণ, সর্ষবেদ-পারদর্শী ও সর্ষভূত-বিজয়ী বলিয়া জানিবে । আর
 তুমি গুরু ভারাক্রান্তা ধরিত্রীর ভারবতরণের নিমিত্ত রত্নময় মুষ্টি-
 শোভিত মহাপ্রতাপশালী এই করাল করবাল গ্রহণ কর ।

কল্কি দেবদেব মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন এবং বেগগামী অশ্বে আরোহণ পূর্বক শম্ভুলগ্রামে গমন করিলেন । তথায় সমুপস্থিত হইয়া পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃগণকে বিধানানুসারে প্রণাম করিয়া জমদগ্নি-ভ্রমর পরশুরাম যাহা বাহা বলিয়াছিলেন সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন । পরমতেজস্বী মহাত্মা কল কি হৃষ্টান্তঃকরণে জ্ঞাতীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেবদেব মহাদেব হইতে বরলাভ ও সমস্ত মঙ্গলজনক বাক্য বলিলেন । গার্গ্য, ভগর্গ্য ও বিশালপ্রভৃতি জ্ঞাতিবর্গ তাঁহার সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আফ্লাদিত হইলেন । শম্ভুলগ্রামবাসীগণ সকলেই ঐ বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিল । নরপতি বিশাখযুপ লোক-মুখে ঐ কথা শুনিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, ভগবান্ হরি কলি-নিগ্রহের নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন । তৎকালে তিনি দেখিলেন, নিরুপমা মহিষ্মতী নগ্নরীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলেই হরিতভক্তি-পরায়ণ হইয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ব্রতচরণে নিযুক্ত হইয়াছেন । কল্লাপতি ভগবান্ বিষুর আবির্ভাবে সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়াছে দেখিয়া, নরপতিও ধর্ম্মকর্মে একান্ত অরুচক হইলেন এবং বিস্ময়মনে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । লোভ মিথ্যা প্রভৃতি কলিবংশীয়গণ অধাৰ্ম্মিকগণকেও স্বধর্মে একান্ত নিবিষ্ট দেখিয়া দুঃখিতমনে সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল ।

তখন ভগবান্ কল্কি উৎকৃষ্ট বর্ষ, বিমলপ্রভা-সম্পন্ন খজ্ঞা ও শরশরাসন ধারণপূর্বক দ্রুতগামী জয়শীল অশ্বে আরোহণ করিয়া নগর হইতে বিনির্গত হইলেন । সজ্জনপ্রিয় মহীপতি বিশাখযুপ শম্ভুলগ্রামে ভগবান্ হরি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া

তঁাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দোখ-
লেন, উচ্চৈঃশ্রবাক্রুচ দেবগণ-পরিবৃত্ত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়, তারকা-
গণ-পরিবৃত্ত শশধরের ন্যায়, ভগবান্ কল্কি, কবি, প্রাজ্ঞ, স্মরণ
ও গার্গ্য, ভর্গ্য, বিশালশ্রীভূতি জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া দণ্ডায়মান
আছেন। মহীপতি বিশাখযুগ তঁাহাকে দর্শন করিয়া আনন্দে পুল-
কিত হইলেন এবং অবনতশিরে প্রণাম করিয়া তঁাহার অলুপ্তঃহ
সম্পূর্ণ বৈষ্ণবতাব প্রাপ্ত হইলেন।

ভগবান্ কল্কি নরপতি বিশাখযুগের সহিত কিছু দিন একত্রে
বাস করিলেন ও তঁাহার নিকট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের
আশ্রমধর্ম সন্মুখে কহিতে লাগিলেন, দেখ! আমার অংশ-সম্ভূত
ধর্মান্বাগণ কাল-সহকারে ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে আমার
প্রভাবে সকলে একত্রে মিলিত হইয়াছে। তুমি এক্ষণে সমাহিত-
চিত্তে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমার অর্চনা কর। আমিই
উৎকৃষ্ট লোক ও আমিই সনাতন ধর্ম। কাল, ভাব ও সংস্কার
ইহারা আমার কেশ্মেরই অলুগামী হইয়া রহিয়াছে; এক্ষণে আমি
চন্দ্র ও সূর্য্যবংশসম্ভূত মহীপতি দেবাপি ও মরুকে রাজ্যাস্থাসনে
নিযুক্ত করিয়া সত্যযুগসংস্থাপন পুঙ্কর্ক বৈকুণ্ঠে গমন করিব।

মহীপতি বিশাখযুগ মহাত্মা কল্কির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
নমস্কারপূর্ব্বক অভিলষিত বৈষ্ণবধর্ম-সংক্রান্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করি-
লেন। কলিকুলনাশন ভগবান্ কল্কি মহীপতির এই কথা শ্রবণ
করিয়া পারিষদগণের মনোরঞ্জননের নিমিত্ত মধুরবাক্যে পবিত্র ধর্ম
কীর্তন করিতে লাগিলেন।



চতুর্থ অধ্যায় ।

সূত্র কহিলেন, অনন্তর প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় প্রতাপ-সম্বিত ধর্মাত্মা ভগবান্ কল্কি সভ্যমধ্যে নরপতি বিশাখযুপের নিকট স্বাক্ষরণের মঙ্গল ও প্রীতিজনক ধর্মের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

কল্কি কহিলেন, যখন মহাপ্রলয় হইবে তখন ভগবান্ ব্রহ্মাও বিলীন হইবেন ; তখন কেবল আমি বিদ্যমান থাকিব ও আমাতেই সমস্ত জগৎ সঙ্কত হইয়া থাকিবে । পূর্বে জগতের কিছুই ছিল না কেবল আমিই বিদ্যমান ছিলাম, এই পৃথিবীস্ব সমস্ত পদার্থই আগার প্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে । সমুদায় জগৎ যখন নিদ্রাবস্থায় কল্কক্ষেপ করিতেছিল, যখন একমাত্র পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই বর্তমান ছিল না, সেই মহানিশার শেষভাগে সৃষ্টিক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত আমি সহস্রশির, সহস্রলোচন ও সহস্রচরণ-সম্পন্ন বিরাট-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম । তৎকালে সেই বিরাটমূর্তি হইতে বেদমুখ মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইলেন । ব্রহ্মা-নামে বিখ্যাত ঐ সঙ্কজ পুরুষ আমার বাক্যরূপ বেদামুসারে, আমার পুরুষোপাধিক অংশ হইতে, মায়াপ্রকৃতি দ্বারা, আমার কালরূপ অংশের সংযোগে জীবগণকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন । তিনি সর্বাত্মে প্রজাপতিগণ, মন্বাদি লোক সকল ও দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন । ইহারা আমার অংশসমুৎ হইলেও সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণসম্পন্ন

মায়াপ্রভাবে নানাবিধ উপাধি ধারণ করিলেন । এই কারণেই দেব-
গণ, মন্বাদি সকল ও স্থাবর জঙ্গম সকলেই পৃথক্ পৃথক্ উপাধি
প্রাপ্ত হইলেন । যে সমস্ত লোক মায়া-প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছে
তাঁহারা সকলেই আমার অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছে ; প্রলয়কাল
আবার আমাতেই বিলীন হইবে । যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও
সদনুষ্ঠান সাধন করিয়া আমারে মুক্ত করেন, যাঁহারা এই সংসারে
তপোদান প্রভৃতি সমস্ত কার্যসাধন-কালে আমার নাম উচ্চারণ
করেন, যাঁহারা নিরন্তর আমার সেবায় নিযুক্ত থাকেন সেই ব্রাহ্মণ-
গণই আমার শরীর ও আত্মাস্বরূপ । বেদবক্তা ব্রাহ্মণগণ আমারে
যে রূপ ধ্যান করেন ও যত আনন্দিত করেন, দেবগণ বা অন্যান্য
লোক আমারে সেরূপ ধ্যান বা প্রীত করিতে পারেন না ; যেহেতু
বেদই আমার প্রধান অঙ্গ ; ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বেদ প্রকাশিত হই-
য়াছে । জগতের সমস্ত লোকই বেদদ্বারা সংরক্ষিত হইতেছে । এই
সমগ্র জগৎই আমার শরীর, সুতরাং উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণই আমার
শরীর-রক্ষণের প্রধান সাধন ; অতএব আমি এক্ষণে শুদ্ধ মনুষ্য
আশ্রয় করিয়া সেই ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিতেছি ; আর জগতের
আশ্রয়ভূত ব্রাহ্মণগণও আমারে জগন্ময় পূর্ণ স্নাতন বলিয়া আমার
সেবা করিতেছেন ।

তখন বিশাখ্যুপ কহিলেন, প্রভো ! ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, আর
ব্রাহ্মণগণ আপনার এমন কি করিয়া থাকেন যদ্বারা আপনার অনু-
গ্রহে তাঁহাদের বাক্য তীক্ষ্ণবর্ণস্বরূপ হইয়াছে, এই বিষয় অনুগ্রহ
পূর্বক কীর্তন করুন ।

কল্কি কহিলেন, দেখ ! যে পরিভ্রম বেদে আমারে অব্যক্ত ও
সমুদায় ব্যক্ত পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর বলিয়া কীর্তন করে, সেই

বেদ ব্রাহ্মণযুগে বিরাজ করিতেছে ও বহুবিধ ধর্ম্যকর্ম্মে প্রকাশিত হইতেছে । ব্রাহ্মণদিগের যাহা পবিত্র ধর্ম্ম, তাহাই আমার পক্ষে পরমপবিত্র ভক্তি । আমি সেই পরমপবিত্র ভক্তিদ্বারা পরিতোষিত হইয়া প্রিয়তমা পত্নীর সহিত যুগে যুগে আবির্ভূত হইতেছি । সধবা ব্রাহ্মণকন্যা কর্তৃক ত্রিগুণিত করিয়া নির্মিত স্তম্ভে ত্রিরাবৃত্ত করিয়া গ্রন্থি প্রদান করিলেই যজ্ঞোপবীত বলিয়া অভিহিত হয় । যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ বেদ ও প্রবর বিধান সমন্বিত গ্রন্থিসম্পন্ন সেই বিশুদ্ধ যজ্ঞোপবীত একরূপে ধারণ করিবে, যেন তাহা গলদেশ হইতে নাভিপর্য্যন্ত লম্বিত হয় ও পৃষ্ঠকে দুই ভাগে বিভক্ত করে । সামবেদীদিগেরও এইরূপ বিধি, তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, নাভি অতিক্রম করিয়া লম্বমান হইবে । যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধে ধারণ করিলে বলপ্রদ হইয়ক থাকে । আর ব্রাহ্মণগণ মৃত্তিকা, তাম্র ও চন্দনাদি দ্বারা তিলক ও ললাট হইতে কেশপর্য্যন্ত কর্ম্মাস্বরূপ উজ্জ্বল ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন । অঙ্গুলি-পরিমিত তিলক তিন ভাগে বিভক্ত হইলেই ত্রিপুণ্ড্র বলিয়া অভিহিত হয় । সেই ত্রিপুণ্ড্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবারস্বরূপ । তাহা দর্শন করিলেও পাপ বিনষ্ট হয় । স্বর্গ ব্রাহ্মণগণের হস্তগত; তাঁহাদের বাক্যে বেদ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । তাঁহাদের হস্তে হব্য, গাজে ধর্ম্মানুরাগ ও তীর্থ সমুদায় এবং নাভিদেশে ত্রিগুণসম্পন্ন প্রকৃতি বিরাজমান রহিরাছেন । সাবিদ্রীই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইয়াছেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ই ব্রহ্মসংজ্ঞা ধারণ করিতেছে । আর তাঁহাদের বক্ষে ধর্ম্ম ও পৃষ্ঠে অধর্ম্ম বিরাজ করিতেছে । হে রাজন্, ব্রাহ্মণগণই ভূদেব, বিশেষতঃ তাঁহারাই গার্হস্থ্য প্রভৃতি চারি আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক মদীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন; অতএব সছুক্তিদ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা ও বন্দনা করা সকলেরই

শ্রেয় । ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহার বালক, তাঁহারাত্তো জ্ঞানপ্রভাবে
বুদ্ধ ও তপঃপ্রভাবে বুদ্ধ এবং আমার অত্যন্ত প্রিয় । তাঁহাদিগের
বাক্যপালনের নিমিত্তই আমি অবতার হইয়া অবতীর্ণ হইতেছি ।

যিনি ব্রাহ্মণগণের সৰ্ব্বপাপপ্রনাশন বিশেষতঃ কলি-দোষঘ্ন এই
মহাভাগ্যের কথা শ্রবণ করেন, তাঁহার কোন ভয়ই থাকে না ।
বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ মহীপতি বিশাখযুগ ভগবান্ কল্কির যুখে কলি-
দোষবিনাশন বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্তঃকরণে তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া প্রস্থান করিলেন । তিনি গমন করিলে সুপণ্ডিত শিবপ্রদত্ত
শুক সমস্ত দিন ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে ভগবান্ কল্কির
সমীপে আগমনপূর্বক যথাবিধানে স্তবপাঠ করিয়া তাঁহার অগ্রে
দণ্ডায়মান হইল । ভগবান্ কল্কি তাঁহাকে স্তবপাঠ করিতে দেখিয়া
সম্মিতবদনে কহিলেন, তোমার সমস্ত মঙ্গল ? তুমি এক্ষণে কোন্
স্থানে কি আহার করিয়া প্রত্যাগত হইলে ?

শুক কহিল, নাথ ! আপনি এক্ষণে কৌতুহল-সম্বিত, আমার
বাক্য শ্রবণ করুন । আমি জলনিধি-মধ্যস্থিত সিংহলদ্বীপে গমন
করিয়াছিলাম । সেই দ্বীপ অতীব মনোহর এবং ঐ দ্বীপের স্তম্ভাস্ত
অতিশয় চমৎকার জনক । তথায় বৃহদ্রথনামে এক ভূপতি আছেন ;
তাঁহার একটা কন্যা আছেন ; তাঁহার চরিত্রমূর্ত অত্যন্ত মনোহর ।
তিনি বৃহদ্রথ-মহিষী কোমদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । সেই
কন্যার স্বভাবের বিষয় শ্রবণ করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় । সেই
সিংহল দ্বীপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চতুর্ভূজের লোক সকল পরম
সুখে অবস্থান করিতেছে । তথায় রমণীয় প্রাসাদ, মনোহর হর্ষা,
উৎকৃষ্ট গৃহসকল ও বিচিত্র নগর বিরাজমান প্রহিয়াছে । কোন
স্থানে রত্নময়, কোন স্থানে স্ফটিকময় ভিত্তি সকল শোভা পাইতেছে ।

কোন স্থানে দিব্য লতাসমূহ বিস্তারিত রহিয়াছে । সুবেশা লক্ষণা-
 স্বিত্তা কামিনীগণ তথায় নিয়তকাল সুখে বিচরণ করিতেছে স্থানে-
 স্থানে বিচিত্র সরোবর সকল বিদ্যমান রহিয়াছে । হংস ও সারসগণ
 তাঁহার উপকূল-সলিলে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে । চতুর্দিকেই
 সুগন্ধি পদ্ম, লতাজাল, বন ও উপবন সকল শোভা পাইতেছে ।
 ভূঙ্গগণ পদ্ম, কল্লার ও কুম্ভপুষ্প ক্রীড়া করিতেছে । সেই রমণীয়
 প্রদেশে মহাবলপরাক্রান্ত রাজ্য বৃহদ্রথ বসতি করিতেছেন । পদ্মা-
 ধতী নামে তাঁহার যে কন্যা আছেন তিনি অতি যশস্বিনী ও ধন্যা ;
 তাঁহার ন্যায় রূপগুণবতী কন্যা ত্রিভুবনে আর নাই ; তাঁহার ন্যায়
 মনোহর মূর্তি আর কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না । তাঁহার
 চরিত্র অত্যন্ত স্পৃহনীয় । বিধাতা অতি সুকৌশলে তাঁহার নির্মাণ
 কার্য্য সংসাধন করিয়াছেন ! শিব-সেবা-পরায়ণা পার্শ্বতী যেমন
 কন্যাকালে সকলের পূজনীয়া ও মাননীয়া হইয়াছিলেন, সেইরূপ
 পদ্মাবতীও বালিকা সখীগণের সহিত জপ ও ধ্যান-তৎপর হইয়া
 কালযাপন করিতেছেন !

ভগবান্ পার্শ্বতীবল্লভ যখন জানিলেন যে, সেই বরাননাই
 ভগবান্ বিষুর প্রিয়তমা লক্ষ্মী, তখন তিনি প্রশান্তমনে ভগবতী
 পার্শ্বতীর সঙ্কিত তথায় উপনীত হইলেন । পদ্মাবতী বরদানোদ্যত
 সেই দেবদম্পতীকে অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে লক্ষাব-
 নতমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, কোন কথাই বলিতে পারিলেন না ।
 তখন ভগবান্ শশাঙ্কশেখর তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
 ভগবতি ! কোন নৃপনন্দনই তোমার যোগ্য পাত্র নহে, ভগবান্
 নারায়ণই তোমার উপযুক্ত পতি, তিনিই প্রকৃতমনে তোমার পাণি-
 গ্রহণ করিবেন । এই ভুবনমণ্ডলে বাহারা তোমারে কামভাবে অব-

লোকন করিবে, তাহারা যে বয়সে দেখিবে, তৎক্ষণেই সেই বয়সে নারীভাব প্রাপ্ত হইবে । তোমার প্রাণিগ্রহণার্থী নারায়ণ ব্যতিরেকে কি দেব, কি অশুর, কি গন্ধৰ্ব, কি নাগ, কি চারণ বা অন্যান্য যে কেহ যে সময়ে তোমার সংসর্গ কামনা করিবে, তাহাকে সেই সময়েই নারীভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে । কমলে ! তুমি এক্ষণে তপঃ পরি-
ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন কর । সুখসন্তোগের আয়ত্তন-স্বরূপ এই সুকোমল দেহকে আর ক্ষুভিত করিও না । হরিপ্রিয়ে ! এক্ষণে বাহাতে তোমার এই শরীর বিমল থাকে, তাহার উপায় কর ।

ভগবান্ মহাদেব পদ্মাদেবীকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া অস্ত-
হিত হইলেন । তখন ভগবতী পদ্মাদেবী ভগবান্ শঙ্করের মুখে
আঁপন অভিলষিত বস্ত্রের কথা শ্রবণপূর্বক প্রফুল্লমুখে তাঁহাকে
প্রণাম করিয়া পিতার ভবনে গমন করিলেন ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

শুক কহিলেন, এইরূপে কিছু দিন অতীত হইল । মহারাজ বৃহ-
দ্রথ পদ্মাবতীকে যৌবন-সম্পূর্ণা দেখিয়া বহুবিধ পাপাশঙ্কায় মনে
মনে অত্যন্ত বিবগ্ন হইলেন এবং মুহিবী কোমদীকে কহিলেন,
প্রিয়ে ! পদ্মার বিবাহকাল অতীত হইতেছে, এক্ষণে কোন্ কুলশীল-
সম্পন্ন রাজকুমারকে কন্যা সম্প্রদান করিব ? মুহিবী কহিলেন, নাথ !
দেবদেব মহাদেব কহিয়াছেন, যে ভগবান্ বিষ্ণুই পদ্মাবতীর

পতি হইবেন, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মহারাজ !
 বৃহদ্রথ প্রণয়িনীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে !
 সর্বান্তর্যুত ভগবান্ বিষ্ণু কত দিনে পদ্মার পাণিগ্রহণ করিবেন ?
 প্রিয়ে ! আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে, যে, আমি ভগবান্ হরিকে
 কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহাকে জামাতৃত্বে বরণ করিব ? তবে
 ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ম্বরস্থলে, মুনিতনয়া বেদবতীর ন্যায়, সুরাসুর-
 গণের সমুদ্রমন্ডন-কালে সমুৎখিতা পদ্মার ন্যায় আমার এই পদ্মা-
 একেও স্বয়ম্বরস্থলে গ্রহণ করিবেন। এইরূপ অবধারণ করিয়া
 মহীপতি বৃহদ্রথ কন্যার স্বয়ম্বরের নিমিত্ত গুণবান্, শীলসম্পন্ন,
 বিদ্বান্, ঐশ্বর্যশালী, রূপবান্, তরুণবয়স্ক মরুপতিগণকে বিশেষ
 সমাদর পূর্বক আহ্বান করিলেন এবং বিশেষ সমালোচন পূর্বক
 তাঁহাদিগের অবস্থানোপযোগী স্থান সকল নির্ধারিত করিলেন।
 তৎকালে সিংহলে বহুবিধ মাজলিক কার্যের অনুষ্ঠান হইতে
 লাগিল। নিমন্ত্রিত রাজনাবর্গ বিবাহে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিবিধ
 সুবর্ণ ও রত্নময় 'অলঙ্কার' ধারণপূর্বক স্ব স্ব সৈন্যসামন্তগণে পরি-
 রত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত রাজগণ
 কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ উৎকৃষ্ট হস্তরত্নে আরোহণপূর্বক সমাগত
 হইলেন। তাঁহাদিগের আতপ-নিবারণক্রম শ্বেতচ্ছত্র, গ্রীষ্ম-নিবারণ
 চামর সকল শোভা পাইতে লাগিল। মহাবল রাজনন্দনগণ তৎ-
 কালে অন্তশস্ত্রপ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া দেবগণ-পরিবৃত্ত দেবরাজের
 ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তথায় রুচিরাম্ব,
 সুকর্মা, মদিরাক, দৃঢ়াশুগ, কৃষ্ণসার, পারদ, জীমুত, ক্রুর মর্দন,
 কাশ, কুশাস্ত্র, বসুমান্, কঙ্ক, ক্রধন, সঞ্জয়, গুরুমিত্র, প্রমাধী,
 বিজ্ঞপ্ত, সঞ্জয়, অক্ষয় ও অন্যান্য বহুসংখ্যক মহীপতিগণ আগমন

করিলেন । তাঁহার। সভামধ্যে প্রবেশ পূর্বক যথাবিধানে সংকৃত হইয়া আপন আপন নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন । বিচিত্র মালা, ও বিচিত্র বসনধারী, সুখোচিত, বিলাসী, স্পৃহনীয়রূপ রাজগণ উপবেশন করিলে তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নৃত্য-গীত আরম্ভ হইল । তাহাতে তাঁহার। অত্যন্ত পুলকিত হইলেন । পরে সিংহলেখর সেই রাজনাগণকে সুখাসীন অবলোকন করিয়া বরবার্ণনী, গৌরী, চন্দ্রাননা, শ্যামা, যুক্তাহার-বিভূষিতা, সর্সালঙ্কারভূষিতা, রূপলাবণ্যবতী স্বীয় তনয়াক বেত্রহস্ত দৌবারিকগণ কর্তৃক সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে আনয়ন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন । কন্যা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন । শত সহস্র সখীগণ তাঁহারে বেষ্টিত করিয়া যাইতে লাগিল । দাসীগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল । বন্দীগণ তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল । হে বিভো ! তৎকালে সেই কন্যাকে অবলোকন করিয়া আমি অনুমান করিলাম, সেই কন্যা সুখীমতী মোহজননী মায়া অথবা কন্দর্পমোহিনী' রত্নিই ভুবনতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । দেব ! আমি ত্রিভুবনের সকল স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু তাদৃশ রূপলাবণ্য কোন স্থানেই দর্শন করি নাই । সেই কন্যা ক্রমে সভামণ্ডপে আসিয়া উপনীত হইলেন । সুপুর ও কিঙ্কণীর জনমোহন মধুর শব্দে সভা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । সেই মরালগামিনী রাজনন্দিনী করে রত্নমালা গ্রহণ পূর্বক সভামণ্ডলে প্রবেশ করিয়া সমাগত রাজগণের কুলশীল ও গুণের বিষয় শ্রবণ ও মনোহর কটাক-নিষ্ক্রেপ পূর্বক তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন । তাঁহার কর্ণশোভন কুণ্ডল ছলিতে লাগিল । তাঁহার চূর্ণ কুন্তল নৃত্য করিতে লাগিল ; তাহাতে গণ্ডঃদশ অধিকতর সুশোভিত হইল । ঐবৎ

হাস্যে তাঁহার বদন কমল বিকসিত হইল, স্মৃতরাং দশনকাস্তি দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাঁহার মধ্যদেশ ডমরু-সদৃশ, পবিধান অরুণ ফোস্বেয় বসন ও কণ্ঠস্বর কোকিলের ন্যায় মধুর। দেব ! তাঁহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল যেন, তিনি স্বীয় রূপলাবণ্যে জিতুবন ক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

তখন রাজনাগণ সেই মনোমোহিনী কন্যাকে অবলোকন করিয়া কাম-বিমোহিত হইয়া বিজ্ঞাস্তমনে ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা কামভাবে সেই কন্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রমণীয়রূপা স্মমধ্যমা নারীভাব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের সমস্ত অবয়ব রমণীগণের অনুরূপ হইল; নিবিড় নিভষে ও স্তনযুগলভারে তাঁহাদের শরীর ঈষৎ অবনত হইল। তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল রমণীগণের ন্যায় কমণীয় হইল; নয়নযুগল বিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভাধারণ করিল ও বিলাস, হাস্য ও নৃত্যগীতাদি বিষয়েও তাঁহারা রমণীগণের ন্যায় বিলক্ষণ নিপুণ হইলেন। তখন তাঁহারা আপনাদিগকে রমণীভাবে পঞ্জিগত দেখিয়া বিবদাস্তঃকরণে পঞ্চাবতীর সহচরী হইলেন। আমি পঞ্চাবতীর বিবাহ মহোৎসব দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া তত্রতা এক বটবৃক্ষে বসিয়াছিলাম। রাজগণ স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইলে দেবী পদ্মা অনন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য আমি ক্রমকাল তথায় বসিয়াছিলাম। হে জগদীশ্বর কল্ক ! এইরূপে মঙ্গলজনক বিবাহ-মহোৎসব গত হইলে দেবী কমলা ভগবান্ ভবানীপতিরে মনে মনে ধ্যান করিয়া যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন আমি তাঁহা শুনিয়াছি, বলিতেছি শ্রবণ করন্।

দেবী পদ্মা রাজগণকে গজাশ্বরথ-বিহীন হইয়া সখীভাব প্রাপ্ত

হইতে দেখিয়া হুঃখিতমনে জুঘণাদি পরিভ্যাগ পূর্বক পদাঙ্কুঠ দ্বারা ভূমি বিলিখন করিতে লাগিলেন । ক্রমকাল পরে মহেশ্বরের বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত হৃদয়বল্লভ হরিকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

শুক কহিলেন, ভগবন্! অনন্তর সখীজন-পরিহতা বিস্মিত-বদনা দেবী পদ্মা নিজ পতি হরিকে চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখবর্তিনী বিমলানাম্নী সখীকে কহিলেন, বিমলে ! বিধাতা কি আমার আদৃষ্টে এই লিখিয়াছেন যে, আমার দর্শনমাত্রেই পুরুষগণ রমণীভাব প্রাপ্ত হইবে ? হায় ! আমি অতি হতভাগিনী, আমি অতি পাপিনী, আমি যে এককাল দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করিলাম, ঐশ্বর্য ক্রমে প্রক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় সে সকলই বিফল হইল ! ত্রিভুবনের অধিপতি লক্ষ্মীপতি ভগবান্ হরি কি আমার প্রতি অভিলাষী হইবেন ? দেখ, যদি দেবদেব শঙ্করের বাক্য মিথ্যা হয়, জগৎপতি বিষ্ণু যদি আমারে স্মরণ না করেন, তাহা হইলে আমি হরিচিন্তা করিয়া এ দেহ অনলে নিক্ষেপ করিব । দীনী মানুষী আমিই বা কোথায়, আর সেই ভগবান্ জনার্দনই বা কোথায় ? আমি বিধাতা কর্তৃক নিগৃহীত হইলাম ; তাহা না হইলে শশাঙ্কশেখর আমারে বঞ্চনা করিলেন কেন ? ঐদৃশ অবস্থায় আমার ন্যায় কোন্ রমণী বিষ্ণু কর্তৃক পরিভ্যক্ত হইয়া জীবনধারণ করিতে পারে ? দেব !

আমি যশস্বিনী পদ্মার এইরূপ শোকসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া আপ-
নার সর্ম্মীপে আগমন করিলাম ।

তখন ভগবান্ কল্কি শুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চমৎ-
কৃত হইলেন এবং কহিলেন, শুক ! তুমি' প্রিয়া পদ্মাকে আশ্বাস
প্রদান করিবার নিমিত্ত পুনর্বার তথায় গমন কর । হে প্রিয় শুক !
তুমি আমার সংবাদ লইয়া পদ্মার নিকটে গমনপূর্ব্বক আমার রূপ-
গুণের বিষয় কীর্তন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া পুনর্বার
এখানে আগমন করিও । দেবী পদ্মা আমার প্রণয়িনী ও আমি
তাঁহার পতি, ইহা বিধিলিপি ; তবে আমাদিগের সংযোগ সাধনে
তুমি মাধ্যস্ত্যাবলম্বন করিবে । হে শুক ! তুমি সর্ষজ্ঞ ও কালধর্ম্মজ্ঞ ;
তুমি অমৃতময় বাক্যে প্রণয়িনী পদ্মাকে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহার
সংবাদ আনয়নপূর্ব্বক আমাকে আশ্বাসিত কর ।

সর্ষজ্ঞ শুক মহাত্মা কল্কির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট-
চিত্তে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া সত্বরে সিংহলাভিয়ুখে গমন করি-
লেন । কিছুক্ষণপরে তথায় উপস্থিত হইয়া বীজপূর ফল ভক্ষণ
পূর্ব্বক কন্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য এক নাগকেশর-
স্বক্ষের উপরিভাগে উপবেশন করিলেন । পরে রূপযৌবনশালিনী
পদ্মা দেবীকে অবলোকন করিয়া মাল্লব-স্বরে কহিলেন, বরবার্গিনি !
আপনার কুশল ত ? আপনার কমলবদন, কমলনয়ন ও কমলকর
অবলোকন করিয়া এবং আপনার কমলদেহের কমলসুরভি আশ্রাণ
করিয়া আপনাকে দ্বিতীয়া কমলা বলিয়া বোধ হইতেছে । হে জগ-
ন্মোহিনি ! বোধ করি, সর্ষশ্রষ্টা ভগবান্ পিতামহ ত্রিভুবনের রূপ-
লাবণ্য একত্রিত করিয়া আপনার নির্মাণসাধন করিয়াছেন ।

পদ্মমালা-বিভূষিতা দেবী পদ্মা শুকের এইরূপ অত্যন্ত স্তম্ভুর

বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, আপনি কে ? কোন্ স্থান হইতে আগমন করিলেন ? আপনি দেব কি দানব ? আমার প্রতি দয়াবান্ হইয়া শুকরূপ ধারণপূর্বক আগমন করিয়াছেন ?

শুক কহিলেন, দেবি ! আমি সর্কজ্জ, কামচারী ও সর্কশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ । আমি দেব, গন্ধর্ক ও ভূপতিগণের সভার অত্যন্ত সমাদর পাইয়া থাকি । হে মনস্বিনি ! আমি স্বেচ্ছানুসারে গগনে বিচরণ করিয়া থাকি, আজ আপনারে দর্শন করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি । আপনার অন্তঃকরণ অত্যন্ত প্রশস্ত, তথাচ দেখিতেছি, আপনি আজ ভোগাভিলাষ সমস্ত পরিহার করিয়া অতি দুঃখিতমনে কালষাপন করিতেছেন ; আপনি হাস্য পরিহাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, সখীগণের সহিত আর আমোদপ্রমোদ করিতেছেন না এবং অঙ্গশোভা আভরণসমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন । আপনার এইরূপ ভাব দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইতেছে । এক্ষণে আপনার কমলবদন-বিনির্গত, মৃদুমধুর বচন শ্রবণ করিবার জন্যই কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করি । আপনার কণ্ঠস্বর এরূপ মধুর ও কোমল যে, কোকিলের কলরুজনও ইহার নিকট তিরস্কৃত হয় । আপনার দন্ত, ওষ্ঠ ও জিহ্বাগ্র-বিনির্গত অক্ষরপংক্তি খাঁহার কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার তপস্যার কথা আর কি বলিব ? ভামিনি ! আপনার মিকট শিরীর-কুম্বের কোমলতা, আর নিশানাথের কাস্তিও অতি তুচ্ছ । পাণ্ডিত্যগণ দুর্লভ অমৃত ও ব্রহ্মানন্দকে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থগণ্যে গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারও সহিত আপনার বাক্যের তুলনা হইতে পারে না । যিনি আপনার বাহুল্য দ্বারা সমালিঙ্গিত হইয়া আপনার মুখামৃত পান করিতে পারিবেন, তাঁহার আর স্মৃতিসাধন জপ, উপ ও

দানাদি শুভকলের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিবে না। হে বৃহদ্রথ-
নন্দিনি ! যাঁহারা আপনার এই তিলক-সুশোভিত, অলকাবলী-
মণ্ডিত, চঞ্চল কুণ্ডল-বিরাজিত, চঞ্চল দৃষ্টি-সমন্বিত, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল
অবলোকন করিবেন, তাঁহাদিগের আর এই ধরাধামে কল্পগ্রহণ
করিতে হইবে না। অয়ি ভামিনি ! যে জন্য আপনার ঐদৃশ হুঃখ
উপস্থিত হইয়াছে তাহার কারণ নির্দেশ করুন। আপনার কোন
শারীরিক পীড়া নাই, তথাচ আপনি তপঃপ্রপীড়িতার ন্যায়
অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন। তন্ম্বাচ্ছন্ন স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় আপনার
এই দেহ নিতান্ত মলিন হইয়াছে।

তখন পদ্মা কহিলেন, হে সৰ্ব্বজ্ঞ শুক ! হারি যাঁহার প্রতি প্রতি-
কূল, তাহার রূপেরই বা প্রয়োজন কি ? ধনেই বা প্রয়োজন কি ?
কুলেরই বা আবশ্যক কি ? আর বংশমর্যাদারই বা গৌরব কি ?
তাঁহার পক্ষে সকলই বিফল। হে শুক ! আমার বৃত্তান্ত যদি তোমার
অবিদিত থাকে, তাহা হইলে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

আমি বাল্যে পৌগণ্ড ও দৈকেশোর অবস্থাতে দেবদেব ভবানী-
পতির আরাধনা করিয়াছিলাম ; তাহাতে তিনি ভগবতীর সহিত
আবিভূত হইয়া পরম পরিতোষের সহিত কহিলেন, পদ্মে ! তোমার
অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি তৎকালে লজ্জায় অধোমুখী
হইয়া তাঁহার সম্মুখে দেণ্ডায়মান রছিলাম, তদর্শনে তিনি কহিলেন,
পদ্মে ! ভগবান্ নারায়ণ তোমার পতি হইবেন। কি দেব, কি
দানব, কি গন্ধৰ্ব্ব, অন্য যে কেহ তোমার প্রতি কামভাবে কটাক্ষ-
পাত করিবে, তাহারা সেই ক্ষণেই নারীভাব প্রাপ্ত হইবে, তাহার
কিছুমাত্র সংশয় নাই। হে শুক ! ভগবান্ শশাঙ্কশেখর এইরূপ বর
প্রদান করিয়া বিষ্ণু-পূজার পদ্ধতি যথাবিধানে বলিয়া দিলেন ;

আমি তাহাও বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । এই যে আমার সখীগণকে অবলোকন করিতেছ, ইহারা পূর্বে নরপতি ছিলেন । ধর্ম্মাত্মা পিতা আমাকে যৌবন-পদবীতে পদার্পণ করিতে দেখিয়া স্বয়ম্বরস্থলে ইহাদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন । ইহারাও বিবাহে কৃতনিশ্চয় হইয়া পুলকিতমনে স্বয়ম্বরসভায় সমাগত হইয়াছিলেন ; ইহারা সকলেই যুবা, রূপবান্, গুণবান্ ও ধনবান্ ছিলেন । আমি যখন করে রত্নমালা ধারণপূর্বক স্বয়ম্বরসভায় সমুপস্থিত হইলাম, তখন ইহারা আমারে অবলোকন করিয়া কামবিমোহিত ও পতিত হইলেন । ক্রমকাল পরে সম্ভ্রান্তচিত্তে গাত্রোথান করিয়া দেখিলেন, স্ব স্ব দেহে গুরুনিতম্ব ও পীন পয়োধরপ্রভৃতি ললনালক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে ; তখন ইহারা শক্রগণের ভয়ে ও বন্ধুবান্ধবগণের লঙ্কায় অভ্যস্ত ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমকাল চিন্তা করিয়া আমারই অনুগামী হইলেন । ইহারা সর্বগুণাশ্রিত ; এক্ষণে আমার সহচরী হইয়াছেন এবং আমার সহিত ভগবান্ নারায়ণের পূজা, ধ্যান ও তপস্যা করিতেছেন ।

বেদবেদাঙ্গ-পারগ শ্রুত পদ্বার এই শ্রবণস্বথকর, স্বাভিজিহিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং সমুচিত বাক্যে তাঁহার সম্বোধন উৎপাদনপূর্বক ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনার প্রস্তাব করিলেন ।

সপ্তম অধ্যায় ।

শুক कहिलेन, हे श्रुते ! यथन तुमि आशुतोषेर शिष्या हई-
याह, तथन तुमिई धन्या ओ मथार्थ पुण्यवती । एक्कणे याहा श्रवण
करिले शुकाकार हईते मुक्त हईते पारा याय, भगवानेर प्रति
भक्तिर उदय हय एवंग याहा श्रवण करिले जीवेर मानसिक आनन्देर
परिसीमा धाके ना ओ महेश्वर स्वयंग याहा कर्त करियाहेन, सेई
श्रुतिसुखकर कपथान-समलित विष्णु-पूजाविधि श्रवण करिते आमार
निस्तान्त अभिलाष हईयाहे । यदि आमि एई स्थाने आपनार मुखे
सेई परमपवित्र विष्णु-पूजाविधि श्रवण करिते पारि, ताहा हईले
आमार ओ परमसौभाग्य बलिते हईवे ।

पद्म्या कहिलेन, हे शुक ! भगवान् शशाङ्कशेखर येरूप विष्णु-
पूजापद्धति बलियाहेन, ताहा अकीव पवित्र । श्रद्धार सहित सेई-
रूप अनुष्ठान, उहा श्रवण ओ कीर्तन करिले मनूष्य गुरुहत्या, ब्रह्म-
हत्या ओ गौहत्यार पाप हईतेओ मुक्तिलाभ करिते पारे । एक्कणे
आमि तोमार निकट सेई विष्णु-पूजासुद्धांत कीर्तन करितेहि,
अवहितचित्ते श्रवण कर । मनूष्य पूर्वार्हे स्नानाह्निकक्रिया समापन
पूर्वक श्रुति हईबेन, परे हस्तपद श्रृङ्गालनपूर्वक जलस्पर्श करिया
निर्दिष्ट आसने उपवेशन करिबेन, परे पूर्वमुखे उपवेशन
करिया विधानानुसारे अङ्गनास, भूतशुद्धि ओ अर्घ्यासंस्थान करि-
बेन । तत्परे केशवकृतादि न्यास द्वारा तन्मय हईबेन । परे

আত্মাকে বিষ্ণুময় চিন্তা করিয়া হৃদিস্থিত সেই বিষ্ণুকে সংকল্পিত আসনে সঙ্ক্ৰমণ করিবেন । পরে মূলগন্ত উচ্চারণপূর্বক পাদা, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, ভূষণপ্রভৃতি উপচারে অর্চনা করিয়া হৃদয়পদ্ম-মধ্যগত, প্রফুল্ল-বদন, ভক্তের অভীষ্টফল-দাতা সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে চরণ হইতে কেশান্তপর্য্যন্ত ধ্যান করিবেন । পরে “ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা” এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক স্তুতি পাঠ করিবেন ।

যোগসিদ্ধ পণ্ডিতগণ যঁাহাকে নিরন্তর চিন্তা করিয়া থাকেন, যিনি শ্রীর আলয়স্বরূপ, যঁাহার ভক্ত ভৃঙ্গগণ তুলসীদ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, যঁাহার রক্তবর্ণ নখ-সম্পন্ন অঙ্গুলিপত্র দ্বারা গঞ্জাজল, চিত্রিত হইয়াছে, আমি সেই বিষ্ণু-পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম । ভগবান্ বিষ্ণুর যে চরণকমলরস্তু ঐথিত মণিসমূহদ্বারা সুরশোভিত রহিয়াছে, যে চরণে রাজহংসের ন্যায় শঙ্কায়মান সুপুরুষুগল শঙ্কিত হইতেছে, যাহাতে সূচঞ্চল পীত বসনাঞ্চল লম্বমান হইয়া প্রচলিত পতাকার ন্যায় বিরাজমান হইয়াছে এবং যাহাতে সুরবর্ষণয় ত্রিবক্তৃ-বলয় শোভা পাইতেছে, আমি সেই চরণরূপ কমলরস্তু স্মরণ করি । ভগবান্ নারায়ণের যে জঘনযুগল বিনতানন্দন গরুড়ের গলাস্থিত নীলকান্ত মণিরূপ ন্যায় শোভাসম্পন্ন, যাহার, মধ্যদেশে অরুণ বর্ণ মণির ন্যায় গরুড়ের চঞ্চুদ্বয় বিরাজিত রহিয়াছে, যাহার নিম্নে আরক্ত চরণযুগল শোভা পাইতেছে, যাহা ভক্তগণের লোচনানন্দ-জনন, আমি সেই জঘনদ্বয় স্মরণ করি । উৎসবকালে স্কন্ধার্চিত বিদ্যুৎপ্রভ পীত-বসন পতিত হওয়াতে যাহা বিচিত্রবর্ণ হয়, চঞ্চল গরুড়মুখ-বিনির্গত সামগানে যাহার মাহিমা প্রকাশিত হইয়া থাকে, জগৎপতি বিষ্ণুর সেই পীবর জালুযুগল আমি স্মরণ করি ।

যাহা বিধাতা, যম ও কন্দর্পের আধার, ত্রিগুণাপ্রকৃতি বিচিত্র পীত বসনরূপে বেষ্টানে বাস করেন, যেস্থলে জীবাগার দুকুলারত হইয়া রহিয়াছে, আমি সেই খগপৃষ্ঠস্থ ভগবান্ নারায়ণের কটিদেশ-চিন্তা করি । যাহাতে ত্রিবলী শোভা পাইতেছে, যেস্থলে আর্ঘ্য-সদৃশ নাভিসরোষরে ব্রহ্মার জন্মপদ্ম প্রস্ফুটিত, যে স্থানে নাড়ীনদী সমূহের রসস্রাব অস্ত্র-সিন্ধু উল্লসিত হইতেছে, যাহা এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের আধার, যাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমরাজি সুরশোভিত রহিয়াছে, ভগবানের তাদৃশ ত্রীসম্পন্ন উদর আমি স্মরণ করি । কমলার কুচকুঙ্কমে, হারে ও কৌস্তভপ্রভায় বিরাজমান, ত্রীবৎস-লাঙ্ঘিত, হরিচন্দনজাত কুসুমমালায় বিভূষিত; অতি মনোহর ভগবানের জংপদ্ম আমি স্মরণ করি । যে বাহুযুগল সুরবেশের আশ্রয়, বলয় অঙ্কদাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত যে বাহুযুগল দর্পাক্ষ দৈত্য-কুলের বিনাশসাধন করিয়াছে, যে বাহুযুগল গদা ও সুরদর্শন-তেজে স্মরাতিকূল পরাভূত করিতেছে, ভগবানের সেই দৈত্যাদলন দক্ষিণ বাহুযুগল আমি মনে মনে স্মরণ করি । মুররিপু বিষুর যে বামভুজ-দ্বয় করি-কম্বোপম শ্যাম সুন্দর ও শঙ্খপদ্ম-বিভূষিত, যে ভুজদ্বয় গণভূষণ-সুরশোভিত, যে হস্তের লোহিত অঙ্কুলী জাম্বুস্পর্শ করিয়াছে, পদ্মালয়া লক্ষ্মীর প্রীতিপ্রদ, সেই মনোহর করযুগল আমি স্মরণ করি । অমল স্তূপাল-সদৃশ নির্মল রেখাত্রয়-চিহ্নিত, বনমালা-সুরশোভিত, মুক্তিমস্তুর রমণীয় ফলের বস্তুস্বরূপ, পরম সুন্দর, ভগবানের সেই মুখপদ্ম-মৃগালরূপ কণ্ঠ আমি অল্পক্ষণ ধ্যান করি । রক্তপদ্ম-সদৃশ রক্তাধরোষ্ঠে কমণীয়, সহাস দর্শন-বিকাশে বিকাসিত, বচনসুধা-সম্বিত, মনোপ্রীতিজনন, চঞ্চল নয়নপত্র সূচিত্রিত, লোকরঞ্জন সেই ভগবান্ নারায়ণের বদনকমল আমি অল্পক্ষণ

স্মরণ করি। যাহা হইতে মদনমহোৎসবের স্মৃতি,—যাহা দেখিলে
কমলার হৃদয়পদ্ম বিকসিত হয়, ভগবানের মুখপদ্মজস্মিত সেই
ক্রপত্র আমি স্মরণ করি। কপোল-চুম্বিত মকরকুণ্ডল-সুশোভিত
দিগ্ভ্রুগুণ ও আকাশমণ্ডলের প্রকাশক, চঞ্চল অলক-চুম্বনে যাহার
অগ্রভাগ আকৃষ্ট, মণিময় কিরীটপ্রাপ্তে সংলগ্ন, দেব দেব শ্রীহরির
সেই শ্রুতিযুগল আমি স্মরণ করি।

সুচিত্র ত্রিলক-সুশোভিত, কমনীয় কামিনীর লোচন-সদৃশ, সুর-
ভিত গোরোচনা-রচিত অলকা-লাঙ্ঘিত, ব্রহ্মের একমাত্র আশ্রয়,
মণিময় কিরীট-সুশোভিত, সর্বজন-মনোনয়নহারী, সেই পরাৎপর
হরির সুপ্রশস্ত ললটিদেশ আমি স্মরণ করি। নানাবিধ সুরগন্ধি
কুম্ম-শোভিত, কুটিল, দীর্ঘ, কমলার শ্রীতিপ্রদ, পবন-প্রকম্পিত,
কৃষ্ণমেঘ-সদৃশ রুচির, শ্রীবাসুদেবের শিকুরজাল আমি হৃদপদ্ম-
মধ্যে স্মরণ করি।

যে মূর্ত্তি জলদবর্গ হইয়াও রবিশশীর সদৃশ সমুজ্জ্বল এবং যে
মূর্ত্তি সুচারু নাসিকায়, সুরচাপসদৃশ জয়গুণে ও বিহ্বৎসদৃশ পীত
বসনে সুশোভিত, আমি পুণ্ডরীকাক্ষের সেই লোকাভীত মৌহন-
মূর্ত্তির শরণাপন্ন হইলাম।

আমি অতি দীন, বেদবিহিত সেবাদিবিহীন, আগার শরীর পাঁপ-
তাপে পরিপূর্ণ, লোভাক্রান্ত, শোকমোহাদি মনোবেদনায় অভিভূত ;
হে বাসুদেব ! কৃপাবলোকন করিয়া আমারে পরিত্রাণ করুন।

যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুর এই অদ্যা ও মনোহর মূর্ত্তি ধ্যান
করিয়া ষোড়শ শ্লোকরূপ পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া শুভ ও নমস্কার
করিবে, সেই সকল বিধিষ্ঠ ব্যক্তি শুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ
উপভোগ করিবে।

পদ্মা কথিত, শিবপ্রোক্ত এই স্তব অতীব পবিত্র, ধন্য, বশস্কর, আয়ুস্কর, স্বর্গকলপ্রদ ও পরম শান্তিপ্রদ । এই স্তব ইহপরলোকে চতুর্সর্গকলপ্রদ । যে সকল মহাত্মা এই স্তব পাঠ করিবেন, তাঁহারা সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবেন ।

প্রথমাংশ সম্পূর্ণ ।

দ্বিতীয়াংশ ।

প্রথম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, তখন সাধুসম্মত স্রবুঁদ্ধি শুক পদ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি পদ্মে ! আপনি সেই অদ্ভুতকর্মা ভগবান্ নারায়ণের সর্বাঙ্গীন পূজার বিষয় বর্ণন করুন। আমি বিধানান্ত্ সারে সেই পূজার অনুষ্ঠান করিয়া ত্রিভুবনে বিচরণ করিব।

পদ্মা কহিলেন, শুক ! মন্ত্রবিৎ উপাসক ভগবান্ বিষ্ণুকে পূর্ণাত্মাঙ্কানে এইরূপে তাঁহার চরণ হইতে কেশ পর্য্যন্ত অন্তরে- ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। জপাবস্মানে দশবৎ প্রণাম করিবে। পরে পাদ্য অর্ঘ্যাদি নিবেদিত দ্রব্য সকল বিশ্বক্‌সেন প্রভৃতিকে প্রদান করিবে। তৎপরে সর্ববশপী পরমপুরুষ বিষ্ণুকে মনের সহিত চিন্তা করিয়া হরির নাম উচ্চারণ পূর্বক সূতঙ্গীতে প্ররুত হইবে। অবশেষে নির্খালা-শেষ মন্তুকে ধারণ করিয়া নিবে- দিত দ্রব্য ভোজন করিবে। হে শুক ! এই আমি তোমার নিকট কমলাবল্লভ বিষ্ণুর পূজাবিধি বর্ণন করিলাম। এইরূপ বিধানে ভগবানের আচ্ছনা করিলে সকাম ব্যক্তির কামনা পূর্ণ হয় এবং কামনাশূন্য সাধক মুক্তিমার্গ লাভ করিয়া থাকে। এই পূজারান্তে দেব, গন্ধর্গ ও মনুষ্যাগণের আনন্দজনক ও শ্রুতিসুখকর।

শুক কহিল, দেবি পতিব্রতে ! আপনি ভগবান্ নারায়ণের প্রতি ভক্তিলক্ষণ বিষয়ে যাহা যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। আমি পাপাত্মা পক্ষী, আমিও এখন আপনাব্যাসাদে এতদ্বারা মুক্তিতে সমর্থ হইব। আপনি রত্নালঙ্কার-ভূষিতা সচেতনা কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায়, আপনার ন্যায় রূপময়ী মূর্তি ত্রিভুবনে নাই ; বোধ করি, আপনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী হইবেন। আপনার ন্যায় রূপগুণশালিনী কামিনী আর ত নয়নগোচর হয় না। আর আপনার পাণিগ্রহণের উপযুক্ত পাত্রও ত্রিভুবনে কাহাকেও দেখি না। তবে সমুদ্রপারে আমি এক অলোকসামান্য পুরুষ দেখিয়াছি, তিনিই আপনার উপযুক্ত পাত্র, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ও অত্যাশ্চর্য্য রূপসম্পন্ন। তাঁহার সেই ভুবনমোহন রূপ বিধাতৃনির্ধিত বলিয়া বোধ হয় না। আমি বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, ভগবান্ বাসুদেবের সহিত তাঁহার কোন অন্তর নাই। দেবি ! আপনি অমিততেজা ভগবান্ বিষ্ণুর যেরূপ মূর্তি বর্ণন করিলেন, আমি অবিকল সেই মূর্তিই তথায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হয় না।

পদ্মা কহিলেন, হে বিহগরাজ ! তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? তাঁহার জন্মগ্রহণের কারণই বা কি ? এবং তিনি, তথায় কি কি কার্য্য করিয়াছেন ? বোধ হয়, তুমি তাহার সমস্তই অবগত আছ ; অতএব এই সমস্ত বিধয় আমার নিকট বর্ণন কর। হে বিহঙ্গম ! এক্ষণে বৃক্ষ হইতে আমার নিকটে আগমন কর, আমি তোমার যথোচিত সৎকার করিতেছি। তুমি এই সমস্ত বীজপূর ফল আহার কর এবং সুশীতল ফলিল পান কর। আহা ! তোমার চঞ্চুযুগল পদ্মরাগ হইতেও সমুজ্জ্বল ও সুবর্ণ ; এস, আমি তোমার ঐ চঞ্চুযুগল

রত্নদ্বারা আরও মনোহর করিয়া দি। সূর্য্যকান্ত মণিদ্বারা তোমার কক্ষর এবং মনোহর মুক্তাকলাপ দ্বারা পক্ষতি সাজাইয়া দিব। আমি তোমায় পতত্র ও সমস্ত অঙ্কপ্রত্যঙ্ক কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত এবং স্নগন্ধে স্লামোদিত করিয়া দিব। তোমার পুচ্ছে মনোহর মণিসমূহ এবং চরণে স্নপূর পরাইয়া দিব,—অঙ্কচালনমাত্রেই স্নমধুর স্বর সমুখিত হইবে। আজ আমি এইরূপে তোমার সুরূপের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিব। তোমার অমৃতময় বচনপরম্পবায় আমার মনো-বাথা অপনীত হইয়াছে; এক্ষণে আদেশ কর, সখীদিগের সহিত আমাকে কি করিতে হইবে ?

অতি ধীরপ্রকৃতি, বিহগবর পদ্মার এই কথা শুনিয়া প্রসন্নমনে তাঁহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, পরম কারুণিক রম্যপতি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে এবং ধর্ম্ম রক্ষার মানসে ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও অন্যান্য জ্ঞাতিগণের সহিত শম্ভলগ্রামে বিষ্ণুশার হুঁহে বাস করিতেছেন। তিনি উপনয়নের পরেই সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করেন। তাহার পর মহাত্মারামের নিকট হইতে সমস্ত শাস্ত্রিক ধর্ম্মোদ্দেশ্য শিক্ষা এবং মহাদেবের নিকট হইতে অশ্ব, অসি, শুল্ক, কবচ ও বরলাভ করিয়া পুনর্বার শম্ভলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মতিমান কল্ক শম্ভলে আগমন করিয়া ভূপতি বিশাখয়ুপকে বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া অধর্ম্ম অপনয়ন করিয়াছেন।

পদ্মা শুকমুখে এই সকল কথা শুনিয়া যার পর নাই আশ্লা-দিত হইলেন এবং শুককে নানাবিধ রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া ভগবান্ কল্কিকে আনয়ন করিবার নিমিত্তই করপুটে কহিলেন, হে শুক! তুমি বিলক্ষণ বাক্যবিন্যাশ-কুশল; আমি তোমাকে আর কি শিখাইয়া দিব, তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দিতেছি যে, যদি তিনি

স্রীভাব প্রাপ্তির ভয়ে আসিতে অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে প্রণামের সঙ্কিত° আমার কর্মদোষ জানাইয়া কিহও যে, আমার ভাগ্যক্রমে মহাদেবের বরও শাপস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে ; পুরুষগণ আমাকে দর্শন করিলেই স্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

শুক পদ্মার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ ও প্রণামপূর্বক আকাশপথে উড়্‌ডীন হইয়া অবিলম্বেই শম্বলে সমুপস্থিত হইল । পরমতেজস্বী কল্কি শুককে সমাগত দেখিয়া শশব্যস্তে তাহাকে ক্রোড়ে করিলেন । শূকের সমস্ত শরীর স্বর্গ-রত্নে বিভূষিত দেখিয়া তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না । বহুবিধ প্রশংসাবাদের পর পানীয়দানে শুককে স্নান করিলেন । অনন্তর তাঁহার পৃষ্ঠোপরি করকমল অর্পণ ও মুখোপরি মুখপ্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুক ! তুমি কোন্ কোন্ দেশ বিচরণ করিয়া কি কি অদ্ভূত ঘটনা দর্শন করিলে ? এতদিন কোথায় অবস্থান করিতেছিলে ? এবং কোথা হইতেই বা এই সকল মণিকাঞ্চনময় অলঙ্কার লাভ করিলে ? আমি সর্বদাই তোমার সহিত একত্র বাস করিতে অভিলাষ করি ; তোমার অদর্শনে এক মুহূর্তকালও আমার এক যুগের ন্যায় বেদন হইয়া থাকে ।

শুক ভগবান্ কল্কির এইকথা শুনিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে প্রণাম করিল ; পরে পদ্মালাহা বলিয়া দিয়াছিলেন তৎসমুদায় এবং আপনার অলঙ্কার প্রাপ্তির সমস্ত বৃত্তান্ত আত্মপূর্বক নিবেদন করিল । ভগবান্ কল্কি শুকমুখে তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দানন্দমনে শিবদত্ত হস্তরত্নে আয়োজন পূর্বক সহরে শূকের সহিত সিংহলে প্রস্থান করিলেন । সমুদ্রপারস্থিত সলিলবেষ্টিত সিংহলের শোভার সীমা নাই । উহার স্থানে স্থানে বিমান সকল শোভা পাইতেছে ;

যে দিকে নেত্রপাত করা যায় সকলই মণিকাঞ্চনে সমুজ্জ্বল প্রত্যেক
 গ্রাসাদের শিখরদেশে পতাকা সকল শোভা পাইতেছে ; শ্রেণীবন্ধ
 আপন, অটালিকা ও গোপুর সমূহে উহার অপূৰ্ণ শোভা সম্পাদন
 করিতেছে । ভগবান্ কল্কি অবিলম্বে সিংহলে সমুপস্থিত হইয়া
 কারুমতী পুরী অবলোকন করিলেন । ভ্রমরগণ পদ্মগন্ধ-সদৃশ পুর-
 মহিলাগণের গাত্রগন্ধে বিমোহিত হইয়া, অবিরত উহার চতুর্দিকে
 উড়িয়া বেড়াইতেছে । পুরীমধ্যস্থ সরোবরে মরালকুল সস্তরণ
 করাতে কমলকুল সর্বদাই দোহুলামান হইতেছে । সরোবর সকল,
 সর্বদাই বিকসিত কমলে, মুখরিত অলিপুঞ্জ ও চঞ্চল মরালকুলে
 আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । উহাতে জলকুকুট, দাত্যাহ, হংস ও
 সারসগণ অবিশ্রান্ত স্তমধুর ধ্বনি করিতেছে । উহার স্বচ্ছ সলিলে
 সলিলে লহরীলীলা অতীব মনোহর । পুরীর স্থানে স্থানে কপিথ,
 অশ্বথ, খঙ্কুর, বীজপুর, করঞ্জক, পুমাগ, পনস, নাগরজ, অর্জুন,
 শিংশপ, ক্রমুক ও নারিকেলপ্রভৃতি পাদপ সকল অপূৰ্ণ শোভা
 বিস্তার করিতেছে । উপবনস্থ বৃক্ষ সকল কলপক্ষেপে অবনত হইয়া
 রহিয়াছে । ভগবান্ কল্কি পূর্ণপ্রান্তে বনাবলি-বেষ্টিত মনোহর
 সরোবর অবলোকন করিয়া শুককে বলিলেন, এই সরোবরে স্নান
 করিতে আমায় নিতান্ত বাসনা হইতেছে । শুক প্রভুর এই কথা
 শুনিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, আপনি স্নান করুন, আমি পদ্মাপ্রসমে
 গমন করি এবং তাঁহার শুভ সংবাদ লইয়া অবিলম্বে এই স্থানে
 আগমন করিতেছি ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সুত কহিলেন, ভগবান্ কল্কি সরোবর সন্নিধানে মনোহর অশ্ব
হইতে অবতীর্ণ হইয়া জলাহরণ-পথে স্ফটিকময় সোপানযুক্ত প্রবাল-
খচিত বেদিরূপ বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলেন । সেই স্থানে
ভ্রমরগণ সরোজ-দৌরভে ব্যগ্র হইয়া মধুরস্বরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ
করিতেছে; অভিনব পত্রসম্পন্ন কদম্বকুঞ্জে তত্রতা সূর্য্যাকিরণ নিবারিত
হইতেছে । মহাত্মা কল্কি পুলকিতমনে তথায় উপবেশন পূর্বক
শুককে পদ্মার আশ্রমে প্রেরণ করিলেন । শুক তথায় গমনপূর্বক
নাগেশ্বর বৃক্ষে উপবেশন করিয়া দেখিলেন, পদ্মাদেবী হস্তাতলে
পদ্মপত্রে শয়ন করিয়া আছেন, সখীগণ তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া
রহিয়াছে, তাঁহার নিশ্বাসবায়ু-সন্ধ্যাপে মুখপদ্ম স্নান হইতেছে ।
তিনি সখীপ্রদত্ত চন্দনচচ্চিত্ত বিকসিত কমল হস্তে লইয়া সঞ্চালন
করিতেছেন । তৎকালে তিনি রেবা-সলিলসিক্ত, পদ্মপরাগবাহী
সুশীতল মলয়ানিলেরুও নিন্দা করিতেছেন ।

সুধীর করুণহৃদয় শুক প্রিয়বাক্যদ্বারা পদ্মাকে পরিতুষ্ট করিল ।
পদ্মা তাহার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া কহিলেন, শুক ! তুমি আমার
নিকটে এস । তোমার মজল হউক ! তোমার সমস্ত কুশল ত ? শুক
কহিল, শোভনে ! আমার সমস্তই মজল । পদ্মা কহিলেন, হে শুক !
যে দিন পর্য্যন্ত তুমি এখান হইতে গমন করিয়াছ, সেই দিন হইতে

আমার মন'বে কিরূপ চঞ্চল হইয়াছে, তাহা আর বলিতে পারি না । শুক কহিল, দেবি ! এক্ষণে রসায়নপ্রভাবে আপনার সমস্ত চাঞ্চল্য অপনীত হইবে । পদ্মা কহিলেন, শুক ! রসায়ন আমার পক্ষে এখন নিতান্ত হুল'ভ হইয়াছে । শুক কহিল, দেবি ! ভগবান্ শশাঙ্ক-শেখরের প্রসাদে রসায়ন এখন আপনার নিতান্ত সুলভ হইয়াছে । পদ্মা কহিলেন, শুক ! আমি অতি হতভাগিনী, আমার আর রসায়ন কোথায় ? শুক কহিল, বরবর্ধিনি ! চিন্তা করিবেন না, এই স্থানেই আছেন, আমি সরোবরতীরে তাঁহাকে রাখিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি । পদ্মাদেবী এইরূপ কথোপকথনে যার পর নাই আশ্লাদিত হইয়া শূকর মুখে মুখ ও নয়নে নয়ন সন্নিবেসিত কবিয়া তাহাকে যথোচিত সমাদর করিলেন । বিগলা, মালিনী, লোলা, কমলা, কামকন্দলা, বিলাসিনী, চারুসতী ও কুমুদা, পদ্মার এই আটটি সখী ছিল । তিনি ভাঙ্গাদিগের সহিত জলক্ৰীড়ার্থ গমনে উদ্যত হইয়া কহিলেন, সখীগণ ! তোমরা আমার সহিত সরোবরতীরে চল । এই কথা বলিয়া পদ্মাদেবী বিচিত্র শিবিকাযানে আরাহণপূর্বক সুনোহর-বেশা সখীগণের সহিত অস্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং রুক্মিণী যেমন ষড়পতির দর্শনে অরাস্বিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও ভগবান্ কল্কির দর্শনলালসায় অরাস্বিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন । নগরবাসী যে সকল পুরুষগণ পথে, চতুষ্পাতে ও বিপণিতে অবস্থান করিতেছিল, তৎকালে তাহারা পদ্মার আগমনবার্তা শ্রবণে স্ত্রীত্বপ্রাপ্তি-ভ্রুয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল । স্ত্রীগণ পুরুষদিগকে নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগত দেখিয়া বিবিধপ্রকার দৈব পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল । পথে আর একটীও পুরুষ রহিল না । যৌবনগর্ভিতা বলবতী কামিনী-

গণ্ শিবিকাবহনে প্রবৃত্ত হইল । পদ্মাদেবী শুরুর বচনানুসারে শিবিকায় আরোহণ পূর্বক সখীগণের সহিত সরোবরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর চন্দ্রবদনা শোভনা প্রমদাগণ সারস-হংসনাদিত পদ্ম-রেণু-সুবাসিত সরোবর-সন্নিহিত অবগাহনপূর্বক কুমুদিনীর বিকাশের নিমিত্ত সুধাকরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । ভৃঙ্গগণ তাহাদিগের বদনসৌরভে মদাক্ষু হইয়া পান্থিনীতে পরিত্যাগ পূর্বক তাহাদিগের মুখপদ্মে বসিতে লাগিল, বারম্বার নিবারিত হইলেও গন্ধাধিক্য বশত পরিত্যাগ করিতে পারিল না ।

পদ্মাদেবী হাঁস্যপরিহাসে, নৃত্যগীতবাদ্যে ও করগ্রহে পরম পরিভুষ্ট হইয়া জলকেলী-কাতরা সখীগণের হস্তধারণপূর্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সখীগণও তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল । তৎপরে তিনি স্মরশরে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া মনে মনে শুরুর কথা স্মরণ করিয়া সখীগণের সহিত জল হইতে উথিত হইলেন এবং নির্দিষ্ট রুদ্রকুণ্ডে গমন করিয়া দেখিলেন, প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন মহামণি-সমন্বিত বিচিত্র ভূষণ-বিভূষিত ভৃগুবান্ কল্কি শুরুর সহিত মণিময় বেদিকায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন । পদ্মা সেই তমালনীল, পীতাম্বরধর, সূচারু পদ্মলোচন, স্নাজানুলম্বিত বাহুযুগল, স্থূলায়ত বক্ষ, শ্রীবৎস কৌস্তভকান্তি কমনীয়, জগৎপ্রভু কমলাপতির সেই অদ্ভুত রূপ নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, স্মরণে তাঁহার যথাযোগ্য সৎকার করিতে বিস্মৃত হইয়া গেলেন । শুরু তাঁহাকে জাগরিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে পদ্মাদেবী শঙ্কিত হইয়া শুরুকে নিবারণ করিলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই রূপবান্ মহাবল পুরুষ যদি আমারে অব-

লোকন করিয়া স্ত্রীদ্বন্দ্বী হন, তাহা হইলে ভগবান্ শশাঙ্ক-শেখরের বর লইয়া আমার আর কি হইবে ? সে বর আমার পক্ষে শাপস্বরূপ হইয়া উঠিল ।

চরাচরা দ্বা জগতের অধীশ্বর ভগবান্ কল্কি পদ্মার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জাগরিত হইলেন এবং দেখিলেন, মধুসূদনের অগ্রে কগলাদেবীর ন্যায়, আপন সম্মুখে মনোহর রূপ-শালিনী পদ্মাদেবী দণ্ডায়মান আছেন । তিনি কটাক্ষ বিক্লেপ করিবামাত্র পদ্মাদেবী লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন । ভগবান্ কল্কি সখীগণ-পরিবৃত্তা, মায়ার ন্যায় মনোহারিণী সেই কামিনীকে অবলোকন করিয়া কাম-বিমোহিত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি ! আমার নিকটে এস । ভাগ্যক্রমেই আজ তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল । এক্ষণে এই সাক্ষাৎ মঙ্গলজনক হউক । কান্তে ! তোমায় এই বদনচন্দ্র কন্দর্পজনিত তাপের অপনয়ন করিয়া আমারে সুশীতল করুক । স্রলোচনে ! আমি জগতের নাথ, তখাচ কাল সন্ন্যাস-সর্গ আমারে দংশন করিয়াছে । তোমার লাবণ্যসামৃদ্ধি ভিন্ন আমার আর শাস্তির উপায় নাই । সেই শাস্তি এই আশ্রিত্যের জীবন । জীবের পুরুষকার বা পুণ্যদ্বারা এক্ষণে শাস্তিলাভ হওয়া দুর্লভ । সাদী যেমন স্কৃতীক্ষ অক্ষুশদ্বারা প্রমত্ত গজরাজের কুম্ভ বিদারণ করে, সেইরূপ তোমার এই মনোহর আয়ত্ন ভূজয়ুগল নখরূপ অক্ষুশাঘাতে আমার হৃদয়নিহিত সন্ন্যাসরূপ মত্ত হস্তীকে বিদীর্ণ ও দূবীকৃত করুক । বসনাঙ্ঘাদিত তোমার এই স্রুগোল কুচয়ুগল কন্দর্পের প্রত্যাদের ন্যায় সমুন্নত হইয়া রহিয়াছে, আমার হৃদয়পেষণে উহার গর্ভ খর্ব্ব হইলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে । সুমধ্যমে ! রোমাবলী চিক্কে চিক্কিত তোমার এই সুবিভক্ত ত্রিবলী ঋতুরাজের

সোপান ও কন্দর্পের দুর্গতুল্য । রক্তোরু ! পুলিন সদৃশ তোমার
 এই নিতম্বস্থলে প্রমত্ত কন্দর্পের দর্পদলন হয় । আহা !, স্তম্ভ বসন-
 মধ্য দিয়া উহার কি মনোহর প্রতিবিম্বই বহির্গত হইতেছে !
 এক্ষণে অঙ্কুলিপত্র চিত্রিত, মরাল শঙ্কানুকারী সূপুর-সুশোভিত,
 তোমার পদপঙ্কজ আগার হৃদয়মধ্যে সন্নিবেশিত হইলেই কামসর্প
 দংশনজনিত বিষ উপশান্ত হয় ।

পদ্মাদেবী কলিকুল-নাশন ভগবান্ কল্কির এই অমৃতময় বাক্য
 শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার পুরুষত্ব অবিনশ্বর দেখিয়া ষার পর নাই
 আনন্দিত হইলেন । পরে তদগতচিত্তে সখীগণের সঙ্গিত অবনত-
 মস্তক প্রণাম করিয়া কৃতঞ্জলিপুটে ধীরজনসেব্য নিজপতি কল্কিকে
 সমাদর পূর্বক কহিতে লাগিলেন ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন, অনন্তর দেবী পদ্মা সেই করুণাসাগর কল্কিকে
 সাক্ষাৎ বিষ্ণুজ্ঞান করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং সশ্রেয়স গদগদস্বরে
 তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে জগন্নাথ ! হে রম্যপতে ! হে ধর্ম-
 বর্ধধারিন্ ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । হে বিশ্বঙ্কায়ন !
 আমি আপনারে চিনিতে পারিয়াছি । আমি আপনার নিতান্ত
 বশবর্তিনী । প্রভো ! আপনি আমারে রক্ষা করুন । আমি যখন
 তপস্যা, দান, জপ ও ব্রতদ্বারা আপনারে পরিতুষ্ট করিয়া আপ-
 নার এই ছুরারাধ্য চরণকমল লাভ করিয়াছি, তখন আমিই ধন্যা

ও পূণ্যবতী। দেব ! আপনি এক্ষণে আমারে অনুমতি করুন, আমি আপনার সুশোভন পদাঙ্ক স্পর্শ করিয়া রাজসমীপে আপনার আগমনবার্তা নিবেদন করিবার নিমিত্ত গৃহে গমন করি। অনুপম লাবণ্যময়ী দেবীপত্নী এই কথা বলিয়া পিতৃসমীপে গমন-পূর্বক সখীদ্বারা ভগবান্ কল্কির আগমনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা বৃহদ্রথ, ভগবান্ নারায়ণ পরিণয়োৎসুক হইয়া শুভাগমন করিয়াছেন, শুনিয়া যার পর নাই পুলকিত হইলেন এবং পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, পাত্র ও মিত্রগণের সহিত সমবেত হইয়া পূজোপকরণ গ্রহণপূর্বক মাজলা নৃত্যগীতবাদ্য করিতে করিতে মহাভাগ কল্কিকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল ; কারুমতী পুরী বিবিধবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা ও স্বর্ণভোরণে সুশোভিত হইল।

মহারাজ বৃহদ্রথ স্বজনগণের সহিত সরোবর সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন, বিষ্ণু বর্শা-নন্দন জগদেকপাবন ভুবনেশ্বর বিষ্ণু মণিময় বেদীতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সলিলবর্ষী স্নিবিড় ঘনাবলীর উপরিভাগে তড়িখালা ও ইন্দ্রচাপ যেরূপ শোভাধারণ করে, ভগবান্ কল্কির শ্যামসুন্দর অঙ্গের ভূষণ সমুদায়ও সেইরূপ শোভাধারণ করিয়াছে। তাঁহার লাবণ্য-নিকেতন কন্দর্প-বিজয়ী অঙ্গে সুন্দর পীতবসন শোভা পাইতেছে।

রাজা বৃহদ্রথ সেই রূপগুণসম্পন্ন সুশীল কমলাপতি কল্কিকে অবলোকনপূর্বক সপুলকে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। পুরে বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিয়া কহিলেন, হে জগন্নাথ ! কাননমধ্যে বহুনাথ যেমন মাস্কাতা-তনয়ের সন্নিহিত মিলিত হইয়া ছিলেন, সেইরূপ আপনিও আজ অসম্ভাবিত আগমনে আমার

কৃতার্থ করিলেন । রাজা বৃহদ্রথ এই কথা বলিয়া মথোপচারে কল্কির পূজা করিয়া তাঁহারে লইয়া হর্ষাপ্রাসাদ-পরিশোভিত নিজ ভবনে গমন করিলেন এবং পিতামহের আদেশানুসারে পদ্মপলাশ-নয়না পদ্মাকে পদ্ম-পলাশ-নয়ন পদ্মনাভ কল্কির হস্তে সমর্পণ করিলেন । তৎদর্শী ভগবান্ কল্কি প্রিয়তমা ভার্য্যারে প্রাপ্ত হইয়া সাধুগণ কর্তৃক সমাদৃত হইয়া এবং সিংহলদ্বীপ অতি রমণীয় স্থান দেখিয়া সেই স্থানে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন । পূর্বে যে সকল রাজগণ পদ্মার দর্শনে নারীভাব প্রাপ্ত হইয়া পদ্মার সখী হইয়াছিলেন, তাঁহারা জগৎপতি কল্কিকে দেখিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং তাঁহারে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণকমল স্পর্শ করিলেন । পরে ভগবান্ কল্কির আদেশানুসারে রেবাসলিলে স্নান করিবামাত্র পুনর্বার পুরুষভাব প্রাপ্ত হইলেন । পদ্মাদেবী গৌরাজী ও ভগবান্ কল্কি শ্যামাঙ্গ ; তাঁহাদিগের পরস্পরের রূপসম্বন্ধ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই যেন নীল, পীত বসনরাঙ্গি প্রকাশিত হইয়াছে । রাজগণ পুরুষভাব প্রাপ্ত হইয়া কল্কির প্রভাবদর্শনে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং সম-ধিক প্রকার সহিত তাঁহারে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ।

—‘হে প্রভো ! আপনার মায়াপ্রভাবে এই চত্বাচর জগতের অশেষবিধ বৈচিত্র কল্পনা হইতেছে এবং আপনার মায়াপ্রভাবেই জগতের পরিণাম প্রত্যক্ষ হইতেছে । আপনি ত্রিলোকের উপকরণ সমস্ত জলম্ভাবিত হইতে দেখিয়া এবং মস্ত্রোচ্চারণ শব্দ শ্রবণ না করিয়া প্রাণিশূন্য বিজন বিপিনে নিজকৃত ধর্ম্মসেতু সংরক্ষণের নিমিত্তই মহামানরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; আপনার জয় হউক ।

হে ভগবন্! দুর্দাস্ত দানবসেনাগণ যখন দেবরাজ পুরন্দরকে পরাজয় করিল, ত্রিভুবনবিজয়ী প্রবলপরাক্রান্ত হিরণ্যাক্ষ যখন দেবরাজকে সংহার করিতে উদ্যত হইল, তখন আপনি বলদর্পিত দৈত্যের বিনাশ ও পৃথিবীর উদ্ধারসাধনের নিমিত্ত মহাবরাহমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এখন আপনি আগাদিগকে পরিজ্ঞান করুন ।

হে মহাত্মন! পূর্বে দেবদানবগণ যখন সমুদ্রমথনের নিমিত্ত অচলবর মন্দরকে সংস্থাপিত করিবার স্থান প্রাপ্ত না হইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তখন আপনি দেবগণের অমৃতপানেচ্ছা পূরণের নিমিত্ত কুর্ধমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, এখন আপনি এই দীন রাজগণের প্রতি প্রসন্ন হউন ।

হে মহাভাগ! ভগবান্ ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে এই বরাদিয়াছিলেন “তুমি কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর, কি নাগকিনর কাহারও হস্তে দিবারাত্রিমধ্যে অস্ত্র বা শস্ত্রদ্বারা বিনষ্ট হইবে না” । যখন ত্রিভুবনবিজয়ী প্রবলপ্রতাপ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রধান দেবগণকে প্রপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল, তখন আপনি দেবগণকে দৈত্যভয়ে ভীত দেখিয়া তাহীদের মঙ্গলের নিমিত্ত দিতিপুত্র দৈত্যরাজের বধসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং ঐ সকল বিষয় বিচার করিয়া নরসিংহমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । দুর্দাস্ত দৈত্য যখন আপনারে দেখিয়া ক্রোধে অধরদংশন করিতে লাগিল, তখন আপনি নখাগ্রদ্বারা তাহার হৃদয়বিদারণ পূর্ব্বক প্রাণধনে ব্যঞ্জন করিয়াছিলেন ।

হে দেব! আপনি ত্রিভুবন বিজয়ী বক্ররাজকে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত বামনমূর্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক তাহার যজ্ঞস্থলে উপনীত

হইয়া ত্রিপাদপরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন । দেবরাজ বলি যখন আপনার প্রার্থনাপূরণে সমুদ্রত হইয়া জলস্পর্শ করিলেন, তখন আপনি স্বাভিলাষপূরণের নিমিত্ত বিরাটমূর্তি ধারণ করিয়া ত্রিভুবন অধিকার করিয়া অগ্রজ দেবরাজ পূর্বন্দরকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং বলিকে পাতালতলে প্রেরণ করিয়া দানকল সংসাধনার্থ আপনি তাঁহার দৌবারিকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ।

হে বিশ্বেশ্বর ! যখন অমিতবলবিক্রম হৈহয়প্রভৃতি ভূপাল অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ধর্মসম্বাদা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তখন আপনি তাঁহাদিগের নিধনের নিমিত্ত ভৃগুবংশে জামদগ্ন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সেই রামাবতারে পিতার হোমশেষহরণনিবন্ধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন ।

হে বিশ্বনাথ ! আপনি, পুলস্ত্যবংশাবতংস বিশ্বশ্রবার পুত্র ত্রিলোকতাপন নিশাচর রাবণের বধের নিমিত্ত দিনকরকুলে মহারাজ দর্শরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মহামুনি বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে দিবা অস্ত্রসমুস্ত লাভ করিয়াছিলেন । সেই রামাবতারে আপনি প্রণয়িনী সীতাদেবীর হরণে সঞ্জাতরোষ হইয়া ধানরগণ দ্বারা জলনিধি বন্ধনপূর্বক রাবণকে বাঙ্কবগণের সহিত নিহত করিয়াছিলেন ।

হে করুণাময় ! আপনি যদুকুল জলধির শশাঙ্কস্বরূপ ; আপনি বলভদ্ররূপে বসুদেবের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ ও দৈত্যদানবগণকে প্রপীড়িত করিয়া ত্রিভুবনকে পাপশূন্য করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সমস্ত দেবগণ অনুক্ষণ আপনার পদারবিন্দ সেবা করিয়াছিলেন ।

হে বিশ্বব্যাপিন্ ! আপনিই বিধিবিহিত বেদধর্ম্মানুষ্ঠানে ঘৃণা

প্রদর্শনপূর্বক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং মিথ্যা মায়্য প্রপঞ্চ পরিত্যক্তের উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত বুদ্ধমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রাকৃতিক প্রমাণকেই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি কলিকুল, বৌদ্ধ পাঁচশত ও শ্বেতদিগের বিন্যাসের ও বৈদিক-ধর্মসেতু সংরক্ষণের নিমিত্ত কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনার অল্পগ্রহের কথা আর কি বলিব, আপনি আজ আমাদিগকে স্ত্রীত্বনরক হইতে উদ্ধার করিলেন, হে করুণাসাগর ! মাদৃশ পাপাত্মাগণের পক্ষে আপনার পাদপদ্মদর্শন অতি স্নহুলভ। পিতামহপ্রভৃতি সুরগণের দুর্কোথা আপনার এই অবতার পরিগ্রহ লীলাই বা কোথায়? আর বামাকুলাকুলিতর্গনা মৃগতৃষ্ণাতুর কামপরতন্ত্র আমরাই বা কোথায়? যাহা হউক, আমরা আপনার একান্ত অহুরক্ত, আপনি প্রীতিপূর্ণনয়নে আমাদিগকে আশ্বাসিত করুন।

চতুর্থ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ কল্কি অহুরক্ত নরপুত্রিগণের বাস্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ধর্ম কীর্তন করিলেন এবং ক্রমে সংসারাসক্ত ও সংসার-বিবেকীদিগের ঋষরূপ ধর্ম কথিত আছে, তাহাও তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইলেন।

তখন ভূপতিগণ ভগবান্ কল্কির বাস্য শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধা-

স্বঃকরণে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । পরে তাঁহারা আপনাদিগের অতীত অবস্থার বিবয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! মনুষ্যাগণ কাহা দ্বারা কিরূপে স্ত্রী ও পুরুষভাব প্রাপ্ত হয়? আর বালা, যৌবন, বার্দ্ধক্য এতঃ সুখদুঃখই বা কিরূপে কোথা হইতে উপস্থিত হয়, ইহার কারণই বা কি? তাহা আপনি আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন এবং অন্যান্য অনিশ্চিত বিষয়ও যাহা আমরা বিশেষরূপে জানি না, তাহাও বলুন । এই কথা শুনিয়া ভগবান্ কল্কি অনন্তনামক মুনিকে স্মরণ করিলেন ।

তীর্থবাসী ব্রতধারী মুনিবর অনন্ত স্মরণমাত্র, কল্কির দর্শনে মুক্তিলাভ হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সত্বরে তথায় আগমন করিলেন এবং কল্কির নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেব! আমারে কি করিতে হইবে এবং কোথাই বা যাইতে হইবে, আজ্ঞা করুন ।

মহাত্মা কল্কি মুনিবর অনন্তের সেই বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, মুনে! আমি যাহা যাহা কহিয়াছি, তুমি সে সমুদায়ই অবলোকন করিয়াছ, তোমার শ্ববিদিত কিছুই নাই । দেখ, অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারে না । কিন্তু কৰ্ম না করিয়া কেহই তাহার ফললাভ করিতে পারে না । কল্কির এই কথা শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ অনন্ত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তথা হইতে গমন করিতে উদ্যত হইলেন । তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া নরপতিগণ বিস্মিতমনে পদ্মপলাশনয়ন ভগবান্ কল্কিকে কহিলেন, ভগবন্! এই মুনিবর কি বলিলেন, আপনিই বা কি উত্তর প্রদান করিলেন, কি বিষয় লইয়া আপনাদিগের কথোপকথন হইল, আমরা তাহা শুনিতে একান্ত উৎসুক । মধুরিপু কল্কি নরপতি

গণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেখ, যে বিষয় লইয়া আমাদিগের কথোপকথন হইল, তাহা যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই প্রশাস্তচিত্ত মহর্ষিকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা কর । রাজগণ কল্কির বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নার্থ অবগত হইবার মানসে মুনিশ্রেষ্ঠ অনন্তকে প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! ধর্ম্ম-কণ্ঠ ভগবান্ কল্কির সহিত আপনার যে কথোপকথন হইল, উহা অতি দুর্কোষ, ইহার কারণ কি? তাহা আপনি আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন ।

অনন্ত কহিলেন, পূর্বকালে, পুরিকানাম্নী পুরীতে বিক্রমনামে বেদবেদাঙ্গপারদর্শী, পরাহিত-নিরত ধর্ম্মাত্মা এক মহর্ষি ছিলেন । তিনিই আমার পিতা । আর আমার মাতার নাম সোমা । তিনি অত্যন্ত পতিপরায়ণা ছিলেন । পিতামাতার অধিক বয়সে আমার জন্ম হয়, কিন্তু প্রথমতঃ আমি ক্লীব ছিলাম । স্মরণ্য তৎকালে পিতামাতা আমারে তদবস্থ দেখিয়া অত্যন্ত শোক করিতেন এবং লোকেও আমার স্মারিত্ব দেখিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করিত । পরে পিতা আমারে ক্লীব অবলোকন করিয়া দুঃখ, শোক ও ভয়ে আর্জুণ হইলেন এবং গৃহ পরিভ্যাগপূর্বক শিববনে গমন করিলেন । তিনি তথায় বিধানানুসারে ধূপ, দীপ ও অমুলেপন দ্বারা পূজা করিয়া দেবদেব শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন । তিনি কহিলেন, যিনি মঙ্গলপ্রদ, যিনি লোকের একমাত্র আশ্রয়, যিনি প্রাণীগণের আশ্রয়, বাসুকী ঝাঁহার কণ্ঠভূষণ, ঝাঁহার জটাजूটে ভাগীরথীর তরঙ্গরাজি বদ্ধ রহিয়াছে, সেই প্রগাঢ় আনন্দ-সন্দোহ-দক্ষ দেবদেব শঙ্করকে নমস্কার কর । মঙ্গলদাতা মহাদেব পিতার এবিধ নানাপ্রকার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া স্বধারোহণে আমার পিতৃসমি-

ধানে সমুপস্থিত হইয়া প্রসন্নবদনে কহিলেন, বর প্রার্থনা কর । পিতা কহিলেন, দেব ! আমার পুত্রটী ক্লীব হইয়াছে, এজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি । এই কথা শুনিবামাত্র দেবদেব মহাদেব আমার পুরুষত্ব প্রাপ্তিরূপ বরপ্রদান করিলেন, তৎকালে হরমোহিনী পার্শ্বতীও তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন । আমার পুংস্তু বর প্রাপ্ত হইয়া পিতা গৃহে প্রতিগমন পূর্বক আমারে পুরুষাকার-সম্পন্ন অবলোকন করিয়া আমার মাতার সহিত অত্যন্ত পুলকিত হইলেন । তৎপরে দ্বাদশবর্ষ বয়সে বন্ধুনাঙ্কবর্ণের সহিত মহোৎসবে আমার বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন । আমিও রূপগুণশালিনী মানিনী যজ্ঞরাত-তনয়ারে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বশীভূত হইয়া পরম পরিতুষ্টমনে গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে লাগিলাম । হে রাজগণ ! কিছুকাল গত হইলে আমার পিতামাতা পরলোকগামী হইলেন । আমি বন্ধুনাঙ্কব ও ব্রাহ্মণগণকে লইয়া বিধানানুসারে তাঁহাদিগের পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপন করিলাম । অনন্তর বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুরূপ ভোজন করাইয়া অবশেষে পিতামাতার বিয়োগে একান্ত সমস্ত হইলাম এবং একান্তমনে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলাম । ভগবান্ বিষ্ণু আমার জপ ও পূজাদিকর্মে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বপ্নে আমারে কহিলেন, এই সংসারে স্নেহ মমতা প্রভৃতি যাঁহা কিছু আছে, এ সমস্তই আমার মায়া । ইনি আমার পিতা, ইনি আমার মাতা, এইরূপ মমতায় যাঁহাদিগের মন নিতান্ত আকুল হয়, তাঁহারাই নদীয় মায়া-প্রভাব-জনিত শোক, দুঃখ, ভয়, উদ্বেগ, জঁরা ও মূর্ত্তাপ্রভৃতির ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে ।

ভগবান্ বিষ্ণুর ঐদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহার প্রতি-

বাদের নিমিত্ত উদ্যত হইলাম । আমাকে প্রতিবাদেশুখ দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অস্তর্হিত হইলেন । তখন আমার নিজাভক্তি হইল, আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম এবং পুরিকাপুরী পরিভাগ পূর্বক শ্রণয়িনীর সহিত পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত বিষ্ণু ভবনে গমন করিয়া তাঁহার দক্ষিণ পাশ্বে এক পবিত্র আশ্রম নির্মাণ করিলাম । অনূচরবর্গ আমার সমভিব্যাহারে ছিল, আমি ভার্যা ও তাহা-দিগের সহিত সেই পবিত্র আশ্রমে অবস্থানপূর্বক তাঁহার মায়ী সন্দর্শনের নিমিত্ত নৃত্যগীত ও জপদ্বারা সেই শমনভয়-নাশনু হরিকে নিরস্তুর চিন্তা করিতে লাগিলাম । এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল । দ্বাদশীর পার্বণদিনে আমি ব্রহ্মগণের সহিত স্নান করিবার নিমিত্ত সাগরতীরে গমন করিলাম এবং যেমন অবগাহনার্থ অবতীর্ণ হইলাম, অমনি ভীষণ তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, কোনমতেই উঠিতে সমর্থ হইলাম না । তৎকালে জল-জন্তুগণ আমারে প্রপীড়িত করিতে লাগিল । আমি একবার নিমগ্ন ও একবার ভাসমান হওয়াতে আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল । ক্রমে জলহিল্লোলে বিচেতন হইয়া পড়িলাম, স্মৃতরাং অঙ্গসমস্তও অবশ হইল । তখন আমি বায়ুবেগ-চালিত হইয়া জলধির দক্ষিণ কূলে উপনীত হইলাম । আমারে তথায় স্মৃতিবৎ পতিত দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধশর্মানামে পরম ধার্ম্মিক পুত্র-ধন-সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ সঙ্ক্যাবন্দনা সমাপনান্তে আমারে লইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন এবং বহুবিধ যত্নে আমারে সুস্থ করিয়া পুত্রনির্ধিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । হে রাজগণ ! সেই স্থানে থাকিয়া আমি দিক্দেশ কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না ; স্মৃতরাং সেই বিপ্রদম্পতীকেই মাতাপিতা বিবেচনা করিয়া

নিতান্ত দুঃখিতম্বে যেই স্থানে বাস করিতে লাগিলাম । কিছু দিন পরে ব্রহ্মশর্মা নানাবিধ উপায়ে আমারে বেদরিহিত ধর্মে দীক্ষিত জানিয়া বিনয়ান্বিত হইয়া চারুমতীনাম্নী স্বীয় দুহিতার সহিত আমার বিবাহ দিলেন । চারুমতী পরমসুন্দরী ; তাঁহার বর্ণ উত্তম কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং তিনি রূপ, গুণ ও শীলতা-সম্পন্ন । আমি সেই মানিনী চারুমতীকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম । তিনি আমারে বিধিমতে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন । আমি সেই স্থানে বহুবিধ সুখসম্ভোগে কালযাপন করিতে লাগিলাম । কিছু দিন পরে আমার ঔরসে চারুমতীর গর্ভে পাঁচটা পুত্র উৎপন্ন হইল । তাহাদিগের নাম জয়, বিজয়, কমল, বিমল ও বৃধ । আমি পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও ধনসম্পন্ন হওয়াতে দেব-গণপূজ্য দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সকলের পূজ্য ও সর্বত্র বিখ্যাত হইলাম । জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃধের বিবাহার্থ উদাত হইলে, ধর্ম্মগারনামে এক ব্রাহ্মণ সন্তুষ্টমনে স্বীয় কন্যা প্রদান করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণদ্বারা আত্মাদয়িকপ্রার্থিত মাল্য-কর্ম্ম সমাপন করিলেন । অলঙ্কৃত কামিনীগণ নৃত্যগীত বাদ্য দ্বারা আমোদিত করিতে লাগিল ।

এদিকে আমিও পুত্রের অত্মাদয়ের নিমিত্ত পিতৃতপর্ণ, দেব-তপর্ণ ও ঋষিতপর্ণ করিবার মানসে সংবতমনে সমুদ্রতীরে গমন করিলাম । কর্ম্ম সমাপন করিয়া জল হইতে উত্থানপূর্ব্বক যখন তথা হইতে আগমন করি, তখন দেখিলাম যে, সমুদ্রতীরে আমার পূর্ব্ব বান্ধবগণ স্নান ও সঙ্কীৰ্ত্তনা করিতেছেন । হে নরপতিগণ ! তদ্রশনে আমি সার পর নাই উন্নত হইলাম । পুরুষোত্তমবাসী ব্রাহ্মণগণকে বিষ্ণুসেবা ও স্বাদশীর পারণা করিতে দেখিয়া আমি

অত্যন্ত বিস্মিত ও উদ্ভিগ্ন হইলাম। আমার রূপ ও বয়ঃক্রমের কিছুনাশ ব্যতায় হয় নাই। পুরুষোত্তমবাসীগণ আমারে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, অনন্ত ! তুমি অতিশয় বিষ্ণু-ভক্ত, তোমারে একরূপ ব্যাকুল দেখিতেছি কেন ? তুমি জলে বা স্থলে কি কিছু দেখিয়াছ ? আমাদের নিকট বল ; তুমি বিস্ময় পারিত্যাগপূর্বক পারণা কর। আমি কহিলাম, হে জনগণ ! আমি কিছুই দেখি নাই, কিছুই শুনি নাই। আমি অত্যন্ত কামমোহিত, আমার অন্তঃকরণ অতি নীচ, আমি ভগবান্ হরির মায়া সন্দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়া তাঁহার মায়াপ্রভাবেই ইতিকর্তব্যবিমূঢ় ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানশূন্য হইয়াছি। আমি স্নেহ মোহের একরূপ বশীভূত হইয়াছি যে, কিছুতেই আর সুখী হইতেছি না। হায় ! আমি কি পর্যাস্ত আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। আর কি আশ্চর্য্য ! আমি যে ভগবান্ হরির মায়ায় পতিত হইয়াছিলাম, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

এইরূপে স্ত্রীশূভ্র, ধনাগার ও পুন্ড্রের কিবাই বিষয়ে আমার মন নিতান্ত অনুরক্ত হইলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতে লাগিলাম। সকল বিষয়ই স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার মানিনী ভার্য্যা আমারে অবসন্ন ও মূঢ়ের ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া, “হায় ! অকস্মাৎ এ কি হইল” বলিয়া রোদন করিতে করিতে আমার অভিযুখে আগমন করিলেন। আমি পুরুষোত্তমে আমার পূর্ব স্ত্রীকে দেখিয়া ও অপরা স্ত্রীকে স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হইলাম। এমন সময় এক পরমহংস হিতবচনে আমারে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত সেই স্থানে সমাগত হইলেন। তিনি ধীর, সর্কার্থতত্ত্বজ্ঞ, পূর্ণ ও পরমধার্মিক। তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, সত্ত্বগুণ-

সম্পদ, প্রশান্তমূর্তি, দান্ত, শুদ্ধ ও শোকনাশন । আমার আত্মীয়
বন্ধুগণ পরমহংসকে আমার সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহারে পূজা করিয়া
আমার মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

পরমহংস ষথোপযুক্ত ভিক্ষা করিয়া উপবিষ্ট হইলে পুরুষোত্তম-
বাসীগণ আমার আরোগ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । পরমহংস
তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত
পূর্বক কহিলেন, অনন্ত ! তুমি, প্রণয়িনী চারুমতী, বৃধ প্রভৃতি
পঞ্চ পুত্র, সৌধশ্রেণী-বিরাজিত বিবিধ ধনরত্ন-সমন্বিত বিচিত্র ভবন
পরিভ্রমণ করিয়া কখন এখানে আগমন করিলে ? তুমি কি অদ্য
এখানে আসিয়াছ, না পুত্রের বিবাহদিনে আসিয়াছ ? আমি
আজও তোমারে সমুদ্রকূলে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি ; তত্রতা
ধর্মাত্মা লোকেরা সকলেই তোমারে সমাদর করিয়া থাকেন ।
আজ তুমি আমারে নিমন্ত্রণ করিয়াছ, কিন্তু দেখিতেছি, তুমি গৃহ
হইতে বহির্গত হইয়া এখানে আসিয়াছ, আর তোমার অন্তঃকরণও
শোকে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছে । হে মহাত্মন ! তুমি পূর্বে যেখানে
বাস করিতে সেখানে তোমারে দেখিয়াছি, তুমি সপ্ততিবর্ষবয়স্ক,
কিন্তু এখানে তুমি কিরূপে ত্রিংশৎবর্ষীয় যুবা হইলে ? যাহা হউক,
আমার এ বিষয়ে স্নাতাস্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে । আরও
দেখিতেছি, এই রমণী তোমার একান্ত অসুরক্তা ভার্য্যা ; কৈ ! আমি

ত ইহাঁকে *তথায় দেখি নাই ! কি অশ্চর্য্য ! আমিই বা কোথা
হইতে কিরূপে এখানে আসিলাম ? কেই বা আমারে এখানে
আনিল ? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । তুমি কি সেই অনন্ত, না
আর কেহ ? আমিই বা কে ? আমি কি সেই ভিক্ষুক, না আর কেহ ?
আমাদিগের এই সংযোগ ইন্দ্রজালের ন্যায় বোধ হইতেছে ।
এস্থলে আমাদিগের পরস্পরের কথোপকথন বালক ও উন্নতের
কথোপকথনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে ; কারণ তুমি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ
গৃহহাশ্রমী, আর আমি এক জন পরমার্থচিন্তা-পরায়ণ ভিক্ষুক
ব্রাহ্মণ । হে ব্রাহ্মণ ! আমার বোধ হইতেছে, ইহা জগৎপাতা ভগ-
বান্ বিষ্ণুরই ত্রিভুবনমোহিনী মায়াপ্রভাবে সংঘটিত হইতেছে ।
সামান্য জ্ঞানদ্বারা ইহা অনুভূত হইবার নহে, অদ্বৈত জ্ঞান
জন্মিলে ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায় । হে রাজগণ ! পূর-
হংস আগারে এই কথা বলিয়া বিস্ময়াবিষ্টমনে মহামুনি মার্কেণ্ডেয়কে
কহিলেন, হে মহাভাগ ! আমি ভবিষ্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর । •

তুমি দেখিয়াছ, প্রলয়কালে পরমপুরুষের উদরমধ্যে যে মায়া
অবস্থিতি করিয়াছিল, সেই মায়াই পথস্থিতা গণিকার ন্যায় সক-
লকে বিমোহিত করিয়া থাকে এবং সেই মায়াই ত্রিভুবন ব্যাপ্ত
করিয়া অবস্থান করিতেছে, সেই মায়াই অশেষবিধ সন্তাপদায়িনী
এবং সেই মায়াই মল্লাগণকে মিথ্যাগয় সংসারে জগণ করাইতেছে,
কিছুতেই তাহার ধংস নাই । প্রলয়কালে ত্রিভুবন লয়প্রাপ্ত হইলে
চতুর্দিক আলোকশূন্য হওয়াতে এবং দিক্ দেশ কালের কিছুমাত্র
চিহ্ন না থাকাত্তে পরব্রহ্ম ত্রিভুবন-সৃষ্টির অভিলাষে তন্মাত্ররূপে
আবির্ভূত হইয়াছিলেন । তিনি প্রথমতঃ স্বীয় *মাহাত্ম্য বিস্তার
করিয়া পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই অংশে বিভক্ত হন । পরে কাল-

সহকারে পুরুষপ্রকৃতির সংযোগে মহত্ত্ব সমুৎপন্ন হয় । সেই মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারত্ব উৎপন্ন হয় । সেই অহঙ্কারত্বই গুণত্রয়ে বিভক্ত হইয়া ত্রিকা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে উৎপাদন করে । অনন্তর সেই ত্রিকা, বিষ্ণু, মহেশ্বরই এই ত্রিভুবনের সৃষ্টি করেন । প্রথমতঃ অহঙ্কারত্ব হইতে গুণত্রয়যুক্ত পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে ক্রিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয় । ফলতঃ পুরুষপ্রকৃতির সংযোগেই এইরূপ সৃষ্টি হয়, পরে দেবতা, অসুর, মনুষ্য এবং ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডার-সম্মুত অন্যান্য জীবজন্তু ও পদার্থসকল সমুৎপন্ন হয় । জীবগণ পরমাত্মার মায়ায় সমাহ্বন হইয়া নিরন্তর সংসারে লিপ্ত ও ব্যতিবাস্ত হইয়া থাকে, আপনার মুক্তির উপায়-নির্দ্ধারণ করিতে পারে না । আহা ! মায়ায় কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ! ত্রিকাদি দেবগণও নাসাবিক্রম স্বর্ষের ন্যায় ও রক্তুবিক্রম পক্ষীর ন্যায় এই মায়ায় বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন । যে মুনিঋগণ বাসনারূপ নরু-প্রসবিনী গুণময়ী মায়াবিন্দী পার হইতে অভিলাষী হন, পৃথিবীমধ্যে তাঁহারাই যথার্থ অর্থতত্ত্বজ্ঞ ও সার্থকজ্ঞা ।

শৌনক কহিলেন, মার্কণ্ডেয়, বশিষ্ঠ, বামদেব ও অন্যান্য ঋষিগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি কহিলেন ? আর অনন্তের বাক্য-শ্রবণ-তৎপন্ন নরপতিগণই বা এই আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া কি বলিলেন ? হে সূত ! তুমি এই সকল ভবিষ্য কথা বর্ণন কর । শৌনকের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সূত তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া শোকমোহনাশন তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় কথা পুনর্বার সবিস্তরে বর্ণন করিতে লাগিলেন ।

সূত কহিলেন, অনন্তর রাজন্যবর্গ সমাদরের সহিত অন্তকে জিজ্ঞাসা করিলে, অনন্ত তাঁপস্যাধারা গোহের অপনয়ন ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহের বিষয় কহিতে লাগিলেন । তিনি কহিলেন, হে রাজগণ !

তৎপরে আমি বনে গমন করিয়া যথাবিধি তপস্যা আরম্ভ করিলাম, কিন্তু কোনরূপেই ইন্দ্রিয় সকল ও মনকে নিগৃহীত করিতে পারিলাম না। ঐ বনমধ্যে আমি যখন পুরত্রক্ষের ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হই, অমনি স্ত্রী, পুত্র, ধন ও অন্যান্য বিষয় সকল আমার স্মরণ হইতে থাকে। স্ত্রী পুত্রাদির স্মরণমাত্রেই আমার মনে নানাপ্রকার ভয় ও শোকের আবির্ভাব হয় এবং ঐ শোকভয়ে আমার জীবনে কষ্টদান করে ও তপস্যার ব্যাঘাত কুম্মাইয়া দেয়। অনন্তর আমি ইন্দ্রিয়নিগ্রহে একবারে দৃঢ়নিশ্চয় হইলাম এবং ভাবিলাম যে, হিরপ্রতিজ্ঞ হইলে অবশ্যই ইন্দ্রিয় সকল সংযত হইবে, সন্দেহ নাই। তাহার পর দিক্, বায়ু, সূর্য্য, প্রচেত্স, অধিনীকুমারদয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও মিত্র এই দশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা আমাকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ব্যগ্রীচিভ দেখিয়া আপন আপন আকার স্বারণ পূর্ব্বক আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, ভো অনন্ত ! আমরা ইন্দ্রিয়গণের দেবতা ; তোমার শরীরে বাস করিয়া থাকি। তুমি আমাদের শরীরে নখাণ্ডের দ্বারা একটী সীমানা আঘাতও করিতে পারিবে না। হে অনন্ত ! তোমার এই মনোনিগ্রহরূপ দুর্লভ কার্য্য কিছুতেই সূক্ষি হইবে না ; তুমি আমাদের বিনাশ করিতে গিয়া অপনিই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। দেখ, কি অন্ধ, কি বধির, কি বিকলেন্দ্রিয়, কি বনবাসী, সকলেরই মন সৰ্ব্বদা বিষয়াস্বাদে ব্যগ্র। তুমি নিশ্চয় জানিও, জীবই এই সংসারের গৃহস্থ, দেহই ঐ জীবের গৃহ এবং ঐ দেহ সৰ্ব্বদাই মনের বশীভূত ; বুদ্ধিই ঐ জীবরূপ গৃহস্থের ভার্য্যা ; আর আমরা সৰ্ব্বদাই ঐ বুদ্ধির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি। মনই কর্ত্তব্য জীবের বন্ধন ও বিবুদ্ধির হেতু এবং ঐ মনই বিকুম্মায়া দ্বারা জীবকে সংসারী

করিয়া থাকে; অতএব যদি তুমি মনের নিগ্রহসাধনে অভিলাষ করিয়া থাক, তবে বিষ্ণুভক্তির আচরণ কর। বিষ্ণুভক্তি হইতে সুখ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে এবং বিষ্ণুভক্তিই সর্বকর্ম-বিনাশিনী। বিষ্ণুভক্তি হইতেই দ্বৈত ও অদ্বৈতজ্ঞানরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মহামতে! তুমি বিষ্ণুভক্তিবলেই দেহাস্তে ভগবান্ কল্কির সাক্ষাৎকার ও তজ্জনিত অক্ষয় নির্ঝাণপদ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

আমি এইরূপে তাঁহাদিগের কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া ভক্তি সহকারে বিধিপূর্বক কেশবের অর্চনা করিলাম। পরে কলিকুলাস্থক কল্কিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমি অরূপের রূপ দর্শন, অপদের পদপল্লব স্পর্শ এবং বাকাহীন পরমার্থী কল্কির অমৃতময় বচন শ্রবণ করিলাম। অনন্ত এইরূপে মহা আচ্ছাদে আপন অভীষ্টদেব কমলাক্ষ পদ্মানাথ কল্কিকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল। নরপতিগণও অনন্তের বাক্যানুসারে পদ্মাসহিত ভগবান্ কল্কিকে পূজা ও নমস্কার করিয়া মুনিব্রত অবলম্বন পূর্বক নির্ঝাণপদবী প্রাপ্ত হইল।

শুক কহিল, এই অনন্তকথা মায়া ও অজ্ঞানতিমির নষ্ট করিবার থাকে এবং ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে লোকে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। যে ব্যক্তি সংসারসাগরে সম্ভরণ করিতে অভিলাষী হইয়াও বিষ্ণুসেবায় তৎপর হয় এবং ভক্তিপূর্বক এই ভেদশূন্য পুণ্য আখ্যান পাঠ করেন, তিনি সম্ভক্তিরূপ দুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়া জ্ঞানোন্মেষরূপে অসিদ্ধারা আত্মঘিত হয় রিপুকে জয় করিতে পারেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

নরপতিগণ গমন করিলে পর ভগবান্ কল্কি পদ্মাকে লইয়া সমস্ত সৈন্য-সমভিব্যাহারে সিংহল হইতে শম্বলে গমন করিবার অভিলাষ করিলেন । পুরপতি ইন্দ্র কল্কির ঐ অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিশ্বকর্মাাকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন, হে বিশ্বকর্মন্ ! তুমি অবিলম্বে শম্বলগ্রামে মনোহর উদ্যান এবং রত্ন, স্ফটিক, বৈদূর্য্য ও মহামূল্য মণিদ্বারা অলঙ্কৃত প্রাসাদ, হর্ষা ও গৃহ সকল নির্মাণ করিয়া দাও । ফলতঃ ঐ বিষয়ে তোমার শিল্পনৈপুণ্যের পরাকৃষ্টি দেখাইবে । বিশ্বকর্মা পুরপতির ঐ কথা শুনিয়া আপন মঙ্গলকামনায় কমলাপতির নিমিত্ত শম্বলগ্রামে মনোহর প্রাসাদ সকল নির্মাণ করিয়া দিল । ঐ সকল প্রাসাদ হংস, সিংহ ও স্তম্ভাদি জীবের মুখচিত্রে চিত্রিত, বহুসংখ্যক বাতায়ন অলঙ্কৃত ও নানা বন, লতা, উদ্যান, বাপী ও সরোবর সকলে সুশোভিত হইয়া পুরপতির অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । কমলাপতি কল্কি সেই কারুণ্য পুরী পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সৈন্য-সমভিব্যাহারে সিংহলের বহির্দেশে সমুদ্রতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন । বৃহদ্রথ ও কোমদী তাঁহারা উভয়েই ভাবী অপত্যবিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া অবিরল অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন । তাঁহারা উভয়েই পদ্মা ও পদ্মাপতির যুগের উপরাহিত দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না । অনন্তর মহারাজ রুহদ্রথ তক্তি, স্নেহ ও আহ্লাদের সহিত কমলাসহিত, কমলাকান্তকে দশ সহস্র গজ, এক লক্ষ উৎকৃষ্ট অশ্ব, দুই সহস্র রথ ও দুই শত দাসী প্রদান করিলেন । প্রস্থানকালে কল্কি ও পদ্মা উভয়েই রুহদ্রথ ও তাঁহার পত্নীকে কালোচিত প্রণামাদি করিলেন ; রুহদ্রথও জামাতা এবং কন্যাকর্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিসর্জনপূর্বক পত্নীর সহিত আপন কারুমতী পুরীতে আগমন করিলেন ।

ঐ স্থানে সৈন্য-পরিবৃত ভগবান্ কল্কি এক জম্বুককে সমুদ্র-পার হইতে দেখিয়া একবারে স্তব্ধ হইলেন । আপনিও সমস্ত বল-বহিন এবং পদ্মার সহিত সমুদ্রজলের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন । তাহার পর কমলাপতি কল্কি সাগরের পরপারে গমন করিয়া শুক্রে বলিলেন, দেখ শুক ! বিশ্বকর্মা সুরপতির আদেশে আমার প্রিয়চিকীর্ষায় শত্ৰুজ্ঞান্নে সুরশোভন ভবন সকল নির্মাণ করিয়াছে, তুমি অগ্রে সেই স্থানে গমন করিয়া পিতামাতা ও স্ত্রীতিগণকে আমার মঙ্গলসম্বাদ দাও ; এবং আমার বিবাহ-সম্বাদও বলিতে বিস্মৃত হইওনা, আমি পশ্চাৎ বাইতেছি । আকাশ-গামী, সর্কাজ, সুধীর শুক কল্কির ঐ কথা শুনিয়া সুরপূজিত শত্ৰুলে যাত্রা করিল । শুক শত্ৰুল-সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিল ; এক্ষণে ঐ গ্রাম সপ্তঃষাভন বিস্তীর্ণ, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণে সমাকুল, রবিকিরণ-সদৃশ সমুজ্জ্বল, শত শত প্রাসাদ সকল সুরশোভিত ও সর্কর্ত্তু সুখপ্রদ । কীরবর এই ব্যাপার দর্শন করিয়া কণকাল বিস্মিত হইয়া রহিল । পরে একুমুচিতে পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তর, প্রাসাদ হইতে প্রাসাদান্তর, বন হইতে

বনাস্তর ও বৃক্ষ হইতে বৃক্ষাস্তর অবলোকন করিয়া পরিশেষে বিষ্ণু-
 যশার সদনে উপস্থিত হইল । তথায় উপস্থিত হইয়া মহাত্মা
 বিষ্ণু যশাকে সমস্ত শুভসম্বাদ নিবেদনপূর্বক পরিশেষে বলিল,
 ভগবান্ কল্কি সিংহল হইতে পদ্মার সহিত আগমন করিতে
 ছেন । মহাত্মা বিষ্ণু যশা শুক্রমুখে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্রই আত্মা-
 দিত হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে আত্মানুপূর্বক ভূপতি বিশাখযুগের
 নিকট এই শুভসম্বাদ পাঠাইলেন । নরপতি বিশাখযুগ মনোহর
 কুম্ভ ও রত্না পুংপ্রভৃতি কলছারা পুরী সুরশোভিত এবং কালা
 গুরু ও ধূপছারা সুরগন্ধিত করিয়া রাখিলেন । লাল, অক্ষত ও
 চন্দনলিপ্ত, পুণ্যসলিলপূর্ণ সুরবর্গকুম্ভ সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত
 করিয়া দিলেন । ঐ সময় শম্ভলগ্রাম সুরগণেরও মনোহর হইয়া
 উঠিল । পরে সেনাপরিত্ত কুপাময় কল্কি পুরনারীগণের আনন্দ-
 বর্দ্ধন করিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । পদ্মা ও পদ্মানাথ উভয়ে
 পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতামাতার চরণে অর্ণিপাত্ত করিলেন ।
 অমরাবতীতে সুরপ্রভৃতি অদিতি যেমন সুরপতি ও শচীকে পাইয়া
 কৃতার্থ হইয়াছিলেন, ভাগ্যবতী সুরমতিও পুত্র এবং পুত্রবধূকে
 পাইয়া সেইরূপ কৃতার্থ ও আত্মাদিত্তি হইলেন ।

তৎকালে এক-পতাকা-শালিনী শম্ভলনগরী ভগবান্ কল্কিকের
 পতিক্রমে প্রাপ্ত হইয়া বামনয়না অঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতে
 লাগিল । অবরোধ উহার জঘনদেশ, প্রাসাদ উহার অত্যুন্নত পয়ো-
 ধর, প্রাসাদস্থ মস্তুরগণ উহার চুচক, হংসমালা উহার মনোহর হার,
 পটুবাস ও ধূম উহার বসন, কোকিলের কলরব উহার মধুরালাপ
 এবং গোপুরই উহার মনোহর সহাস বদন । কল্কিবিনাশন কল্কি ঐ
 পুরীমধ্যে বহুদিন ব্যাপিয়া পদ্মার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ।

কিছুদিন পরে কামকলার গর্ভে কবির পরমধার্মিক দুই পুত্র জন্মিল । উহাদের একের নাম বৃহৎকীর্তি ও অপরের নাম বৃহৎকাক্ষ । উহারা দুইজনেই মহাবল পরাক্রান্ত । প্রাজ্ঞের ঔরসে সঙ্গতির গর্ভে সর্বলোক-পূজিত বিজ্ঞতেজস্বী যজ্ঞ ও বিজ্ঞানাংমে দুই পুত্র এবং সুর্য্য-জ্ঞের ঔরসে মালিনীগর্ভে শাসন ও বেগবান্‌নামে সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন সাধুদিগের পরমোপকারী দুই পুত্র উৎপন্ন হইল । পরিশেষে ভগবান্ কল্কি পদ্মার গর্ভে জয় ও বিজয়নামে লোকবিশ্রুত মহাবল দুই পুত্র উৎপাদন করিলেন । পরে অমাত্য-পরিবৃত্ত ভগবান সর্কেশ্বর কল্কি পিতামহতুল্য পিতাকে অশ্বমেধ যজ্ঞবিধানে উদাত্ত দেখিয়া বলিলেন, আমি দিক্‌পাল সকলকে পরাজয় করিয়া ধন আঁহরণপূর্ব্বক আপনার যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দিব । এক্ষণে অনুমতি করুন; আমি দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করি । পরপুর-নাশন কল্কি এই কথা বলিয়া পিতৃচরণে প্রণামপূর্ব্বক প্রকুল্লমনে সেনাগণে পরিবৃত্ত হইয়া স্রবিপুল কীকটপুরে যাত্রা করিলেন । ঐ নগর বৌদ্ধদিগের আশ্রয় । উহারা বেদধর্ম্মশূন্য, পিতৃ ও দেবর্চিনাবিহীন পরোলোক-বিলোপী, আত্মগৌরব-উৎপন্ন, জাতিকুল-বর্জিত ও আত্মপরে অভেদদর্শী । ঐ নগর নানা ধন, স্ত্রী, নানাবিধ ভক্ষাদ্রব্য এবং পার্শ্বভোজন-তৎপর জনসমূহে সমাকীর্ণ । মহাবলজিন কল্কির আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া দুই অকোচিণী সৈন্যের সহিত পুর হইতে বহির্গত হইলেন । ঐ সময় বহুসংখ্যক ধ্বজ পট হইতেই সমস্ত আতপতাপ নিবারিত হইল এবং পৃথিবী অসংখ্য গজ, রথ, তুরঙ্গ ও কনকভূষণে ভূষিত অস্ত্রশস্ত্রধারী রথিগণে আবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল ।

নপ্তম অধ্যায় ।

অনন্তর জয়শীল কলি-বিনাশন ভগবান্ কল্কি, কেশরী যেমন করিণীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলে, সেইরূপ সেই বৌদ্ধসেনাগণকে একবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর তিনি অস্ত্র-ত্রণরূপ সুরত-ক্ষত-শালিনী শোণিতাজ্জ-বসনা বিহ্বত-মধ্যা বিকীর্ণ-কেশা ও রোরুদ্যমানা 'বৌদ্ধ-সেনারূপ অঙ্গনাকে' পলায়ন করিতে দেখিয়া বলিলেন, রে রে বৌদ্ধগণ! পলায়ন করিও না, বুণস্থলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আপন আপন পৌরুষ প্রকাশপূর্বক যুদ্ধ কর। হীনবল মহারাজ জিন কল্কির ঐ কথা শুনিয়া রোষারুণনয়মে খড়্গাচর্ম ধারণপূর্বক যুদ্ধ করিবার মানসে রথারোহণে আগমন করিলেন। নানাশস্ত্র-কুশল বিবিধ যুদ্ধ-বিশ্কারদ সুধীর জিন দেহ-গণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া কল্কির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর জিন শূলদ্বারা অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া শরাঘাতে কল্কিকে মুচ্ছিত করিয়া ধরাশায়ী করিলেন; কিন্তু বহু যত্নেও তাঁহাকে জুনি হইতে উত্তোলন করিতে না পারিয়া পরিশেষে দাসের ন্যায় তাঁহার কবচ ও শস্ত্রসকল ছেদন করিয়া দিলেন। এই অবসরে মহারাজ বিশাখযুগ জিন-শরীরে গদাঘাত করিয়া অবলীলাক্রমে মুচ্ছিত কল্কিকে লইয়া রথারোহণ করিলেন। সেবকগণের উৎসাহ-বর্দ্ধন ভগবান্ কল্কি সংক্রা লাভ করিয়া বিশাখযুগের রথ হইতে লক্ষপ্রদান পূর্বক জিন-সঙ্গীপে

আগমন করিলেন এবং বাণবাধা বিস্মৃত হইয়া রিদ্ধগ, ভ্রমণ ও পাদবিক্ষেপ দ্বারা সেনাগণমধ্যে বিচরণ পূর্বক কাহাকে জনন; কাহাকে দণ্ডাঘাত, কাহাকেও বা সটাক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তিনি এইরূপে একবারে শতসহস্র অরাতিসেনা বিনাশ করিলেন । তৎকালে তাঁহার নিশ্বাস-বায়ুতে সৈন্যগণ দ্বীপান্তরে পতিত হইতে লাগিল এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল রণস্থলেই শয়ন করিতে আরম্ভ করিল । ঐ সময়ে গার্গ্য বক্টিশত, ভর্গ্য দশসহস্র শত কোটি, বিশাল পঞ্চবিংশ সহস্র, পূত্রদ্বয়ের সহিত কবি দুই অযুত, প্রাজ্ঞ দশলক্ষ এবং সুমন্ত্র পঞ্চলক্ষ সৈন্য বিনাশ করিলেন । অনন্তর কল্কি হাস্যবদনে জিনকে বলিলেন, রে দুষ্ট ! তুমি আমার সম্মুখে আইস । আমাকে সর্বত্র শুভাশুভ-ফলদাতা দৈব বলিয়া জানিও । তুমি এই দণ্ডেই আমার শরজালে বিদ্ধ ও অচৈতন্য হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে । আর তোমাকে বন্ধুবান্ধবের স্নেহময় বদনকমল দর্শন করিতে হইবে না । কল্কির এই কথা শুনিয়া বলবান্ জিন হাসিতে হাসিতে বলিল, দেখ, আমরা দৈবদেবী ও প্রত্যক্ষবাদী বৌদ্ধ; আর শাস্ত্রেতেও বৌদ্ধহস্তে দৈবের বিনাশ লিখিত আছে ; অর্থাৎ তোমাদের এই পরিশ্রম নিতান্ত নিষ্ফল । আর যদিও তুমি দৈবস্বরূপ হও, তথাপি এই আমি তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছি, যদি সামর্থ্য থাকে, আমাকেই শরজালে বিদ্ধ কর, অন্যান্য বৌদ্ধগণে তোমার প্রয়োজন কি ? আজ তুমি আমার প্রতি যে সকল তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিয়াছ তাহা তোমাতেই প্রযুক্ত হউক । বলবান্ জিন ক্রোধভরে এই সকল কথা বলিয়া তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল । ভগবান্ কল্কিও দিবাকর যেমন নীহাররাশি অপনীত করেন,

ভক্রপ সেই সমস্ত শরজাল বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন । ব্রাহ্ম, বায়ব্য, আত্মগ্নয় ও পার্জন্যপ্রভৃতি জিন-নিক্কিপ্ত সমস্ত বাণ কল্কির দর্শনমাত্রেই ঊষর ক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যায়, অপ্রোত্রিয়ে দানের ন্যায় এবং সাধুদেবী ব্যক্তির বিষুভুক্তির ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া গেল !

তখন ভগবান্ কল্কি লক্ষপ্রদান পূর্বক স্বযারোহী জিনের কেশ ধারণ করিলেন । তৎকালে তাঁহার উভয়েই জ্বল হইয়া তাত্রচূড় পক্ষীর ন্যায় ভূমিতলে পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন । ভূমিনিপতিত জিন এক হস্তে কল্কির কেশ ও অপর হস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল । তৎপরে দৈত্য চামুর ও কেশবেশ, ন্যায় উভয়েই ভূমিতলে হইতে উখিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের কেশ ও হস্ত ধারণ করিলেন এবং আস্থধশূন্য হইয়া ঐবল-পরাক্রান্ত ঋক্ষদ্বয়ের ন্যায় মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন । প্রনত দ্বিরদ বেমন তালরক্ষ ভগ্ন করে, সেইরূপ মহাবীর কল্কি পদাঘাতে জিনের কটিদেশ ভগ্ন করিয়া তাঁহারে ধরাশায়ী করিলেন । সেনাগণ জিনকে পতিত দেখিয়া হা হা শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল । শত্রুর নিধনদর্শনে কল্কি-সেনাগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না ।

জিন সমরক্ষেত্রে নিহত হইলে তাহার জাতি মহাবীর শুদ্ধোদন গদাগ্রহণ পূর্বক কল্কিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল । তখন গজারোহী পরবীরহস্তা কবি বাণবর্ষণে শুদ্ধোদনকে সমাকুল করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন । ধর্মজ্ঞ কবি জিনজাতা গদাপাণি শুদ্ধোদনকে পাদচারে গমন করিতে দেখিয়া আপনি গদাগ্রহণ পূর্বক পাদচারী হইয়া শুদ্ধোদনের

সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন । ভীমপরাক্রম শুদ্ধোদন তৎকালে তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল । মাতঙ্গ য়েনন দস্তদ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করে, সেইরূপ তাঁহারও গদাঘাতা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং রণোদ্ধতা-প্রযুক্ত ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন । পরস্পর অবলীলাক্রমে পরস্পরের গদাঘাত নিবারণ করিতে লাগিলেন । তৎপরে মহাবল কবি সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক গদাঘাতে শুদ্ধোদনের হস্তস্থিত গদা অপনীত করিলেন এবং পুনরায় গদা ঘূর্ণিত করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন । শুদ্ধোদন গদাঘাতে ব্যথিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং ক্রণকালমধ্যেই গাত্রোথান করিয়া গদা ধারণ পূর্বক কবির মস্তকে আঘাত করিল । মহাবীর কবি তাহার গদাঘাতে আকৃত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন না বটে, কিন্তু বিকলেন্দ্রিয় ও অচেতনপ্রায় হইয়া স্থানুর ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন । শুদ্ধোদন কবিকে মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্যক করীগণ-পরিবৃত দোথিয়া মায়াদেবীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সত্ত্বর গমন করিলেন ।

“অনন্তর শুদ্ধোদনপ্রভৃতি বৌদ্ধেরা, বাহার দর্শনমাত্রেই সুরাসুর ও নরপ্রভৃতি সকলেই পুত্তলিকার ন্যায় নিঃসার হইয়া ভূতলে পতিত হয়, সেই মায়াদেবীকে অগ্রে রাখিয়া এবং এক লক্ষ কোটি স্নেহসৈন্য-পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল । ফেরু ও কাকপ্রভৃতি জন্তুগণে সমারত, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র-প্রসবিনী, ষড়্‌বর্গ-সেবিতা, নানারূপ-ধারিণী, বলবতী, ত্রিগুণ-ধারিণী মায়াদেবীকে সিংহধ্বজরথে অবলোকন করিয়া সমস্ত কল্কসেনা প্রতিমার ন্যায় অসার হইয়া অস্ত্রশস্ত্রের সহিত একবারে ভূতলশায়ী হইল । ভগবান্ কল্ক আপন জাতি, জাতা ও সূহৃদগণকে পরমসুন্দরী

শ্রীকৃষ্ণাণী, নিজ জায়া মায়া কর্তৃক মোহিত দেখিয়া, স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন । তখন দেবী মায়াও কল্কিকে দেখিবা-
 মাত্র তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন । সমস্ত বৌদ্ধেরা মায়ার
 অদর্শনে নিতান্ত দীন ও হীনবল হইয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতে
 লাগিল এবং নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল “হায় !
 দেবী কোথায় গমন করিলেন” । ভগবান্ কল্কি আপন দর্শন প্রদা-
 নেই স্বীয় সৈন্যগণকে উত্থাপিত করিয়া সুরশাণিত অসি গ্রহণ
 পূর্বক স্নেহবিনাশে উদ্যত হইলেন । ধর্ম্মানন্দক বৌদ্ধেরা সেই
 অস্বাক্ষর, খড়্গধারী, ধনুস্পাণি, বাণজাল-বিকাশিত, হস্তজাগ ও
 তলুজাগে আরতাক্ষ সুরতাং মেঘোপরুদ্ধ নৃকত্র-সদৃশ, স্বর্গবিন্দু-
 সদৃশ দশনরাজি বিরাজিত, কিরীটস্থিত মণিসমূহে সুরশোভিত
 কামিনীগণের নয়নানন্দ বিধানে অপূর্ব রসমন্দির স্বরূপ, বিপদ-
 গণের উপর নিতান্ত রুদ্ধদর্শী, চরণকমল দ্বায়েই সমস্ত ভক্তজনের
 আনন্দদায়ী ভগবান্ কল্কিকে অবলোকন করিয়া যার পর নাই
 ভীত হইয়া উঠিল ; এদিকে আকাশে ঝাংগাছড়, ধূতাশনের ন্যায়
 সুরপ্রকাশিত সুরগণের আর হর্ষের পরিসীমা রহিল না ।

সুসৈন্য সম্মিলনে হৃষ্টচিত্ত, ধ্রুববিনাসী, সমরবিলাশী, সাধু-
 সৎকারী, স্বজনগণের ছুরিতহর্ভা, জীবসমূহের অদ্বিতীয়, ভর্তা
 এবং কামপুরগণের একমাত্র অবতার ভগবান্ কল্কি তোমাদিগের
 মঙ্গল-বিধান করুন ।

দ্বিতীয়াংশ সম্পূর্ণ ।

তৃতীয়াংশ ।

—•••••—

প্রথম অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ কল্কি করবাল দ্বারা স্নেহগণকে ও সায়ক মন্ধানে অন্যান্য অরতিগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন । নরপতি বিশাখষুপ এবং কবি, প্রাজ্ঞ, সুরমজ্ঞ, গার্গ্য ভর্গ্য ও বিশাল প্রভৃতি কল্কি সহকারিগণও বহুসংখ্যক স্নেহগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । পরে কপোতরোমা, কাকাক ও কাককৃষ্ণ প্রভৃতি, বৌদ্ধবর শুদ্ধাদনের সৈন্যগণ আসিয়া কল্কিসৈন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল । ক্রমে ক্রমে ঐ যুদ্ধ একরূপ ঘোরতর হইয়া উঠিল যে, উহাতে রুধিরপায়ীদিগের অপার আনন্দ ও অনাশ্রিত সমস্ত প্রাণিগণেরই যার পর নাই ভয় উপস্থিত হইল । প্রথম গজতুরঙ্গমগণের রুধিরধারায় একবারে অপার রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল । বিকীর্ত কেশকলাপ ঐ নদীর শৈবাল, তুরঙ্গমগণ গ্রাহ, শরাসূন সকল তরঙ্গ, মাতঙ্গগণ তীরভূমি, ছিন্ন নর-মুণ্ডসকল কুর্খ, রথসকল ভরণী এবং ছিন্ন নরহস্ত সকল ঐ নদীর মীনরূপে শোভা পাইতে লাগিল । এইরূপে কত শত রুধির-প্রবাহিনী হৃন্দুতির ন্যায় গভীর গর্জন করিয়া ফেরু ও শকুন প্রভৃতির আনন্দোৎপাদন পূর্বক প্রবাহিত হইল । ঐ প্রকার রুধির-তরঙ্গিনী দর্শনে ধার্মিকগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না । গজে

গজে, নরে অশ্বে, খরে উষ্ট্রে, ও রথে রথে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল । ষোড়শাদিগের মধ্যে কেহ ছিন্নকর; কেহ ছিন্নচরণ, কেহ ছিন্নকন্ধর এবং কেহ কেহ বা বাণাস্রাতে একবারে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল । কোথাও বাণাহত ও ধূল্যাবলুণ্ঠিত সৈন্যগণের ধূলিধূসরিত বদন, রক্তাক্ত বস্ত্র ও বিকীর্ণ কেশগুচ্ছ, দর্শনে তাহাদিগকে ভস্মলিঙ্গাজ, রক্তবস্ত্রধারী ও বিকীর্ণ-কেশ সন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হইল । ঐ যুদ্ধে কেহ বা শশব্যস্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ বা কল্কিসৈন্যের শানিত, সায়কে আহতাজ হইয়া পুনঃ পুন জল প্রার্থনা করিতে লাগিল ; ফলতঃ তৎকালে ধর্মদ্রষ্টগণ কিছুতেই আর নিস্তার লাভ করিতে পারিল না ।

অনন্তর অতুলবলশালিনী, পতিপরায়ণা, পরমরূপবতী ও তরুণবয়স্কা স্নেহুমহিলারা আপন আপন পতিনিধন দর্শনে অপত্য স্রুখে উদাস্য প্রকাশ করিয়া কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ খরে, কেহ উষ্ট্রে ও কেহ কেহ বা স্বর্ষে আরোহণ পূর্বক কল্কিসৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইল । স্নেহুমহিলারা স্বভাবতই পরম সূন্দরী তালগতে আবার নানাভরণে বিভূষিত হওয়াতে শোভার আর, পরিসীমা রহিল না । তাহাদিগের বলয় বিভূষিত করকমলে, খড়্গ, শক্তি, শর ও শরাসন শোভা পাইতে লাগিল । কেবল যে পতিপরায়ণা অঙ্গনারাই আসি-
য়াছিল এরূপ নহে ; সৈরিণী, অতিকামিনী ও পুংশচলী সকলেও উপস্থিত হইয়াছিল ; অথবা যখন বেদাদি পাঠে মুগ্ধ, ভস্মগয় ও চিত্রাঙ্কিত কলেবরেরও প্রভুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন এই তরুণ বয়স্কা মহিলারা আপন আপন পতি নিধন সূচকে নিরীক্ষণ

করিয়া কিরূপ নিশ্চিত থাকিতে পারে ! স্বেচ্ছ মহিলারা প্রথমতঃ পতি নিধন শ্রবণেই নিতান্ত কাতরা হইয়াছিল, এক্ষণে আবার বাণাহত ও শিথিলোদ্ভিন্ন স্বামিগণকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ পূর্বক যার পর নাই অধীরা হইয়া আয়ুধ হস্তে কল্কিসৈন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল । সৈন্যগণ ঐ সমস্ত কামিনীকে অবলোকন করিয়া বিস্মিত চিত্তে ও সহাস্য মুখে কল্কির নিকট গমন পূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল । মহামতি কল্কি কামিনীগণের রণ-বৃন্দার কথা শ্রবণ করিয়া হৃৎচিত্তে সমস্ত সৈন্য ও অমুচর বর্গের সহিত তথায় প্রস্থান করিলেন । পদ্মাপতি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, এবং বাহনরূঢ় রমণীগণকে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক ব্যূহাকারে অবস্থান করিতে দেখিয়া বলিলেন, হে কামিনীগণ ! আমি তোমাদিগকে সদ্ধাকা বলিতেছি শ্রবণ কর । পুরুষ হইয়া স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করে এক্রুশ বাবহার কুত্রাপি নাই । দেখ, যাহা অবলোকন করিলে নয়নের অতুল আনন্দোদয় হয়, অলকরাজি বিরাজিত সেই মুখ শশধরে কে প্রহার করিতে পারে ! যাহার সুদীর্ঘ অর্পাক বিক্ষেপ অতিশয় মনোহর, এবং যাহাতে তারারূপ ভ্রমর অক্ষয় বিচরণ করিতেছে নব বিকশিত রক্তকমল সদৃশ সেই নয়নের উপর কে প্রহার করিবে ? যাহা অক্ষয় স্রুতাপ রত্নহাররূপ ভূজঙ্গমে বিভূষিত হইয়া থাকে এবং যাহা হইতে কন্দর্পের দর্পদলন হয়, কোন্ ব্যক্তি সেই কুচ শত্ৰুশিরে প্রহার করিতে পারে । সুলাল অলকজালরূপ চকোর যাহার চন্দ্রিকাস্বাদন করিবার জন্য চঞ্চল হইতেছে সেই অকলঙ্ক মুখচক্রে প্রহার করা কাহার সাধ্য ? যাহা বিরল লোমরাজিতে সুশোভিত ও পয়োধর ভারে নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে সেই সূতভূ মধ্যদেশে কে প্রহার

করিবে ? নয়ন আনন্দের সহিত যাহাতে অলুক্ষণ দ্বিবিষ্ট হইয়া থাকে, যাহাতে দোষের লেশমাত্রও নাই .সেই মনোমোহন সূর্যন জঘনোপরিই বা কে প্রহার করিবে ?

কামিনীগণ কল্কির ঐ সকল কথা শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া সাদরে বলিল, প্রেতা ! আপনি যখন আগুদিগের পতিনিধন করিয়াছেন, তখন আমাদিগকেও বিনাশ করা হইয়াছে । পতিনিধন জনাই আমরা সমরোদাত হইয়াছি কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! অস্ত্রসকল অকর্মণ্য হইয়া করকমলেই অবস্থান করিতেছে ।

অনন্তর খড়্গ, শক্তি, শর, শরাসন, শূল, তোমর ও যষ্টি প্রভৃতি সুরবর্ণপ্রভ অস্ত্রশস্ত্র সকল সূর্তিমান হইয়া সম্মুখে অবস্থান পূর্বক বলিল, হে কামিনীগণ ! তোমরা নিশ্চয় জানিও, আমরা স্ব স্ব তেজঃসহকারে যাঁহার হিংসা করিবার জন্য আগমন করিয়াছি তিন স্রয়ং সর্কময় আত্মা ও সকলের ঈশ্বর । যাঁহার নিদেশানুসারে আমরা কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকি, যাঁহা হইতে আমরা ভিন্নভিন্ন নামরূপ লাভ করিয়া ভিন্নভিন্নরূপ নির্দিষ্ট হইয়া থাকি এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ-ও শব্দগুণাত্মক পঞ্চভূত যাঁহার অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত ইত্যন্তঃ বিচরণ করিতে সীমর্থ হয়, এই কল্কিই সেই পরাংপর পুরুষ । যাঁহার দৃষ্টিমাত্রেরই কাল, স্বভাব, সংস্কার ও নামরূপিণী প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও এই প্রকাণ্ড বিশ্বাণ্ড সৃষ্ট হইয়া থাকে, যাঁহার সায়্যাবলেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপিণী জগদ্যাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে এবং যিনি সর্কাদিতে ও সর্কাস্ত্রেও অবস্থান করিয়া থাকেন, ইনিই সেই জগদীশ্বর । “ইনি আমার পতি, আমি ইঁহার ভার্যা, এই আমার পুত্র এবং ইঁারা সকলে আমার আত্মীয় বন্ধু” ইত্যাদি ভাবনা ও এতমিষ্ট সমস্ত কার্যই

স্বপ্নসদৃশ অথবা ইন্দ্রজাল ভুলা । যাহারা ভগবান্ কল্কির সেবা না করে, যাহাদিগের অন্তঃকরণ রাগদ্বৈবাদিতে পরিপূর্ণ এবং যাহারা মোহবশতঃ স্নেহপাশে আবদ্ধ হয়, তাহারাই সংসারকে স্বার বিবেচনা করিয়া পুনঃপুন বাতায়িত করিয়া থাকে । কালই বা কোথায়, মৃত্যুই বা কোথায়, বসই বা কোথায়, আর দেবগণই বা কোথায় ? ফলতঃ এই ভগবান্ কল্কিই আপন মায়াপ্রভাবে বহুরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । হে কামিনীগণ ! বস্তুতঃ আমরা অস্ত্র নহি এবং আমাদিগের গ্রহণ করিবার ক্ষমতাও নাই । তবে যে লোকে গ্রহণ ভেদ করিয়া থাকে, তাহা কেবল এই পরমাঙ্গীকৃত ভ্রমমাত্র । কল্কিকে বিনাশ করা দূরে থাকুক, আমরা ইহার দাসকেও বিনাশ করিতে সমর্থ নহি । দৈত্যপতি প্রহ্লাদকে বিনাশ করিতে যাওয়াই তাহার স্পষ্ট দৃষ্টান্তস্বল ।

কামিনীগণ অস্ত্রশস্ত্র সকলের ঐরূপ কথা শ্রবণে নিতান্ত রিস্ময়াবিষ্ট, হইয়া স্নেহমোহ পরিত্যাগপূর্বক কল্কির শরণাপন্ন হইল । কামিনীগণ জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া একান্তচিত্তে ঐশত হইয়াছে দৈবিত্য কমলাপতি কল্কি ইঁহা হাস্য করিতে করিতে তাহাদিগকে পাপনাশন ভক্তিবোধ, আত্মনিষ্ঠ কর্মযোগ ও প্রভেদ-পরিচায়ক নৈর্জঙ্ঘলক্ষণ জ্ঞানযোগের উপদেশ প্রদান করিলেন । মহিলারা কল্কি-মুখ-বিনির্গত জ্ঞানলাভে একবারে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি পরিহার-পূর্বক পরম ভক্তিদ্বারা যোগিজনচূর্ত পরমপদ প্রাপ্ত হইল । ভীমকর্মী কল্কি ভূমূল সংগ্রাম সহকারে বৌদ্ধ ও মৈত্রেয়গণের শ্রাণ সংহার এবং উহাদিগের মহিলাগণকে মোক্ষ প্রদান পূর্বক দিব্য জ্যোতিতে ঐ সমস্ত প্রদেশ আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন । স্নেহ ও বৌদ্ধদিগের নিধনবৃত্তান্ত সর্বশোকনাশন, সর্বশুভ-

সম্পাদক ও হারিভক্তিপ্রদ । যিনি এই সর্বসম্পত্তি-সাধক-বৃত্তান্ত
একাগ্রচিত্তে প্রতিদিন পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার মায়া, মোহ ও
সংসারতাপ একবারে তিরোহিত হইয়া যায় এবং তাঁহাকে আর
কখনই জন্মমরণ অনুভব করিতে হয় না ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন, ধর্ম্মপরিপালক পরমতেজস্বী কল্কি সৈন্যগণের
সহিত সমস্ত বৌদ্ধ ও শৈলগণকে পরাজয় করিয়া বিবিধ ধনরত্ন
গ্রহণপূর্বক কীকট হইতে যাত্রা করিলেন । পরে তিনি চক্রতীর্থে
উপস্থিত হইয়া লোকপাল-সদৃশ ভাতৃগণ ও সমস্ত স্বজনবর্গের
সহিত স্নানাদি সমাপনপূর্বক দেখিলেন, কতকগুলি মুনি হঠাৎ
তথায় আগমন পূর্বক ভয়বিহ্বলচিত্তে অতি দীনভট্টব বলিতেছে,
“ হে জগৎপতে ! আমরাগকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন ” । পুরাণ
পর হারি জটাচীরধারী অতি কুজ্জায় বালাখিলাদি মুনিগণকে
ভয়প্রযুক্ত কাতুরস্বরে পুনঃপুন এই কথা বলিতে দেখিয়া সুবিনুক্ষে
বলিলেন, হে মহর্ষিগণ ! আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন
আর কাহ্ন হইতেই বা এরূপ ভয়প্রাপ্ত হইয়াছেন বলুন । আপ-
নাদের ভয়দাতা যদি সাক্ষাৎ পুরন্দর হন তাহা হইলেও আমি
তাঁহাকে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই । মুনিগণ পুণ্ডরীকাক্ষ কল্কির
এ কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে নিরুদ্ধ-দুহিতার বৃত্তান্ত বলিতে
আরম্ভ করিলেন ।

মুনিগণ বলিলেন, হে বিষ্ণু বংশ-তনয় ! আমাদের ভয়হৃৎকান্ত শ্রবণ করুন। কুল্কর্ণের পৌত্রী কুখোদরী নামে এক সুবিখ্যাত রাক্ষসী আছে। তাহার মস্তক গগনার্দ্ধ পর্য্যন্ত মনুখিত। ঐ রাক্ষসী কালকঞ্জের মহিষী ও বিকঞ্জের জননী। এক্ষণে তাহার স্তনদুগ্ধ উচ্ছলিত হইয়াতে, সে হিমাচলে মস্তক ও নিষধাচলে চরণ সংস্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া বিকঞ্জকে স্তন্যপান করাইতেছে। আমরা তাহারই নিশ্বাসবায়ুর অসহ্যাবেগে বাহিত হইয়া আসিতেছি। যাহা হউক, আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, আমরা দৈববশত আপনার চরণরূপ অভয়াশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। হে ভগবন্ ! কি রাক্ষসসূসমীপে, কি অনাবিধ ক্লিপৎকালে, সকল সময়েই মুনিগণকে রক্ষা করা আপনার অবশ্য কর্তব্য।

অরার্তি-নিপাতন কল্কি মুনিগণের ঐ কথা শ্রবণপূর্ব্বক সমস্ত সৈন্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া গিরিবর হিমাচলে যাত্রা করিলেন। পরে হিমাচলের উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া তথায় ঐকরাত্রি অতিক্রান্ত করিলেন। অনন্তর প্রাতঃকালে সমস্ত সৈন্যগণের সহিত গমন করিবণ্ডর উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন, শঙ্খ ও চক্রেরূপন্যায় ধবলবর্ণ এক দুর্জনদী ক্ষেপপুঞ্জ বিস্তার করিয়া দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। অশ্বরোধী, গজারোধী, রথারোধী ও পদাতিকপ্রভৃতি সমস্ত সৈন্যগণ তদবলোকনে নিতান্ত বিশ্বয়াপন্ন হইয়া স্তম্ভিতচিত্তে কল্কিকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। ভগবান্ কল্কি যদিও সমস্ত তত্ত্বই অবগত আছেন, তথাপি মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইচ্ছা কোন নদী এবং কি নিমিত্তই বা দুর্জনবহা হইয়াছে? মুনিগণ কল্কির কথা শ্রবণ করিয়া সাদরে বলিলেন,

ভগদন্! এক্ষণে হিমালয়ই এই পয়স্কতীর উৎপত্তিস্থান বলিতে হইবে; ফলতঃ সেই নিশাচরী কুখোদরীর স্তনদুগ্ধ উচ্ছলিত হইয়াতেই এই দুগ্ধনদী প্রবাহিত হইতেছে। হে মহামতে! এই নদী প্রবলবেগে বাহিত হইয়া সপ্তস্রটিকার পরেই আবার পরিপূর্ণ তটভূমির ন্যায় হইবে। সৈন্যাগণ যুনিদিগের মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিতচিত্তে পরস্পর বলিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! সেই নিশাচরী আপন এক স্তনের দুগ্ধ পুত্রবিকল্পকে পান করাইতেছে এবং অপর একটীমাত্র স্তনের দুগ্ধে এই পয়স্বনী প্রবাহিত হইয়াছে; না জানি তাহার শরীরের প্রমাণ ও বলবীৰ্য্যই বা কিরূপ হইবে। পরাৎপর কল্কি যুনিগণ-দর্শিত মার্গে অবলম্বন করিয়া, যে স্থানে সেই রাক্ষসী অবস্থান করিতেছে, সমস্ত সৈন্যাগণের সহিত সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ষনঘটা-সদৃশী নিশাচরী শৈলাশিখরে আর্পন পুত্রকে স্তন্যপান করাইতেছে। তাহার নিশ্বাসবায়ুর প্রবল বেগে বন্য-গজ-গণ স্রুদুরে বিক্লিষ্ট হইতেছে, সিংহাদি পশুগণ গিরিগুহা ভ্রমে পুত্রপৌত্র লইয়া তাহার কর্ণকুহরে অবস্থান করিতেছে, এবং বানরগণ ব্যাধভয়ে ভীত হইয়া কেশকীটের ন্যায় তাহার কেশমূল আশ্রয় করিয়া শয়ান রহিয়াছে। সমস্ত সৈন্যাগণ শৈলাশিখরে শৈলোপমা অদ্ভুতশরীরী নিশাচরীকে অবলোকনপূর্ব্বক ভয়োদ্ভ্রম ও বুদ্ধিহীন হইয়া রণোদ্যোগ ও রণবেশ পরিত্যাগ করিতেছে দেখিয়া কমলনয়ন কল্কি তাহাদিগকে বলিলেন, সৈন্যাগণ! তোমাদের মধ্যে যাহারা পাদচারী-তাহারা এই গিরিভূর্গে স্বল্পভূর্গ নিশ্চয় করিয়া অবস্থান করুক; আর অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথারোহীগণ সকল আমার সহিত আইস। আমি অতি অল্প সৈন্যসমভি-

ব্যাহারে ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঋজু, শক্তি, পরন্তু স্ত্রী বাণবর্ষণ দ্বারা, তাহাকে বিনাশ করিব। অসীম বলশালী, কল্কি এই কথা বলিয়াই সৈন্যগণকে পশ্চাতে রাখিয়া নিশাচরীর শরীরে শরাঘাত করিলেন। নিশাচরী শরাঘাতে সমুখিত হইয়া কোম্বতরে অশ্রুতপূর্বক উঠেঃস্বরে গর্জন করিয়া উঠিল। ঐ কঠোর নিনাদ শ্রবণে জুবনস্থ সমস্তলোক বিত্রস্ত এবং কল্কি-সৈন্যগণ মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে ভয়ঙ্করী কুণ্ডোদরী মুখ ব্যাদান পূর্বক প্রাশাসবায়ু দ্বারা গজরথ-সম্বলিত তত্রস্থ সমস্ত লোককেই উদরস্থ করিয়া ফেলিল। পিপীলিকাগণ যেমন ঋক্ষের প্রাশাসবায়ুর সহিত তাহার মুখমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ সমস্তসৈন্য এবং ভগবান্ কল্কিও সেই নিশাচরীর উদরে প্রবেশ করিলেন। দেবতা ও গন্ধর্ভগণ ঐ ব্যাপার অবলোকন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। মুনিগণের মধ্যে কেহ কেহ শাপপ্রদান, কেহ কেহ বাসস্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মগণ ছুঃখী হইয়া ভূপতিত হইলেন। অবশিষ্ট সৈন্যগণ হৌঁদন করিতে লাগিল এবং অন্যান্য নিশাচরগণের আনন্দের আর পরিমীমা রহিল না। পুরারি পুনর্ন কল্কি জগতের এইরূপ দুরবস্থা দৃষ্ট করিয়া আপনাই আপনাকে স্মরণ করিলেন এবং সেই উদরমধ্যেই বাণাশ্রি-সহযোগে প্রথমে চেলখণ্ড ও চর্ম্মখণ্ড, পরে রথকাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত করিয়া করমাল ধারণ করিলেন। পূরন্দর যেমন বজ্রধারায় বজ্রকৃষ্ণি ভেদ করিয়াছিলেন সেইরূপ পাপনাশন সর্ক-শক্তিমান্ কল্কি ঐ খকাধারা কুক্কিভেদ করিয়া সমস্ত বজুবান্ধব, বলবান্ জাতুগণ, ও শস্ত্রপাণি সৈন্যসমূহের সহিত বাহগত হইলেন। গজ, রথ ও তুরঙ্গের মধ্যে কতকগুলি যোনিরক্ষা দিয়া,

কতকগুলি নাসারক্ষু দিয়া, আর কতকগুলি কর্ণবিবর দিয়া বহির্গত হইল। নিখাচরী তখনও সবেগে করচরণ দ্বন্দ্বকোপ করিতেছে দেখিয়া সৈন্যগণ রক্তাক্তকলেবরেই তাহাকে বধ করিয়া ফেলিল। রাক্ষসী ভিন্নদেহা, ভিন্নদেহী ও ভিন্নগ্রীবা হইয়া গভীরগর্জনে দশ-দিক্, আকাশ ও স্বর্গপর্যাস্ত প্রতিক্షানিত এবং অজবিক্ষেপে শৈল-প্রদেশ বিচূর্ণিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। বিকল্প জননীর এইরূপ মৃত্যু অবলোকনে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রোধভরে নিরস্ত্রহস্তেই কল্কির সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। তাহার গলদেশ গজ-মালায় সুশোভিত বক্ষঃস্থল বাজিরাঞ্জিতে বিভূষিত, শিরোদেশ সর্পোক্ষীবে পরিবোষ্ঠিত এবং অঙ্গুলি সকল সিংহমালায় সমলকৃত। বিকল্প মাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া ঐরূপ বেশে আগমন পূর্বক কল্কিসেনা বিমর্দন করিতে লাগিল। ভগবান্ কল্কি সেই পঞ্চমবর্ষীয় রাক্ষসশিশুকে বিনাশ করিবার জন্ম শরাসনে পরশু-রামদত্ত ব্রাহ্ম অস্ত্র সংযোজনা করিলেন। ধাতুচিত্তিত গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ প্রকাণ্ড রাক্ষসমুণ্ড ঐ অস্ত্রপ্রহারে বিচ্ছিন্ন ও কুধিরাক্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ভগবান্ কল্কি মুনিগণের বচনানুসারে সপুত্র্য কুখোদরীকে বিনাশ করিয়া গঙ্গাতীরস্থিত হরিদ্বারে অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি স্বর্ণ হইতে দেবগণের পুষ্পরঞ্জি ও ভূতলস্থ মুনিগণের স্তুতিবাদে বিশেষ সংকৃত হইয়া স্বজনগণের সহিত হরিদ্বারেই ঐ রাজি অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর প্রাতঃ-কালে গাত্রোথান করিয়া দেখিলেন, বহুসংখ্যক মুনিগণ গঙ্গাস্নানে আগমন করিয়া স্বয়ং কল্কি ও আত্মস্বরূপ আপনাই দর্শন-বাগ-নায় সমাকুল হইয়া তীরভূমিতে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীকান্ কল্কি হরিদ্বারস্থিত গঙ্গাতট-নিকটবর্তি পিণ্ডারকবনে অবস্থান

করিয়া স্বর্গগণের সহিত স্ফাগীরথীর শোভা মন্দর্শন করিতেছেন ইতাবসরে আরও অসংখ্য যুনিমুন্দ তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিবিধবাক্যে গজার স্তব করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন, অনন্তর পরমশ্রদ্ধা ভগবান্ কল্ক স্রুথাগত সেই সমস্ত মহর্ষিগণকে অবলোকন করিয়া বিধি অনুসারে তাঁহাদিগের সৎকার করিলেন ; পরে তাঁহারা আসনে স্রুথাসীন হইলে বলিলেন, হে মহর্ষিগণ ! আপনাদের শরীর সূর্য্য-সদৃশ তেজঃসম্পন্ন ; আপনারা তীর্থপর্য্যটনেই সত্তত সমুৎসুক এবং লোকত্রয়ের উপকারই আপনাদের একমাত্র কার্য্য । যাহা হউক, যদি আমার সৌভাগ্যক্রমে আগমন করিয়াছেন তবে বলুন, আপনারা কে ! যখন আপনারা আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছেন তখন নিশ্চয় জানিলাম, আমিই ইহলোকে ষষ্ঠার্থ পুণ্যবান্, ভাগ্যবান্ ও বশস্বী । অনন্তর সুরগণ যেমন মহাসাগরতীরস্থ বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন, সেইরূপ বামদেব অত্রি, কশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পরাশর, নারদ, অশ্বখামা, রাম, কৃপ, ত্রিত, দুর্কাসা, দেবল, কণ, দেবপ্রমিতি ও অঙ্করা এবং আরও অন্যান্য নিয়তব্রত বহুসংখ্যক মহর্ষিগণ সূর্য্যবংশোদ্ভব গুরু ও চন্দ্রবংশসম্বৃত দেবাপিনামক প্রথলপরাক্রান্ত তপোনিরত দুই নরপতিকে অগে করিয়া হস্তান্তঃকরণে কলুষনাশন কল্ককে বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

মহর্ষিগণ বলিলেন, ভগবন্! কাছারও মনোগত অভিপ্রায় আপনার অবিদিত নাই। আপনি এই অগ্নীম জগতের অধ্বিতীয় ঈশ্বর; আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ এবং আপনিই পরাৎপর পরমাত্মা; অতএব আমরাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনিই কাল, কার্য ও গুণ রূপে আত্মক্রিয়া প্রসারিত করিয়াছেন; ব্রহ্মাদি দেবগণও আপনার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন; অতএব হে পদ্মানাথ! আমরাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। জগৎপতি কল্কি মুনিগণের ঐ প্রকার স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এই যে ছই মহাসত্ব তপোনিরত পুরুষ আপনাদের অগ্রে অবস্থান করিতেছেন, ইহারা কে? কল্কি এই কথা বলিয়াই আবার ঐ পুরুষদ্বয়কে বলিলেন, তোমরা হৃষ্টাস্তঃকরণে গজাস্তব করিয়া কি নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিলে এবং তোমাদিগের নামই বা কি? তখন কার্যকুশল মরু কৃতাঞ্জলিপুটে প্রফুল্লচিত্তে বিনয়ের সহিত আপন বংশপরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

মরু কহিলেন, হে অন্তর্যামিন্! আপনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা; আপনি সর্বদাই সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন; অতএব আপনার অবিদিত কিছুই নাই। তথাপি আপনার আজ্ঞানুসারে সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে প্রভো! আপনার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র মনু ও মনুর পুত্র সত্যবিক্রম ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মাক্ষাতা, মাক্ষাতার পুত্র পুরুকুৎস, পুরুকুৎসের পুত্র মহামতি অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র ত্রসদশ্বা, ত্রসদশ্বার পুত্র হর্ষাশ্ব, হর্ষাশ্বের পুত্র ত্র্যরুণ, ত্র্যরুণের পুত্র ধীমান্ ত্রিশঙ্কু, ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র ভরুক, ভরুক

কের পুত্র স্বক, স্বকের পুত্র সগর, সগরের পুত্র অসমঞ্জা, অস-
মঞ্জার পুত্র অংশুমান, অংশুমানের পুত্র দিলীপ ও দিলীপের পুত্র
ভগীরথ । ঐ ভগীরথই জাহ্নবীকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছেন, সেই
জন্যই ইনি ভাগীরথী নামে বিখ্যাত । আপনার পাদপদ্ম হইতে
সমুদ্ভূত বলিয়াই ইনি এক্রপ স্তূত ও পূজিত হইয়া থাকেন । ঐ ভগী-
রথের পুত্র নাভ, নাভের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, সিন্ধুদ্বীপের পুত্র অযুতায়ু,
অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র স্রদাস, স্রদাসের পুত্র
সৌদাস, সৌদাসের পুত্র অশ্বক, অশ্বকের পুত্র মূলক, মূলকের পুত্র
দশরথ, দশরথের পুত্র এড়বিড়, এড়বিড়ের পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্ব-
সহের পুত্র খট্টাক, খট্টাকের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ ও অজের
পুত্র সুবিখ্যাত দশরথ । জগৎপতি সাক্ষাৎ হরি রামনাম ধারণ
পূর্বক ঐ দশরথের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন ।

ভগবান্ কল্কি রামাবতারের কথা শ্রবণ করিয়া পরমাছ্লাদিত-
চিত্তে বলিলেন, তুমি বিস্তারপূর্বক শ্রীরামচরিত বর্ণন কর । মরু
কহিলেন, ভগবন্ ! এই ভূতলে কোন্ ব্যক্তি সীতাপতি রামের
সমস্ত কার্য বর্ণন করিতে পারে ? বোধ হয় স্বয়ং শেষও আপন
সহস্রাব্দে রামচরিত বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন । তথাপি আপ-
নঃ আজ্ঞানুসারে পাপতাপনাশন অতিপবিত্র রামচরিত যথা-
মতি বর্ণন করিতেছিৎ জন্মবিহীন জগদীশ্বর হরি ব্রহ্মাদি দেবগণের
প্রার্থনায় রাক্ষসবধের নিমিত্ত চারিঅংশে বিভক্ত হইয়া রবিকুল-
জাত অজতনয় দশরথের পুত্ররূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং
কঙ্করদেশ বিশেষ পরিধৃত না হইতে হইতে অতি ষোড়শ-ব-সময়েই
কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের ষড়বিঘাতক রাক্ষসগণকে বলপূর্বক
বিনাশ করিলেন । পরে নিবিড়বন-শ্যাম রাম ঐ মহর্ষি হইতেই

নিখিল অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহারই আদেশানুসারে অল্প-
জের সহিত মুশোভিত জনকসভায় গমন করিয়া কামারির স্মৃকঠিন
শরাসন তত্ত্ব করিতে সমুদ্যত হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার শরীর-
কান্তি সন্দর্শনে সমস্তলোকই বিমোহিত হইল।

• নরপতি জনক, বিধাতার পশ্চাৎদ্বর্তী শশীর ন্যায় মহর্ষি বিশ্বা-
মিত্রের পশ্চাতে অল্পজের সহিত অসমতেজস্বী দশরথস্বত রামকে
অবলোকন করিয়া, ইনিই ধরণীস্বত, সীতার উপযুক্ত স্বামী, এই
বিবেচনায় ষার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং মনে মনে
আপনার স্মৃকঠিন পণের প্রতি ভৎসনাও করিতে লাগিলেন। পরে
রাজর্ষি জনক রামের যথোচিত সংকার করিলেন এবং জানকীও
কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহার সমুচিত অচ্চনা করিলেন। অনন্তর
রামচন্দ্র সেই স্মৃকঠিন শরাসন করকমলে ধারণপূর্বক সবলে ভগ্ন
করিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। অমনি রঘুকুলতিলক রামের
নামোল্লেখ সহকারে চারি দিক্ হইতে জয় জয় ধ্বনি উচ্চারিত হইয়া
জগৎ প্রতিধ্বনিত করিয়া ফেলিল। তাহার পর নরপতি জনক
চারিটী কন্যাকে নানাভরণে বিভূষিত করিয়া দশরথের, চারিপুত্রের
সহিত বিবাহ দিলেন। প্রত্যাগমনকালে পথমধ্যে পশুরাম
অত্যন্ত বলবিস্তার করেন; কিন্তু রামের নিকটে তাঁহাকে আপন
মহোত্র তেজ পরিত্যাগ করিতে হইল। পশুর মহারাজ দশরথ
আপন রাজধানীতে আগমন পূর্বক সচিববর্গের সহিত পরামর্শ
করিয়া অসমপ্রভ রামচন্দ্রকে আপনার বিচিত্র সিংহাসনে উপবেশন
করাইতে অভিলাষ করিলেন। কার্যকুশল পরিজনবর্গ তাহারই
অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। এমন সময়ে কৈকেয়ী তাঁহাকে রামাভি-
ষেক হইতে নিবারণ করিল। পরে মহামতি সীতাপতি পিতার

আদেশানুসারে জনকরাজমন্দিনী সীতারে লইয়া বনযাত্রা করিলেন । 'সুমিত্রানন্দম লক্ষ্মণও তাঁহার অনুগামী হইলেন । রঘুপতি রাম গৃহগৃহে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানেই সমস্ত স্বজনগণকে বিদায় দিলেন এবং রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্বক জটাচীর ধারণ করিয়া পঞ্চবটীতে প্রস্থান করিলেন । পঞ্চমধ্যে মুনিগণ তাঁহার যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন । পঞ্চবটীতে শোকাবুল ভরতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল । রঘুপতি ভরতমুখে পিতার নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া ষাট পর নাই দুঃখিত হইলেন এবং ভরতকে নিবারণ করিয়া বনমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে দশাননের ভগিনী কামশরে ক্ষুজিত হইয়া আপন অস্তিলাষসিদ্ধির বাসনায় তঁহায় উপস্থিত হইল এবং অসীম সুন্দরী সীতার অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া ঈর্ষায় উপহাস করিতে লাগিল । পরে লক্ষ্মণ রামের আদেশানুসারে করাল করবাল দ্বারা তাহাকে বিরূপা করিয়া দিলেন । রামচন্দ্র স্ত্রীতীক্ষ্ণ শরদ্বারা দুই দানবের প্রাণসংহার করিয়া সানুচর খর ও অম্যাম্য চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বিনাশ করিলেন । তাহার পর প্রণয়িনীর অভীষ্ট সাধনের জন্য রাবণানুচর কনকমৃগরূপী রাক্ষসকে বধ করেন । যে সময়ে তিনি রোষভরে ঐ রাক্ষসের প্রতি ধাক্কা দেন তখন ঐ সময়ে লক্ষ্মণকেও তাঁহার অনুগমন করিতে দেখিয়া দশানন আশ্রমে আগমনপূর্বক জানকীরে হরণ করিল । রঘুপতি পর্ণকূটীরবাসিনী প্রণয়িনীকে না দেখিয়া একবারে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন । পরে “হা সীতা” “হা সীতা,” বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত কানন, আশ্রম, বৃক্ষতল ও জলপল্লল প্রভৃতি সকল স্থানেই সন্বেষণ করিতে লাগিলেন । পরে দেখিলেন, পঞ্চমধ্যে বিহগবর জটায়ু পতিত রহিয়াছে । তিনি জটায়ুর মুখে শুনি-

লেন, দুই দশানন জানকীরে হরণ করিয়াছে । জটায়ু অচিরকাল-
মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল এবং রামও তাহার ষথাবিধি বহ্নিকীৰ্ত্তা
সমাপন করিলেন । ধনুর্ধরবর রাম প্রিয়াবিরহে নিভাস্ত কাতর
হইয়া অনুজ লক্ষ্মণের সহিত গমন করিতে করিতে ঋষভাচল
ছইতে অসংখ্য বানরসৈন্য এবং রবিতনয় সুরগ্ৰীব ও তাহার প্রিয়
মিত্র পবননন্দনকে অবলোকনপূর্বক আপন হিতকামনায় তাহা-
দের সহিত মিত্রতা করিলেন ! পরে পবনতনয় ও সুরগ্ৰীবের অভি-
লাষানুসারে বিশেষ বিবেচনা করিয়া আপন মিত্রের অমিত্রবোধে
বানরপতি বালির প্রাণ বিনাশপূর্বক নিজস্বা সুরগ্ৰীবকে ঐ
সিংহাসন প্রদান করিলেন । অনন্তর হনুমান্ জানকীর অন্বেষণের
নিমিত্ত জটায়ুর বাক্যানুসারে জলনিধি পার হইয়া দশানন-পূরে
প্রবেশপূর্বক অশোকবনস্থিতা সীতাকে অভিনন্দন করিয়া পুনর্বার
রামের নিকট প্রস্থান করিল । তাহার পর হনুমান্ অসংখ্য রাক্ষস
বিনাশ ও প্রক্লান্ত পাবকে লক্ষাপুরী দক্ষ করিয়া ফেলিল এবং রঘু-
পতিও প্রথমে ক্রোধভরে সমুদ্রশোষণ ও তৎপরে কানরগণ-সমভি-
ব্যাহারে উহা বক্ষনপূর্বক রাক্ষসরাজের দুর্গ ও পুরুপত্তন সকল
ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং অনুজের সহিত হস্তী, অশ্ব ও রথসমাকুল
সংগ্রামে কখনও প্রচণ্ড কোদণ্ড ধারণপূর্বক সুরতীক্ষ শরদ্বারা কখন
বা কালাস্তক কালের জিহ্বাস্বরূপ করাল করবাল দ্বারা বহুসংখ্যক
প্রধান রাক্ষসের প্রাণসংহার করিলেন । তাহার পর নল, অজদ,
হনুমান্ ও ঋক্ষরাজের অধীনস্থ বানর-সৈন্যেরা পর্বত ও পাদপ
সকল উদ্যত করিয়া প্রবলপ্রহারে সুরজয়ী নিশাচরগণেরও প্রাণ-
সংহার করিল ; ফলতঃ জনকনন্দিনী সীতার যোকানলই তাহা-
দের বিনাশের একমাত্র কারণ । পরে প্রবলপ্রতাপ লক্ষ্মণ সুরতীক্ষ-

শরাঘাতে ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্তু; বিকট, অক্ষ, নিকুন্ত, মকর ও অন্যান্য
 ঘনানিনাদকারী অনেকানেক রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন । পরিশেষে,
 দুর্জয় দশানন হস্তাশ্বরথপদাতি প্রভৃতি কোটি কোটি চতুরঙ্গবলে
 বেষ্টিত হইয়া স্বয়ং আয়ুধ ধারণপূর্বক বানরবল মধ্যস্থ দিবায়ুধধারী
 রঘুপতির সম্মুখে উপস্থিত হইল । প্রবলপরাক্রান্ত রাবণ স্বভা-
 বতই শৈলরাজের ন্যায় সংগ্রামে অচল তাহাতে আবার বিধাতার
 বরপ্রভাবে আরও দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু রঘুপতি শাণিত
 সায়কদ্বারা এই প্রবলশত্রু রাবণ এবং রাক্ষসসেনাপতি প্রবল-
 প্রতাপ কুম্ভকর্ণকে অনায়াসে বিনাশ করিলেন । রঘুরাজ ও রাক্ষস-
 রাজর এই তুমুল সংগ্রামে তড়িৎমালার ন্যায় শাণিত সায়কে
 গগনতল আচ্ছাদিত, ঘনঘটার ন্যায় ধূলিপটলে পরিব্যাপ্ত এবং
 বজ্রনিদাদ-সদৃশ শরাসনধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিরন্তর সকলে-
 রই ভয়োৎপাদন করিয়াছিল । এইরূপে ধরণীসুতা সীতার রোষা-
 ন্দলে ও রঘুকুলতিলক রামের শাণিত সায়কাঘাতে ইন্দ্রবিদ্রাবণ
 রাবণ ধরাশায়ী হইলে পর হনুমান্ মহাহর্ষের সহিত সীতাকে বহি-
 মধ্য পরীক্ষা করিয়া রামহস্তে সমর্পণপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল ।
 পরে রামচন্দ্র পুরন্দরের বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ ভীষণ বিভীষণকে
 রাক্ষসরাজ করিলেন । তাহার পর সমস্ত বানরগণে পরিবেষ্টিত
 হইয়া অলুঙ্গ লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত সুরিমল পুষ্পকরথে আরো-
 হণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন এবং পরমনিদ্র গুরুকে স্মরণ হওয়াতে
 প্রথমে তাহার ভবনে গমন করিলেন এবং তথায় যুনিবেশ পরি-
 ত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন । পরে তথায় উপ-
 স্থিত হইয়াই ভরত-মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া সাতৃগণের বাক্যানু-
 সারে পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করিলেন । বাশষ্ঠপ্রভৃতি যুনিগণ

অভিষেক কার্য সম্পাদন করিলে পর লকল-জনপালক রাম সুর-
পতির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । রাম রাজা হইলে ব্রাহ্মণ-
গণ তপোনিরত ও অন্যান্য সমস্ত লোক ধনরত্নশালী ও স্বধর্ম-
নিরত হইয়া স্বজনগণের সহিত নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল এবং
মেঘ সকলও প্রচুর বারি বর্ষণ করিতে লাগিল ; ফলতঃ তৎকালে
বসুমতী যেন আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন ।

রঘুপতি রাম আপন সদৃশগ্রামে সমস্ত প্রজাগণের এবং
স্বললিত রসাতলাষে প্রণয়িনী সীতার মনোরঞ্জন পূর্বক অযুত বৎসর
অতিবাহিত করিলেন । ঐ সময়ে তিনি মুনিবরগণের সহিত সঙ্গত
হইয়া বিপুলদক্ষিণ অশ্বমেধক্রয় সমাধানপূর্বক দেবগণকে পরি-
ভুষ্ট করেন । অনন্তর রঘুরাজ মনে মনে কোন কারণ অনুভব করিয়া
নির্দয় হৃদয়ে জানকীরে বনে পরিত্যাগ করিলেন । ঐ সময়ে মহা-
মতি বাল্মীকি আপন বাক্য স্মরণ করিয়া পরমদুঃখিতা রামপ্রিয়াকে
আপন আশ্রম আশ্রয় দিলেন । ধরণীসুতা সীতা ঐ স্থানেই কুশ ও
লবনামক প্রবলপরাক্রান্ত দুই পুত্র প্রসব করেন । তাঁহারা দুইজনেই
রামের যশোগান করিতে লাগিল । পরে মুনিবর বাল্মীকি স্রুতছয়ের
সহিত সুরগণ-বন্দিতা অনিন্দিতা সীতাকে রামসমীপে সমর্পণ করি-
লেন । রঘুপতি পুত্রবতী সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া বলিলেন,
তুমি আত্মশোধনের নিমিত্ত পুনর্বীর অনলে প্রবেশ কর । সীতা রঘু-
নাথের এই কথা শ্রবণমাত্র তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া জননীর
সহিত ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন । রঘুবর রাম স্বচক্ষে সীতাপ্রয়াণ
নিরীক্ষণ করিয়া রথারেক্ষণ পূর্বক স্বজন-সমভিব্যাহারে সরযুতীরে
গমন করিলেন এবং পরমানন্দে সরসুজল স্পর্শ করিয়া বশিষ্ঠোপাদেষ্ট
যোগ অবলম্বনপূর্বক অনুজগণের সহিত স্বীয় পদ প্রাপ্ত হইলেন ।

পরাংপর প্রভু রামচন্দ্র পরিতুষ্ট হইলে লোকের রোগশান্তি বিধান, খনজন ও লক্ষর্গাদিসম্পত্তি প্রদান এবং বংশপরম্পরা পরি- বর্দ্ধন করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি শ্রবণের অমৃতস্বরূপ এই রাম- চরিত পাঠ বা শ্রবণ করেন তিনি ইহলোকে অপার আনন্দ অনুভব করিয়া পরে সংসারসাগর, পরিশোধনপূর্বক মোক্ষলাভ করেন ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ভগবন্ ! রঘুপতি রামচন্দ্রের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি, অতি- থির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরী- কের পুত্র ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র হীন, হীনের পুত্র পারিপাত্র, পারিপাত্রের পুত্র বলাহক, বলাহকের পুত্র অর্ক, অর্কের পুত্র রজনাত, রজনাতের পুত্র খগণ, খগণের পুত্র বিধূত, বিধূতের পুত্র হিরণ্যনাত, হিরণ্যনাতের পুত্র পুষ্প, পুষ্পের পুত্র প্রব্র, প্রব্রের পুত্র স্যন্দন, স্যন্দনের পুত্র অগ্নিবর্ণ এবং ঐ অগ্নি- বর্ণের পুত্র অতুলবিক্রম শীঘ্রনামে এক পুত্র হয়, তিনিই জ্ঞানার পিতা । আমার নাম মরু । কেহ কেহ আমাকে বুধ ও স্মিত্রও বলিয়া থাকে । আমি যখন কলাপগ্রামে অবস্থান করি সেই সময়ে সত্য- বতীতনয় মহর্ষি ব্যাসের মুখে আপনার অবতারের কথা অবগত হইলাম এবং সেই অবধি লক্ষবৎসরকাল প্রতীক্ষা করিয়া তপো- মুষ্ঠান করিতেছি । ভগবন্ ! আপনি পরাংপর ঈশ্বর । আপনার দর্শনে কোটি জন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট হয়, ধর্মজ্ঞানের উদয় হয়,

এবং অতুল বশ ও কীর্তিলাভ হয় ; অধিক কি, জীবের সমস্ত কাম-
নাই সিদ্ধ হইয়া থাকে । এই জন্য এক্ষণে আপনকার সন্নিধানে আগ-
মন করিয়াছি । কল্কি কহিলেন, আমি জানিলাম, তুমি স্বর্ষা-
বংশে স্মৃৎপন্ন হইয়াছ । এক্ষণে মহাপুরুষের লক্ষণবিশিষ্ট পরম-
জ্ঞান্দর অপর এক পুরুষকে দেখিতেছি, ইনি কে ?

কল্কির এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবাপি বিনয়ের সহিত মধুর-
স্বরে বলিলেন, ভগবন্ ! প্রলয়াস্তে আপনকার নাতিপুত্র হইতে
চতুরানন উৎপন্ন হন । তাঁহা হইতে অত্রি, অত্রি হইতে চন্দ্র ও
চন্দ্র হইতে বুধ উৎপন্ন হইলেন । ঐ বুধের পুত্র পুরুরবা । পুরুরবার
বংশে নহষতনয় যযাতির জন্ম হয় । মহারাজ যযাতি দৈবযানীর
গর্ত্রে যত্ন ও তুর্ভঙ্গ এবং শর্গিষ্ঠার গর্ত্রে দ্রুহা, অন্ন ও পুরুক
উৎপাদন করেন । আদিদেব ঈশ্বর যোগেন প্রজা সৃষ্টি করিবার
মানসে অগ্রে পঞ্চভূতের সৃষ্টি করেন সেইরূপ মহারাজ যযাতি ঐ
পঞ্চপুত্র উৎপাদন করিলেন । পুরুর পুত্র জয়, জয়ের পুত্র প্রচি-
স্বান্, প্রচিস্বানের পুত্র প্রবীর, প্রবীরের পুত্র মনস্মা, মনস্মার
পুত্র অভয়দ, অভয়দের পুত্র উরুকয়, উরুকয়ের পুত্র দ্রাকুণি, দ্রাকু-
ণির পুত্র পুঙ্করাকুণি, পুঙ্করাকুণির পুত্র বৃহৎকোত্র, বৃহৎ-
কোত্রের পুত্র হস্তী । ঐ হস্তীর নাম হইতেই তদীয় রাজধানী, হস্তীন-
নগরী হইয়াছে । হস্তীর তিন পুত্র ; অজমীচ, অহিমীচ ও পুরমীচ ।
অজমীচের পুত্র ঋক, ঋকের পুত্র সংবরণ ও সংবরণের পুত্র কুরু ।
কুরুর পুত্র পরীক্ষিত, সুধনু, জহ্নু ও নিষধ । সুধনুর পুত্র সুহোত্র,
সুহোত্রের পুত্র চাবন, চাবনের পুত্র কৃতী, কৃতীর পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহ-
দ্রথের পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ, ঋষভের পুত্র সত্যজিৎ,
সত্যজিতের পুত্র পুষ্পবান্ ও পুষ্পবানের পুত্র নহষ । বৃহদ্রথের

অপর এক ভরষ্যার গর্ভে জরাসন্ধ নামে প্রবলপ্রতাপ পুত্র জন্মে । জরাসন্ধের পুত্র সন্নদেব, সনন্দেবের পুত্র সোমাপি, সোমাপির, পুত্র শ্রুতশ্রবা, শ্রুতশ্রবার পুত্র সুরথ, সুরথের পুত্র বিরথ, বিরথের পুত্র সার্কীভোম, সার্কীভোমের পুত্র জয়সেন, জয়সেনের পুত্র রথানীক, রথানীকের পুত্র যুতায়ু, যুতায়ুর পুত্র কোপন, কোপনের পুত্র দেবাতিথি, দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ এবং আমিই ঐ প্রতীপের পুত্র । আমার নাম দেবাপি । আমি শাস্ত্রলুকে রাজ্য প্রদান করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ পূর্বক কলাপত্রামে অবস্থান করিতাম । এক্ষণে এই মহারাজ মরু ও যুনি-গুণের সহিত আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি । যাঁহা হউক, যখন আপনার পাদপদ্মের সন্দর্শন পাইয়াছি তখন অবশ্যই কালের করালাস্য হইতে পরিজ্ঞান পাইয়া আত্মবেতাদিগের পদবী প্রাপ্ত হইব ।

কমললোচন কল্কি নরপতিদ্বয়ের ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাসোর সহিত উহাদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমরা উভয়েই পরম ধর্মজ্ঞ । এক্ষণে তোমরা অশ্বার নিদেখালুমারে আপন আপন রাজ্য শাসন কর । মরু! এক্ষণে আমি প্রজাপীড়ক অধর্মচারী স্নেহুগণকে বিনাশ করিয়া তোমার নিজ রাজধানী অযোধ্যার সিংহাসনেই তোমাকে অভিষিক্ত করিব । আর দেবাপে ! আমি হস্তিনাপুরস্থিত চণ্ডালগণকে বিনাশ করিয়া ঐ রাজ্য তোমাকেই প্রদান করিব । পরে আমি স্বয়ং মথুরায় অবস্থান করিয়া তৌমাদিগের ভয় নিবারণ করিব । ফলতঃ আমি শয্যাকর্ণ, উষ্ট্রমুখ, একজঙ্ঘ ও বিনোদরগণের প্রাণসংহার পূর্বক পুনরায় সত্যযুগের অবতারণা করিয়া প্রজাপালন করিতে

ধাকিব । তোমরা দুইজনেই অস্ত্রশস্ত্রকুশল, অতএব তোমরা এক্ষণে
 যুনিবেশ ও যুনিত্রত পরিহার এবং রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া
 উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্বক সৈন্য-সমভিব্যাহারে আমার সহিত
 বিচরণ করিবে । হে ময়ে! এই নরপতি বিশাখযুগের কমলনয়না
 বিনয়শীলা এক কন্যা আছে । ইনি সেই স্বরমসুন্দরী তনয়া তোমাকে
 সম্প্রদান করিবেন । দেখ দেবাপে ! তুমি রাজা রুচিরাস্বের শাস্তা
 তনয়াকে বিবাহ কর । কলতঃ তোমরা দুইজনে লোকের মঙ্গলের
 নিমিত্ত আমার বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কর । মহারাজ মরু
 দেবাপি উভয়েই যুনিগণসমক্ষে পরমেশ্বর কল্কির ঐ কথা শ্রবণ
 করিয়া বিস্মিতচিত্তে তাহা স্বীকার করিলেন । অভয়দাতা কল্কির
 ঐ সকল কথা সমাপন হইবামাত্র আকাশ হইতে সূর্যাসদৃশ সমু-
 জ্বল, মণি-বিভূষিত, কামগামী দুই রথ আসিয়া উহাদের সম্মুখে
 উপস্থিত হইল । নরপতিগণ, যুনিগণ ও সভ্যগণ সকলেই বিশ্ব-
 কর্মনির্মিত দিব্যাস্ত্র-পরিবারিত ঐ সুন্দর রথ অবলোকন করিয়া
 সহর্ষে “একি একি” বলিয়া উঠিলেন ।

কল্কি কহিলেন, তোমরা দুইজনেই সাক্ষাৎ যম ও বৈবশ্রী-
 বণের অংশ ; লোকরক্ষার নিমিত্ত সূর্য্য ও চন্দ্রবংশে জন্মবিভূত
 হইয়াছ । এই বিষয় এই যুনিগণও অবগত আছেন । তোমরা
 এতদিন গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিলে, এক্ষণে আমার সম্মুখে
 আত্মপ্রকাশ করিয়াছ । বাহা হউক, আমার আদেশানুসারে
 সুররাজদত্ত রথে আরোহণ কর । কমলাপতি কল্কি ঐরূপ বলিলে
 পর আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তত্রস্থ
 যুনিগণ স্তব করিতে লাগিলেন এবং সুশীতল পদ্মাবায়ু তাঁহারই
 শিরঃ-কুম্ভমপরাগ বহন করিয়া মন্দ মন্দ বাহিত হইতে লাগিল ।

ঐ সময়ে অলৌকিক রূপসম্পন্ন সাক্ষাৎ সনক-সদৃশ তেজোরশ্মি-
স্বরূপ এক ভিক্ষুক তথায় উপস্থিত হইলেন । উহার শরীর তপ্ত-
কাঞ্চনের ন্যায় ; বদন প্রসন্ন ও নয়ন কমলের ন্যায় সুন্দর । উহার
মস্তকে জটা, পরিধেয় বস্কল ও হস্তে দণ্ড । ফলতঃ তাঁহাকে
দেখিলেই বোধ হয়, যে ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের আবাসস্বরূপ এবং
আপন অঙ্গ-মারুতেই অধর্ম্ম দূর করিতেছেন ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ভগবান্ কল্কি ঐ সর্বাশ্রম-নমস্কৃত বৃদ্ধ ভিক্ষুককে অবলোকন
করিবাগাত্র সভাসদগণের সহিত গাত্ৰোথান করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও
আচমনাদি দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন । পরে
ভিক্ষুক আসনে উপবেশন করিলে কল্কি জিজ্ঞাসা করিলেন, মহা-
শয় ! যদি আমার ভাগ্যক্রমে এখানে আগমন করিয়াছেন, তবে
বলুন, আপনি কে ? তর্বাদৃশ সর্বিজনশুহৃদ্ পাপ-পরিশূন্য মনুষ্যাগণ
প্রায়ই জীবগণকে পবিত্র করিবার জন্য পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন ।
ভিক্ষুক কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আপনারই নিতান্ত নিদেশবর্তী
সত্যযুগ ; আপনার অবতার-রূপ নিরীক্ষণ করিবার জন্য এই স্থানে
আগমন করিয়াছি । হে কমলানাথ ! আপনি কালস্বরূপ । যদিও
আপনি উপাধিশূন্য তথাপি আপন মায়ু বিস্তার করিয়া কণ,
দণ্ড ও লব্ধভূতি অংশদ্বারা আপনাকে উপাধিবিশিষ্ট করিয়া-
ছেন । দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর ও যুগাদি এবং

চতুর্দশ মনু কেবল আপনার আদেশমুসারেই যাতায়াত করিতেছে। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় উত্তম, চতুর্থ তামস, পঞ্চম টৈরবত, ষষ্ঠ চাক্ষুষ, সপ্তম টৈবস্বত, অষ্টম সাবর্ণি, নবম দক্ষসাবর্ণি, দশম ব্রহ্মসাবর্ণি, একাদশ ধর্মসাবর্ণি, দ্বাদশ রুদ্রসাবর্ণি, ত্রয়োদশ বেদসাবর্ণি ও চতুর্দশ মনু ইন্দ্রসাবর্ণি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহারা সকলেই আপনার বিভূতি-স্বরূপ; ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ ধারণ করিয়া পুনঃপুন যাতায়াত করিতেছেন। দেবতাদিগের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চারি যুগ হয়। তন্মধ্যে চারি সহস্র বৎসর সত্য, তিন সহস্র বৎসর ত্রেতা, দুই সহস্র বৎসর দ্বাপর এবং একসহস্র বৎসর কলির পরিমাণ। আর ঐ চারিযুগের মধ্যে প্রত্যেক যুগেরই একশত বৎসর করিয়া সক্ষা এবং একশত বৎসর করিয়া সক্ষ্যাংশ নিরূপিত হইয়াছে। এক এক জন মনু এক সপ্ততিযুগ রাজ্য করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহাদের সকলেরই পরিণতি হয়। প্রজাপতিরও সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ ও দিবারাত্রি আছে। তাঁহার যেরূপ দিবা, রাত্রিও সেইরূপ। ঐ সমস্ত উপাধিধারী কাল হইতে ব্রহ্মারও জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে। ভগবান্ ব্রহ্মা, আপন শত সংবৎসর পূর্ণ হইলেই আপনাতে লয়প্রাপ্ত হন এবং প্রলয়ান্তে পুনর্বার আপনার মর্ত্য-পন্থ হইতে সমুখিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন।

ভগবন্! যে সময়ে লোকে কৃতকৃত্য হইয়া অবস্থান করে এবং যে সময় আপনারই নামভেদে সত্য যুগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে আমিই সেই সত্যযুগ। অধর্মানাশ-কুশল কল্কি স্বজন-গণের সহিত সত্যযুগের সেই অমৃতসদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া অতুল আনন্দলাভ করিলেন এবং তাঁহার ঐরূপ আকার-গোপন অব-

লোকন করিয়া কালির সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে হুঁটাস্তঃকরণে
আঁপন হিতকারী অক্ষুচরগণকে বলিলেন, গজারোহী, রথারোহী ও
অশ্বারোহী স্রবর্ণভূষিত বিবিধাস্ত্রধারী রণকুশল যোদ্ধাগণের সংখ্যা
করিয়া জানয়ন কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

স্মৃত কহিলেন, মহাভূজ মরু ও দেবাপি ইহারা উভয়েই ঐ কথা
শ্রবণমাত্র কল্কির আদেশানুসারে দারপরিগ্রহ করিয়া রথারোহণ
পূর্বক পুনরায় করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন।
উহাদের অঙ্গুলিঙ্গারত করে বিবিধ অস্ত্র, মস্তকে লৌহোক্ষীষ ও
সর্দাঙ্গে মনোহর বস্ম। ঐ দুই মহাধনুর্ধর নরপতির সহিত ছয়
অক্ষৌহিনী সৈন্য ধরাতল প্রকাম্পিত করিয়া আগমন করিল। নরপতি
বিশাখযুপ ধনুর্ধারী ও উক্ষৌষধারী, একলক্ষ গজারোহী, সহস্রনিযুত
অশ্বারোহী, সপ্তসহস্র রথারোহী ও দুইলক্ষ পদাতিসৈন্যে পরি-
বেষ্টিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। নরপতি রুচিরাশ্ব ও পঞ্চাশৎ সহস্র
রথারোহী ও সহস্রাধিক নবলক্ষ গভগজারোহী-সমভিব্যাহারে সমু-
পস্থিত হইলেন। পরপূরবিনাশী কল্কি এইরূপে দশ অক্ষৌহিনী
সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া সুরসৈন্য-সমারত সুররাজের ন্যায় শোভা
পাইতে লাগিলেন। জগদীশ্বর কল্কি ঐ সমস্ত সৈন্যে-সমারত
হইয়া জাতা, পুত্র, ও স্রহদগণের সহিত হুঁটাস্তঃকরণে দিগ্বিজয়
বাসনায় যাত্রা করিলেন।

ঐ সময়ে ধর্ম, প্রবল কলির প্রতাপে পরাভূত হইয়া দ্বিজরূপ ধারণপূর্বক স্বজনগণের সহিত তথায় উৎসাহিত হইলেন। ঋত, প্রসাদ, অভয়, সুখ, যুদ্ধ, যোগ, অর্থ, অদর্প, স্মরণ, ক্ষেম, প্রতিশ্রয় ও হরির অংশস্বরূপ তপোব্রতশীল নরনারায়ণ, ইহার ধর্মের পুত্র এবং শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তৃষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়োন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা ও মূর্তি ইহারাই ধর্মের স্ত্রী। এই সকল স্ত্রীপুত্র পরিবৃত হইয়া স্বয়ং ধর্ম কলিককে দর্শন ও আপন অবস্থা নিবেদন করিবার জন্যই তথায় আগমন করিলেন। কলিক ঐ দ্বিজকে অবলোকনমাত্র তাঁহার যথোচিত সংকার করিয়া বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? আর কি জন্যই বা স্ত্রীপুত্র লইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন? এবং কোন্ রাজার অধিকার হইতেই বা আসিতেছেন? সত্য করিয়া বলুন। আপনাকে ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় মলিন দেখিতেছি কেন? আর পাবণ-গণের নিকট অবমানিত বিষ্ণু-পরায়ণ সাধুদিগের ন্যায় আপনার এই স্ত্রীপুত্রগণ কি জন্য হীনবল ও দীনভাবাপন্ন হইয়াছে? সহায়-হীন ধর্ম দয়াপর কমলানাথের ঐ কথা শ্রবণমাত্র আপনি কুশল-বাসনায় স্ত্রী, পুত্র ও স্বজনগণের সহিত তাঁহাকে পূজা-স্তুত ও প্রণাম করিয়া কৃতাজলিপুটে অতি কাতরভাবে বলিলেন, ভগবন! আমার আখ্যান শ্রবণ করুন। আপনার যে মূর্তিকে লোকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকে, আমি সেই ব্রহ্মার বক্ষঃস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি; আমার নাম ধর্ম। আমি হব্যকব্য-ভাগী দেবতাদিগের অগ্রগণ্য ছিলাম এবং আপনার অকদশামুসারে প্রাণিগণের সমস্ত অভিলাষ সম্পাদনপূর্বক অল্পদিন অতুল কীর্তি লাভ করিয়া বিচরণ করিতাম। হে সখিলাধার! আমি ঐ প্রকার সৌভাগ্যশালী হইয়াও কালক্রমে

প্রবল কলির নিকট পরাভূত এবং শক, কাছোজ ও শবরগণের নিকট অবমানিত হইয়া সংসারপীড়িত সাধুলোকের ন্যায় এক্ষণে আপনার চরণসমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। পাপনাশন শ্রীমান কল্ক ধর্ম্মের ঐ প্রকার অমৃতময় বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার হর্ষোৎপাদনের জন্য বলিলেন, ধর্ম্ম ! এই সত্যযুগ ও সূর্য্যবংশসমুৎপন্ন মরুকে অবলোকন কর। আমি বিধাতার প্রার্থনামুসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কীকটবাসী সমস্ত বোদ্ধগণকে বিনাশ করিয়াছি। তুমি ইহা শ্রবণ করিয়া অবশ্যই সুখী হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি এই সকল সৈন্য-সমভিব্যাহারে তোমারই অনিষ্টকারী অবশিষ্ট অটৈক্ষগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি। হে জগৎপ্রিয় ! যখন সত্যস্বরূপ আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি তখন তোমার আর কিছুমাত্র ভয় বা মোহের কারণ নাই। এখন তুমি যজ্ঞ, দান ও তপোব্রতের সহিত নির্ভয়ে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে পারিবে। এক্ষণে আমি দিগ্বিজয় বাসনায় শত্রু সংহারের নিমিত্ত গমন করিতেছি, অতএব তুমিও আমার সহিত আইস। ধর্ম্ম কল্কির ঐ কথা শ্রবণ করিয়া ষার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং আপনার পূর্বাধিপত্য স্মরণ করিয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে সম্মত হইলেন। পরে সেই সত্বস্ত্রী ও আত্মীয়গণকে সিদ্ধাশ্রমে অবস্থাপন করিয়া, সপ্তস্বরূপ সপ্তাশ্বযোজিত, ত্রাঙ্কণরূপ সারথিকর্তৃক পরিচালিত বেদরূপ রথে আরোহণ করিলেন। ঐ সময়ে সাধুসংকার তাঁহার বর্ম্ম, শাস্ত্র-সংকল্প তাঁহার শরাসন, ক্রিয়াজেদ তাঁহার উগ্রবল ও অগ্নিই তাঁহার প্রধান সহায়স্বরূপ হইল। পরে তিনি যজ্ঞ, দান, তপঃ, যম ও নিয়ম প্রভৃতি পারিষদ্বর্গে পরিবৃত্ত হইয়া খশ, কাছোজ, ও শবর

প্রভৃতি সকলকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এবং কল্কির অধিকার জয় করিবার জন্য কল্কির সহিত যাত্রা করিলেন । কল্কির আবাসস্থান একরূপ ভীষণ যে, উহা দেখিবামাত্র সকলের মনে ভয়সঞ্চার হয় । সর্কুদাই ভূত, সারমেয়, কাক, উলুক ও শিবাগণে সমাজ্জম, পুতি ও গোমাংসে একবারে দুর্গন্ধময়, নানা প্রকার বাসনের আগার, স্ত্রীলোকদিগের বিবাদ বিষয়াদে প্রতিক্ষানিত এবং উহা স্বামিরূপিণী কামিনীগণের সম্পূর্ণ আয়ত্ত । পরে কলি কল্কির ঐ প্রকার রণোদ্যোগ শ্রবণ করিবামাত্র পেচকাখ্য রথে আরোহণ করিয়া ক্রোধভরে পুত্রপৌত্রগণের সহিত পুর হইতে বহির্গত হইল । ধর্ম কলিকে হৃদখিবামাত্র কল্কির আদেশানুসারে মহর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । এদিকে ঋত দস্তুর সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল ; প্রসাদ লেখতকে ও জরা স্মৃতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল ; ক্রোধ অভয়ের প্রতি ও ভয় সুরথের প্রতি ধাবমান হইল এবং নিরয় মুদের সহিত, আধি যোগের সহিত, ব্যাধি ক্ষেমের সহিত ও ঋনি প্রপ্রয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল । এইরূপে ঐ সমর একবারে তুলু হইয়া উঠিল । ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐ সমর দর্শনের নিমিত্ত অমরতলে উপস্থিত হইলেন । অপর দিকে মহারাজ মরু খশ ও ভীষ্মক্রম কাষোজগণের সহিত ; দেবাপি চৌন ও দলবেষ্টিত বক্রদিগের সহিত এবং নরপতি বিশাখবৃষ বিবিধ দিব্যাস্ত্র ধারণ করিয়া পুলিন্দ ও স্বপচ সমূহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ভগবান্ কল্কি স্বয়ং অস্ত্র ধারণ পূর্বক সৈন্য সমভিব্যাহারে কোক ও বিকোক নামক দুই সহোদরের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন । ঐ দুই সহোদর ব্রহ্মার বরপ্রভাবে নিতান্ত দর্পিত হইয়া উঠিয়া

ছিল। ঐ প্রমত্ত দানবছরই একরূপী, মহাসত্ত্ব ও যুদ্ধবিশারদ। উহাদের অঙ্গ বজ্রেন্দ্র ন্যায় কঠিন। উহারা পদাতিক হইয়াও গদা-হস্তে দিগ্বিজয় করিতে সমর্থ; অধিক কি, উহারা দুই সহোদরে শুভ-গুণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিলে মৃড়াকেও পরাজয় করিতে পারে। উহাদের সহিত কল্ক-সৈন্যগণের যুদ্ধই অপেক্ষাকৃত ঘোরতর হইয়া উঠিল। অশ্বের হেঘারবে, হস্তীর রংহিত ধনিতে, শরাসনের টঙ্কারে এবং ষোঁদ্ধাদিগের পরস্পর আক্রোষরবে, দস্ত-স্বর্ণের শব্দে ও তলতাড়ন নিনাদে একবারে দশদিক্ পরিপূরিত হইয়া গেল। পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীই ভয়বিহ্বল হইয়া উঠিল; অধিক কি, দেবর্তারাও ভয়োধ্বিগ্ন হইয়া শশব্যস্তে স্নগ্ধামে প্রস্থান করি-
 মেন। ঐ যুদ্ধে পাশ, দণ্ড, খজা, ঞ্চি, শূল, শক্তি, গদা ও বিবিধ বাণেয় দারুণ আঘাতে কোটি কোটি ষোঁদ্ধার হস্ত, পদ ও মস্তক পর্যাস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইল।

সপ্তম অধ্যায়।

ক্রমে ক্রমে ঐ যুদ্ধ অভ্যস্ত ঘোরতর হইয়া উঠিলে ধর্ম ও সত্য-যুগ উভয়েই নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কলির সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন কলি ধর্ম ও সত্যযুগের স্তুরাকরণ শরাঘাতে পরা-
 ভূত হইল এবং গর্দভবাহন পরিত্যাগ করিয়া করাল বদন ব্যাদান পুর্কক রুধিরাক্ত কলেবরে আপন মহিলাধীন ভবনে পলায়ন করিল। তাহার পেচকাখ্য রথ চূর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিল। দস্ত ঞ্চতশরে আহত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে নিতান্ত নিঃসারের ন্যায় নিজ

গৃহে প্রস্থান করিল ; লোভ প্রসাদের গদাঘাতে ভগ্নমস্তক হইয়া
 বিচূর্ণ সারম্ভের রথ পরিত্যাগ পূর্বক রুধিরং বর্শন করিতে করিতে
 প্রতিনিবৃত্ত হইল । ক্রোধ অভয়ের, নিকট পরাজিত হইল এবং
 শূকর-সংযোজিত উগ্ররথ পরিত্যাগ করিয়া কষায়িত নেত্রে প্রাণ-
 ত্যাগ করিল । ভয় স্রুথের তলাঘাতে গতাস্ব হইয়া ধরাশায়ী
 হইল । নিরয় মুদের মুষ্টি প্রহারে নিপীড়িত হইয়া যমভবনে
 গমন করিল । আর আদি ব্যাধি প্রভৃতি সকলেই সত্যযুগের শরা-
 ঘাতে প্রপীড়িত হইয়া স্ব স্ব বাহন পরিত্যাগ পূর্বক ভয়োদ্ভিগ্ন
 চিত্তে নানা দেশে পশ্চান করিল । তাঁহার পর ধর্ম ও সত্যযুগ
 উভয়ে মিলিত হইয়া শরানলে কলিনগর প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন ।
 কলির স্ত্রী ও প্রজাবর্গ সকলেই প্রাণত্যাগ করিল এবং কলি একাকী
 দক্ষশরীরে অভিদীনভাবে রোদন করিতে করিতে অন্যের অজ্ঞাত-
 সারে দেশান্তরে পলায়ন করিল । মহারাজ মরু দিবাস্ত্র প্রভাবে
 শক ও কাশ্যোজগণকে, বীর্যাবান্ দেবাপি দিবাস্ত্র প্রহারে শবর,
 চোল ও বর্করগণকে এবং বিমলমতি বিশাখযুগ, অঁথর খড়্গাঘাতে
 পুলিন্দ ও পুরুস সকলকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন । এইরূপে
 বিপক্ষ-সৈন্যগণ নানাবিধ অস্ত্র প্রহারে একবারে গতাস্ব হইতে
 লাগিল । রণকুশল কল্কি গদাধারণ করিয়া অখিল সৈন্যের
 ভয়াৎপাদন পূর্বক কোক ও বিকোকের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগি-
 লেন । ঐ দুই দানব স্বকাস্ত্রের পুত্র ও শকুনির পৌত্র । উহাদের
 সহিত ভগবান্ কল্কির যুদ্ধ মধুকৈটভ যুদ্ধের ন্যায় বোধ হইতে
 লাগিল । কল্কি উহাদের গদা প্রহারে নিতাস্ত জ্বাহত হইলেন
 এবং তাঁহার গদা হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল । তদর্শনে
 সমস্ত লোক “কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য” বলিয়া উঠিল । তখন জগদ্-

জিষ্ণু মহাবল কল্কি ক্রোধভরে ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিকোকের শিরশ্ছেদন করিলেন ; কিন্তু কোক একবার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করাতে মৃত বিকোক পুনর্জীবিত হইল । ঐ ব্যাপার দর্শনে সমস্ত দেবগণ ও অরাতি-নাশন কল্কিও যার পর নাই বিস্মিত হইলেন । গদাধারী কোক বিকোকের প্রাণ দান করিল দেখিয়া কল্কি এবার সেই কোকের মস্তকচ্ছেদন করিলেন । কিন্তু কোকও সেইরূপ বিকোকের দৃষ্টিপাতে পুনরুৎপন্ন হইল এবং দ্বিতীয় কাল ও মৃত্যুর ন্যায় দুই সহোদরে মিলিত হইয়া খড়্গচর্চ ধারণ পূর্বক রণস্থলে পুনঃপুনঃ কল্কিকে প্রহার করিতে লাগিল । কল্কি ঐ কাগরুপী দানবদ্বয়ের ছিন্নমস্তক পুনঃসংলগ্ন হইল দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধাকুল ও যার পর নাই চিন্তাকুল হইলেন এবং তাহাদের প্রতি বেগে অশ্চালনা করিলেন । তখন কালসদৃশ দুর্জয় দানবেরা অশ্বের সুরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধরক্ত নয়নে উহার প্রতি বিবিধ বাণসর্ষণ করিতে লাগিল । অশ্ব ক্রোধভরে উহাদের বক্ষস্থলে একরূপ দারুণ দংশন করিল যে, উহাদের অস্থি ভগ্ন ও শরাসন হস্তচ্যুত হইয়া পতিত হইল । তখন তাহারা, বালকেরা যেমন গোপুচ্ছাধারিয়া আকর্ষণ করে সেইরূপ সেই অশ্বের পুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল । অশ্ব আপন পুচ্ছধারণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ পদ দ্বারা উহাদের বক্ষস্থলে একরূপ দারুণ প্রহার করিল যে, তাহারা তৎক্ষণাৎ লাজুল পরিত্যাগ পূর্বক মুচ্ছিত হইল ; কিন্তু অবিলম্বেই আবার উৎপিত হইয়া সম্মুখবর্তী কল্কির সহিত সগর্বে কৃথা কহিতে লাগিল । অনন্তর ব্রহ্মা স্বয়ং কল্কির নিকট আগমন করিয়া কৃতাজ্জ্বলপুটে ধীরেধীরে কহিলেন, ভগবন্ ! ইহারা দুইজনেই অস্ত্র বা শস্ত্রের প্রহারে বিনষ্ট হইবার নহে ;

ইহারা পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টিপাতে গুনজীবিত হইয়া থাকে । আমি এইরূপে ইহাদের বিনাশ নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছি যে, ইহারা উভয়েই এককালীন করাঘাতে বিনষ্ট হইবে । ভগবন্ ! এক্ষণে আপনি রহস্য জানিতে পারিলেন ; অতএব একবারে ইহাদের বধসাধন করুন !

তখন কল্কি ব্রহ্মার ঐ কথা শ্রবণমাত্র বাহন ও অস্ত্রশস্ত্র সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধভরে বজ্রসুদৃশ মুষ্টিদ্বারা উহাদের মস্তক ভঙ্গ করিলেন । বাহারা ভূতলস্থ সমস্ত লোককে উৎপীড়ন করিত এবং দেবতারাও যাহাদিগকে ভয় করিতেন সেই দানবদ্বয় এক্ষণে কল্কির মুষ্টিপ্রহারে ভগ্নমস্তক হইয়া ভগ্নশিখর শৈলীর ন্যায় ধরাশায়ী হইল । গন্ধৰ্ব্ব ও অপ্সরোগণ ঐ আশ্চর্য্য দর্শনে নৃত্য গীত, সিন্ধু, চারণ ও মহর্ষিগণ স্তবপাঠ এবং দেবতারা সকলে পরমাহ্লাদে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । স্বর্গে যখন যখন দুন্দুভিক্ষনি হইতে লাগিল এবং দিক্‌সকল একবারে প্রসন্ন হইয়া উঠিল । তখন কবি কোকবিকোকবধে আহ্লাদিত হইয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত দিব্যান্ত্র প্রহারে দশসহস্র অশারোহী মহাবীরের, প্রাক্ত শত সহস্র যোদ্ধার এবং স্রমস্ত্র পঞ্চবিংশতি সহস্র রথীয় প্রাণ সংহার করিলেন । গার্গ্য, ভর্গ্য ও বিশাল প্রভৃতি সকলেও রৌষভরে নিবাদ ও স্নেহগণকে বিনাশ করিলেন । এইরূপে ভগবান্ কল্কি ভূপতিগণের সাহায্যে ঐ সমস্ত বিক্রোহিগণকে বিনাশ করিয়া ভল্লাটনগর জয় করিবার মানসে শয্যাকর্ণদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলেন । ঐ সময়ে বিচ্ছিন্ন বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত কল্কির চারিদিকে চামরবীজন হইতে লাগিল ; বিবিধ ষাদ্যোদ্যম অধরস্ত হইল এবং নানান্ত্র-ভূষিত রথসকলে রথ্যা আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল ।

অষ্টম অধ্যায় ।

নারায়ণ কল্কি সেনাগণে পরিবৃত্ত হইয়া অশ্বারোহণ ও খড়্গ ধারণ পূর্বক ভল্লাটনগরে যাত্রা করিলেন । ভল্লাট নগরের রাজা অতি সুন্দর, দীর্ঘনৈত্র, অসমতেজস্বী, মহামতি, পরম কৃষ্ণপরায়ণ ও অদ্বিতীয় যোগী । তাঁহার নাম শশিধ্বজ । নরপতি শশিধ্বজ জগৎপতি বিষ্ণু আসিয়াছেন শুনিয়া পরমাজ্ঞাদে সৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন । নরপতির ভাৰ্যা সুশাস্তাও অত্যন্ত বিষ্ণু-পরায়ণা ছিলেন । তিনি আপন স্বামীকে কল্কির সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন, নাথ ! জগৎপতি কল্কি সর্বাঙ্গসুধামী, সর্কেশ্বর ও সাক্ষাৎ নারায়ণ ; আপনি তাঁহার কমনীয় শরীরে কিরূপে প্রহ্মার করিবেন ।

শশিধ্বজ কহিলেন, প্রিয়ে ! যুদ্ধ স্থলে গুরু, শিষ্য ও হরির প্রতিবৃৎপ্রহার করা যায় । প্রজাপতি ইহা পরম ধর্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন । দেখ, যদি জীবিত থাকি তাহা হইলে পৃথিবীতে রাজভোগ প্রস্তুত রহিয়াছে ; আর যুদ্ধে প্রাণভাগ করিলে স্বর্গে পরম সুখ ভোগ করিতে পারিব । ফলতঃ যুদ্ধে জয়ই হউক বা হুতুই হউক, কৃত্রিয়দিগের পক্ষে উভয়ই সুখাবহ ।

সুশাস্তা বলিলেন, নাথ ! যাহারা নিত্য কামনার বশীভূত ও বিষয়রসে একবারে উন্মত্ত তাহারাই রাজত্ব ও দেবত্বকে পরম

লাভ বলিয়া বোধ করে ; হরিচরণ-সেবকেরা কখনই ঐরূপ মনে করেন না । • দেখুন, আপনি সেবক ও তিনি ঈশ্বর এবং আপনি নিষ্কাম স্মৃতরাং তিনি অদাতা ; অতএব আপনাদের উভয়ের রণোদ্যোগ কেবল মোহজ্বলিত, সন্দেহ নাই ।

• শশিধ্বজ কহিলেন, প্রিয়ে ! যিনি ঈশ্বর তিনি শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখ ও রাগদ্বेषাদি বিহীন ; তাঁহার দেহধারণ কেবল লীলা মাত্র । যদি সেই ঈশ্বরের সহিত তাঁহার সেবকের কলহ হয় তাহাও তাঁহার সেবাস্বরূপ । ঈশ্বর যখন লীলাদেহ ধারণ করেন তখন সেই লীলাদেহে সমস্ত দৈহিক গুণেরও উদ্ভাবন করিয়া থাকেন ; বস্তুতঃ তাহা মায়া মাত্র । আর যে সমস্ত জীবদেহ দেখিতেছে সেই সকলই মায়া দেহ এবং সমস্ত বিষয়ও মায়াস্বরূপ । ঈশ্বর যখন শরীর ধারণ করেন তখনই লোকে তাঁহাকে শরীরী বলে । জন্ম ও মরণ কেবল তাঁহার মায়া হইতেই হইতেছে ; বস্তুতঃ তিনি পরব্রহ্ম স্বরূপ । তিনি আপন সেবককে আত্ম হইতে অভিন্ন ভাবিয়া থাকেন স্মৃতরাং সেই বিষ্ণুর সহিত যে সেব্যসেবকতা ভাব তাহাও মায়ামাত্র । কার্যকারণরূপী সেই ঈশ্বরের মায়া হইতেই সাধুদিগের ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে । অতএব প্রিয়ে ! আমি সৈন্যসামন্ত লইয়া কল্কির সহিত যুদ্ধ করিতে চললাম ; তুমি অদ্য সেই ভগবান্ কল্কির পূজা কর ।

সুশাস্তা কহিলেন, নাথ ! আমি আপনার কথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম । আপনার মন যথার্থই বিষ্ণুসেবা-তৎপর, কি ইহকালে কি পরকালে, বিষ্ণুভিন্ন কুত্রাপি সদগতিলাভের উপায় নাই ।

সুশাস্তা এই কথা বলিয়া স্বাগীচরণে প্রণাম করিলেন । শশিধ্বজ সুশাস্তার ঐ প্রকার মধুর বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সাক্ষ-

নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন । পরে আপনাকে বিষ্ণুর পরম ভক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার রূপ স্মরণ ও নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে বিষ্ণু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলেন । তাহার পর তিনি উদ্যতান্ত্র শব্যাকর্ণাদিগকে লইয়া কল্কি-সেনা একবারে প্রস্রাবিত করিতে লাগিলেন । শশিধ্বজের পুত্র সূর্য্যাকেতু পরম বৈষ্ণব, মহাবল পরাক্রান্ত ও ধর্ম্মধারীদিগের অগ্রগণ্য । তিনি নরপতি মরুর সহিত এবং তাঁহার অনুজ কোকিল-কণ্ঠ পরম সুন্দর পদাযুদ্ধ-কুশল রহৎকেতু দেবাপির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । আর নরপতি বিশাখযুপ শশিধ্বজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । এদিকে প্রবলপ্রতাপি লঘুহস্ত ধর্ম্মধারী রুচিরাশ্ব রজস্যানের সহিত এবং তর্গ্য শনস্তের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । যোদ্ধাদিগের মধ্যে কেহ শূল, কেহ প্রাস, কেহ গদা, কেহ শক্তি, কেহ ঝন্ডি, কেহ তোমর, কেহ খড়্গ, হে ভূষণী, কেহ বা কুস্ত ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল । ধ্বজ, পতাকা, ছত্র ও চামরে রণস্থল পরমশোভিত হইল এবং উজ্জ্বল ধূলিপটলে গগন-তল একবারে অন্ধকারময় হইয়া উঠিল । সমস্ত দেবগণ যুদ্ধ দেখিবার জন্য গগনতলে উপস্থিত হইলেন । সুগায়ক গন্ধর্ব্বগণ ও অন্যান্য সমস্ত লোকেই ঐ যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিল । শঙ্খচন্দ্রভির ধনি, ইস্তীর বংশিত, অশ্বের ছেঁবা এবং যোদ্ধাদিগের আক্ষেপ ও উৎক্রোধ শব্দে অন্যান্য সমস্ত লোক একবারে মুকের ন্যায় হইয়া রহিল । রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, পজারোহী গজারোহীর সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । সুরাসুর যুদ্ধের ন্যায় ঐ ভয়ানক সংগ্রামে কেবল যমরাজ্যই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল । কল্কির

সেনাপতিগণ শশিধ্বজের সেনাপতিগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ কেহ ত্রিশবাহু, কেহ ছিন্নপদ, কেহ বা ছিন্নকঙ্কর হইয়া পতিত হইল। কেহ পলায়ন, কেহ বা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। 'ঐ যুদ্ধে রোটি কোটি বীর ধরাশায়ী হইল'। উপর্যুপরি পতিত সৈন্যগণ গজ, অশ্ব ও রথের অবমর্দনে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। হত ও আহত সৈন্যগণের শরীর হইতে এত রুধির নির্গত হইল যে, উহাতে সদ্যই রুধিরনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। উকীষ সকল, ঐ নদীর হংস, হস্তী সকল তটভূমি, রথ সকল প্লাব, কর ও উরু সকল মীন এবং অসি সকল উহার কাঞ্চন-খালুকা। সাক্ষাৎ কালের ন্যায় ছুরাধর্ম মহাবল সূর্য্যাকেতু রণস্থলে বাণ বর্ষণ করিয়া মরুকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহারাজ মরু দশ বাণদ্বারা সূর্য্যাকেতুর শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন। সূর্য্যাকেতু নিতান্ত আহত হইয়া ক্রোধভরে গদা দ্বারা মরুর অশ্বগণকে আহত ও রথ চূর্ণ করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। মরু গদাঘাতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার সারথি তাঁহাকে অন্য রথে আরোপণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেল। মহাশূর রুহৎকেতু নীহারাক্ষুর রবির ন্যায় দেবাপিকে শরাচ্ছন্ন করিয়া ধূসর করিলেন। দেবাপি ঐ সমস্ত শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া কঙ্কপত্রবিশিষ্ট শিলাশাণিত শরবর্ষণে রুহৎকেতুকে অত্যন্ত প্রহার করিলেন। রুহৎকেতু ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক গুপ্তপত্র-বিশিষ্ট স্বর্ণপুঙ্খ শিতধার শরসমূহ দ্বারা দেবাপি ও তাঁহার সৈন্যগণকে দারুণ আঘাত করিলেন। তখন দেবাপি শাণিত সায়কদ্বারা রুহৎকেতুর দিব্য শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন। মহাশূর রুহৎকেতু ধনুর্বিহীন হইয়া, খড়্গ

ধারণপূর্বক দেবাপির সারথি ও অশ্বের প্রতি আশ্রয় করিলেন । তখন দেবাপি শঙ্কাসন পরিত্যাগ পূর্বক তলাঘাতে, বৃহৎকেতুকে প্রহার করিলেন এবং আপন ভ্রুজাস্তরে আনয়ন করিয়া নির্দয়রূপে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে সূর্য্যাকেতু বোড়শবর্ষব্যস্ত অর্ভুজ সহোদরকে নিষ্পেষিত করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে দেবাপির মস্তকে দারুণ মুষ্টিঘাত করিলেন । দেবাপি বক্রতুল্য দারুণ মুষ্টিঘাতে মুচ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন এবং এই অবসরে বিপক্ষপক্ষ ঐ মুচ্ছিত শত্রুর সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল ।

ঐ সময়ে নরপতি শশিধ্বজ দেখিলেন, অসুজনরন, পীতাম্বর-ধারী শ্যামকলেবর জগদাধার কল্কি সূর্য্যসদৃশ প্রভা বিস্তার করিয়া সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন । মহাত্মজ কল্কির মস্তকে মনোহর কিরীট শোভা পাইতেছে । তাঁহার শরীরভূষণ মণিগণের উজ্জ্বল কিরণে লোকের নয়নের ও মনের তমোদূর হইতেছে । বিশাখবৃন্দাদি মরপতিগণ তাঁহার চারিদিকে দণ্ডায়মান আছেন এবং ধর্ম ও সত্যযুগ তাঁহার পূজা করিতেছেন ।

নবম অধ্যায় ।

লোকে ষাঁহাকে ধ্যানযোগে মনেমনেই দর্শন করিয়া থাকে সেই পরমাত্মা স্বয়ং জগতের 'পাপতাপ বিনাশের নিমিত্ত অবতীর্ণ ও নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া' অস্বারোহণ ও খড়্গশাসন ধারণপূর্বক সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া মরপতি শশিধ্বজ হৃষ্টাস্তঃকরণে

তঁাহাকে বলিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! আইস আইস ; তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ কর, নতুবা আমার বাণভয়ে আমারই তমোময় হৃদয় মধ্যে প্রবেশ কর । এই দৈবরথ যুদ্ধে লোকে নিষ্ঠুরের সঞ্জনস্থ, অদ্বৈতের অন্তভাড়ন এবং নিষ্কাম পরমাত্মার সৈন্য-সমভিব্যাহারে জয়োদ্যোগ অবলোকন করুক । যদি আপনি বাস্তবিক আমাকে শত্রু বিবেচনা করিয়া প্রহার করেন তাহা হইলেও আমি এই যুদ্ধে আপনার হস্তে বিনষ্ট হইয়া শিবলোক অথবা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই ।

ভগবান্ কল্কি শশিধ্বজের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বাহ্য ক্রোধ প্রকাশসূচক তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন । শশিধ্বজ আপন অন্তদ্বারা ঐ বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া অচলের উপর বারিবর্ষণের ন্যায় কল্কির উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন । ভগবান্ কল্কি শরাঘাতে আহত হইয়া দ্বিগুণতর কোপ প্রকাশ করিলেন । পরে উভয়ের দিব্যাস্ত্র সঙ্কানে ক্রমেক্রমে ঐ সংগ্রাম অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল । ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র, পার্শ্বতাস্ত্র দ্বারা বায়বাস্ত্র, পার্শ্বন্যাস্ত্র দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র এবং গারুড়াস্ত্র দ্বারা পদ্মগাস্ত্র নিবারিত হইতে লাগিল । এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে শর-কিনপীড়িত করিতে লাগিলেন । সমস্ত লোকশীলের সহিত সমস্ত লোক নিতান্ত ভীত হইয়া যুগান্তকালের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল । গগনস্থ দেবগণ বাণাগ্নিভয়ে পলায়ন করিলেন । উভয়েই এইরূপ বিকল সংগ্রামে সমুদ্রাত হইয়া পরিশেষে অস্ত্র পরি-
ত্যাগ পূর্বক বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । পরস্পর পরস্পরকে পদা-
ঘাত, তলাঘাত ও যুষ্ঠাঘাত করিতে লাগিলেন । উভয়েই যুদ্ধকুশল,
নুতরাং উভয়েই ঐ যুদ্ধে পরমপরিভুষ্ট হইলেন । তখন কল্কি

শশিধ্বজকে ঐরূপ এক দারুণ তলাঘাত করিলেন যে, তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমুখিত হইয়া কল্কিকে সবলে দুই মুষ্টিাঘাত করিলেন । কল্কি ঐ মুষ্টিাঘাতে মুচ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন । ধর্ম ও সত্যযুগ জগদীশ্বরকে মুচ্ছিত অবলোকন করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইলেন । এই অবসরে নরপতি শশিধ্বজ উহাদের দুই জনকে দুই কক্ষে এবং কল্কিকে বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্বক সিদ্ধম্নোরথ হইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন । যাইতে যাইতে দেখিলেন, দুই দুর্জয় পুত্র অন্যান্য নৃপ-গণের সঙ্কিত যুদ্ধ করিতেছে । নরপতি শশিধ্বজ রণবিজিত সুর-রাজ-পতিকে বক্ষঃস্থলে এবং ধর্ম ও সত্যযুগকে উভয় কক্ষে ধারণ পূর্বক গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন, সুশাস্তা অন্যান্য বৈষ্ণবীগণে পরিহৃত হইয়া হরিগুণ গান করিতেছেন । রাজা ভার্যার সেই প্রফুল্ল বদন অবলোকন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে ! এই ভগবান্ কল্কি দেবগণের বিনয়বাক্যে শম্ভলে জন্মগ্রহণ করিয়া অখিল বিদ্যালাত, দারপরিগ্রহ এবং স্লেচ্ছ ও পাষণ্ডগণকে বিনাশ করিয়াছেন । এক্ষণে ইনি মুচ্ছাচ্ছলে আমার হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া তোমার হরিসেবা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন । কান্তে ! এই দেখ, আমার উভয় কক্ষে ধর্ম ও সত্যযুগ অবস্থান করিতেছেন । এখন তুমি ইহাদের যথোচিত অর্চনা কর । সুশাস্তা নরপতির ঐ কথা শ্রবণমাত্র আত্মাদিত্যচিন্তে হরি, সত্য-যুগ, ধর্ম ও আপন স্বামীকে প্রণাম করিলেন এবং হরিগুণ-গানে উন্নতা হইয়া লক্ষা পরিত্যাগপূর্বক সখীদিগের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন ।

দশম অধ্যায় ।

সুশাস্ত্র কহিলেন, হে হরে ! আপনি নিজ মোহ পরিত্যাগ করিয়া সাধুজন-পূজিত সুরপতি-সেবিত ঐ চরণ-কমল আমার সম্মুখে স্থাপন করুন । সাধুজনের মানস-মধ্যস্থিত ঐ মনোহর রূপে জগতের সমস্ত রূপই বিরাজিত আছে । সাক্ষাৎ রতিপতিও ঐ রূপ দর্শন করিয়া বিমোহিত হইল । হে প্রভো ! এক্ষণে দুর্দম কাম বিনষ্ট করুন । আপনার যশোগান করিলে পার্থিব সমস্ত শোক বিদূরিত হয় এবং আপনার অমৃতময় নাম উচ্চারণ করিলে অপার আনন্দোদয় হইয়া থাকে । হে বিভো ! এক্ষণে সমস্ত লোক হাস্যসুধাপূর্ণ ঐ চন্দ্র-মুখ দর্শন করিয়া মজললাভ করুক । হে কমলানাথ ! আমার স্বামী অভ্যস্ত দুর্জয় ; যদি ইনি আপনার কোন অপরিচালিত পূর্বক শক্রতাচরণ করিয়া থাকেন, তবে এক্ষণে ইহাকে বিনাশ করুন, নতুবা কৃপা বিতরণে চরিতার্থ করুন * হে ভগবন্ ! প্রকৃতি আপনার জায়ান্বরূপ । সেই প্রকৃতি হইতেই মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ-তন্মাত্রের আবির্ভাব হয় এবং তাহা হইতেই সমস্ত রূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে । আপনার লীলাদৃষ্টিতেই এই ব্রহ্মকল্পিত সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতে পারে । আপনার ত্রিগুণা মায়ার প্রভাবেই, ক্রিতি, অপ, হতেজ, মরুৎ ও আকাশপ্রভৃতি পঞ্চভূত এই সমস্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ হে বিভো ! বাহারা সেই শরীরদ্বারা আপনার সেবা করিয়া থাকে তাহাদের

প্রতি রূপা করুন । যাঁহারা আপনার সর্বগুণালয় পাপনাশন পবিত্র নাম কীর্তন করেন তাঁহাদিগকে পুনঃপুন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া শোকতাপ অমৃতভব ও ভববন্দ্রণার ভয় করিতে হয় না । ধর্ম-সাধন, সত্যযুগস্থাপন, দেবপালন, সাধুজন-মানবর্জন, পায়গুদলন ও কলিনাশনের নিমিত্তই আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; অতএব তে বিভো ! এক্ষণে আমার মঙ্গলবিধান করুন । আমার এই গৃহ সর্বদাই পতি, পুত্র ও পৌত্রগুণে পরিবেষ্টিত ; গজ, বৃথ, ধূজ ও চূামরে পরিশোভিত এবং মণিময় আসনে সুশোভিত হইলেও আপনার পদকমল-পরিচর্যা ভিন্ন ইহা কিছুতেই শোভা পায় না ।

ভগবান্ কল্কি সূশাস্তার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া যুদ্ধবীঘের নাগ রণশয্যা হইতে গাজোত্থান করিলেন এবং আপন সম্মুখে সূশাস্তা, বামে সত্যযুগ, দক্ষিণে ধর্ম ও পশ্চাতে শশিধ্বজকে অবলোকন করিয়া লঙ্কিতের ন্যায় প্রথমে সূশাস্তাকে বলিলেন, অগ্নি কমললোচনে ! তুমি কে ? আর কি নিমিত্তই বা আমার সেবা করিতে উদ্যত হইয়াছ ? মহাশূর শশিধ্বজ আমার পশ্চাতে রহিয়াছেন কেন ? হে ধর্ম ! হে কৃত ! আমরা রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া কিল্পপে শত্রুর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলাম । এই শত্রু-কাঙ্গিনীগণ আমাকে শত্রু জানিয়াও পরমাছাফে আমার সেবা করিতেছে কেন ? যদি আমি মুচ্ছিতই হইয়াছিলাম তবে শূরবর শশিধ্বজ আমাকে বিনাশ করেন নাই কেন ?

সূশাস্তা কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ ; পাতাল, ধঁরাতল ও সুরপুরের মধ্যস্থিত নর, নাগ, অর ও অসুরগণের মধ্যে কে আপনার সেবা না করিয়া থাকে ? আর যাঁহার ভক্তের দর্শনেই জগতের সমস্ত লোক শত্রুতাব পরিত্যাগ করে তাঁহার আবার

শক্র কোথায় ? যদি আমার স্বামী মন্ত্রভাবে আপনার সহিত সংগ্রাম করিতেন, তাহা হইলে কি তিনি আপনাকে নিজ ভবনে আনিতে পারিতেন ? আমার স্বামী আপনার দাস এবং আমি আপনার দাসী, সেই জন্য আপনি স্বয়ংই আমাদিগকে অহুগ্রহ করিতে আসিয়াছেন ।

ধর্ম্য কহিলেন, হে কলিনাশন ! আজ আমি ইহাদের মুখে ভক্তির সহিত আপনার নামানুকীর্্তন শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম ।

সত্যযুগ কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার এই দাসের দর্শনে জানিলাম যে, অদ্যাপি আমি জীবিত আছি । অধিক কি, এই অগৎপূজ্য ভক্তের প্রভাবে অদ্য আপনারও যথার্থ ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হইল ।

পরিশেষে শশিধ্বজ বলিলেন, বিভো ! আপনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা । আমি কামাদির বশীভূত হইয়া আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ পূর্বক নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি ; অতএব আমার দণ্ডবিধান করুন ।

ভগবান্ কল্ক তাঁহাদিগের ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে রাজাকে বলিলেন, মহারাজ ! তুমিই অগম্যকে যথার্থ জয় করিয়াছ ।

অনন্তর নরপতি শশিধ্বজ রণস্থল হইতে দুই পুত্রকে আনয়ন করিয়া স্বশাস্ত্র অতিপ্রায়াদ্বারা আপন কন্যা রমাকে কল্কের করে সমর্পণ করিলেন । পরে শশিধ্বজের আস্থানে মহারাজ মরু, দেবাপি, বিশাখরূপ ও রুচিরামপ্রভৃতি নরপতিগণ রণস্থল হইতে আসিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন । ক্রমেক্রমে অন্যান্য সমস্ত

নরপতিগণ কল্কির সহিত রমার বিবাহে, ও সব দেশিবার জন্য বলবাহন-সমভিব্যাহারে, হুতাশ্রুতঃকরণে তথায় উপস্থিত হইলেন। অসংখ্য সৈন্যগণের পাদ-বিক্ষেপে পুরী অবমর্দিত, গজ, অশ্ব ও রথের ভারে প্রকম্পিত এবং বিচিত্র ধ্বংসভাষায় পরিশোভিত হইয়া উঠিল। পরে শূদ্র, তেরী ও মৃদঙ্গের স্রমধুর ধনি, পুরস্ত্রী-দিগের মঙ্গলধনি এবং নৃত্যগীতের সহিত এই সুখাবহ বিবাহ সম্পন্ন হইল। তাহার পর নরপতিগণ নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্রত্ৰিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি চারিবিধই নানাতরুণে বিভূষিত হইয়া কল্কিকে দেখিবার নিমিত্ত সভাস্থলে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। এই সভার মধ্যস্থলে ক্যাললোচন কল্কি সমস্ত লোককে বিমোহিত করিয়া তারাগণের মধ্যস্থিত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন নরপতি শশিধ্বজ, পদ্মপলাশলোচন সাক্ষাৎ রমাপতি কল্কি জামাতারূপে সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া পরমভক্তি-সহকারে আপনি তথায় উপবেশন করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

সুত কহিলেন, পরে সভামধ্যস্থিত সমস্ত নরপতিগণ পরম বিষ্ণু-পরায়ণ ভক্তিপূর্ণ রাজা শশিধ্বজকে এবং সত্যধর্মযুতা স্রশান্তাকে সর্ষোধন করিয়া বলিলেন, আপনিরা সাক্ষাৎ নারায়ণ কল্কির স্বশুর ও স্বভ্রাতা হইলেন। এই সভামধ্যে আমরা যে সমস্ত নরপতি

ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ উপস্থিত আছি, আমরা সকলেই আপনাদের হরিভক্তি দর্শনে বিস্ময়গাপন্ন হইলাম । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনারা পরমাত্মার প্রতি এইরূপ ভক্তি কোথায় পাইয়াছেন ? ইহা কি কাহারও নিকট শিক্ষা করিয়াছেন ? কিম্বা স্বভাবতই এইরূপ ভক্ত্যুদয় হইয়াছে ? হে রাজন্ ! আপনার মুখে ত্রিলোকপাবনী, সংসারনাশিনী ভাগবতী বানী শ্রবণ করিতে আমাদের অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে ।

শশিধ্বজ কহিলেন, হে অতুলপ্রভাব নরপতিগণ ! হরিভক্তি-প্রভাবে আমার স্মৃতিলোপ হয় নাই ; অতএব আমাদের এই স্ত্রীপুরুষের জন্মকর্ম-বিম্বয়ক সমস্ত ইতিবৃত্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্বকালে মহেশ্বরের অস্ত্রে আমি পুত্রি-মাংসাশী এক গৃধু ছিলাম এবং আমার প্রিয়া সুরশাস্তা গৃধী ছিলেন । আমরা এক বনস্পতির উপর বাসস্থান নির্মাণ করিয়া থাকিতাম এবং ইচ্ছা হইলে অন্যান্য বন ও উপবনাদিতেও বিচরণ করিতাম । মৃত প্রাণিগণের পুত্রি ও মাংসেতেই আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত । একদা এক নিষ্ঠুর ব্যাধ আমাদিগকে দেখিবামাত্র লোভপরতন্ত্র হইয়া ঐ স্থানে জাল বিস্তার করিল এবং আপন গৃহপালিত একটা গৃধু তথায় ছাড়িয়া দিল । ঐ সময়ে আমরা অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়াছিলাম, সুরশাস্তা ঐ গৃধুকে তথায় বিচরণ করিতে দেখিয়া মাংসলোভে ও অসন্দিগ্ধচিত্তে পতিত হইয়া স্ত্রীপুরুষেই জালবদ্ধ হইলাম । লুক্কক আমাদিগকে বদ্ধ দেখিয়া পরমাচ্ছাদে তথায় আগমন পূর্বক স্কন্ধে তুলিয়া লইল । আমরা চঞ্চুর অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলাম ; তথাপি আমাদিগকে লইয়া গণ্ডকীতীরে গমন করিল এবং তত্রস্থ শিলার উপর আমাদের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল । গণ্ডকীতীরে

শালগ্রাম-শিলায় উপর মৃত্যু হওয়াতে আমরা তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজ
হইয়া জ্যোতির্ষয় হিমায়ে আরোহণপূর্বক সর্বলোক-পূজিত বৈকুণ্ঠ-
ধামে গমন করিলাম। তথায় এক শত যুগ অতিবাহিত করিয়া
ব্রহ্মলোকে আগমনপূর্বক পঞ্চশত যুগ অধস্থান করিলাম। তাহার
পর দেবলোকে চারিশত যুগ বাস করিয়া এক্ষণে আবার পৃথিবীতে
সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি। গণ্ডকীতীরে মৃত্যু হওয়াতেই আমার
জাতিস্মরণ লাভ হইয়াছে ; সেই-ঈশ্বর হরির অমুগ্ৰহস্বরূপ সেই
শালগ্রাম-শিলাশ্রম আমার স্মরণ হইতেছে। গণ্ডকীর মাহাত্ম্যের কথা
কি বলিব, উহার জলস্পর্শেরও অতি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য। হে নরপতি-
গণ ! শালগ্রাম-শিলাস্পর্শে মৃত্যু হইলে যদি এইরূপ ফলোদয় হয়,
তবে না জানি, বাসুদেবের সেবা করিলে কি ফললাভ হইতে পারে !
এই ঈশ্বরই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াও হরিপূজায় একবারে
উন্নত হইয়া যাই এবং আনন্দে নৃত্যগীত করিয়া পরিশেষে বিলুপ্ত
হইতে থাকি। নারায়ণ কল্কি কলিকয় করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ
হইবেন, এক্ষণ পূর্বেই আমি ব্রহ্মার মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম।

নরপতি শশিধ্বজ সভাগণে এই রূপ আত্মপরিচয় প্রদান
করিয়া পারমভক্তি-সহকারে পূর্ণব্রহ্ম কল্কিকে দশ সহস্র হস্তী,
এক লক্ষ অশ্ব, ছয় সহস্র রথ, ছয় শত যুবতী দাসী ও অন্যান্য
বহুবিধ মহামূল্য রত্ন সকল প্রদানপূর্বক আপনাকে এবং আপন
বন্ধুবান্ধবকে কৃতার্থ বিবেচনা করিলেন। সমস্ত সভাসদগণ শশি-
ধ্বজের পূর্বস্বত্ত্বান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং
মনেমনে তাঁহাকেই পূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পরে নরপতি-
গণ কল্কির স্থান ও স্তব করিয়া পুনর্ব্বার শশিধ্বজকে ভক্তি ও
ভক্তের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

নরপত্তিগণ কহিলেন, রাজন্ ! ভক্তি কাহাকে বলে, কিরূপ লোককে ভগবানের যথার্থ ভক্ত বলা যায়, এবং ভক্ত ব্যক্তি কি কার্য করেন, কি ভোজন করেন, কোথায় বাস করেন ও কোন্ বিষয় আলাপ করেন, এই সমস্ত আমাদের নিকট বর্ণন করুন । লোকপাবনের নিমিত্তই ভগবান্ কৃষ্ণ আপনাকে জাতিস্মরণ করিয়াছেন ; অতএব আপনার অবদিত কিছুই নাই ।

নরপত্তি শশিধ্বজ তাঁহাদের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লবদনে তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান ও আগস্ত্রণপূর্বক বলিলেন, আপনারা এক্ষণে আগাকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্বে মহর্ষি-সংকুল ব্রহ্মসভায় মহাত্মা সনক নারদকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ঐ সময়ে আমি তথায় উপবেশন করিয়া তাঁহাদের অনুরোধে যৈ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম সেই সকল পবিত্র কথা আপনাদের নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন । সনক বলিছেন, দেবর্ষে ! যাহা দ্বারা সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় সেই সর্বলোকপাবনী হরিভক্তি কিরূপ, আপান তাহা বর্ণন করুন, অগম্য অবস্থিত হইয়াছি ।

নারদ কহিলেন, লোকযাত্রা-বিশারদ ব্যক্তি প্রথমে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করিয়া একাগ্রচিত্তে গুরুকে আত্মদেহ অর্পণ করিবেন । কারণ গুরু প্রসন্ন হইলে ভগবান্ হরি স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া থাকেন । পরে তাঁহার নিদেশানুসারে অনন্যচিত্তে প্রণব ও স্বাহার মধ্যস্থিত (ম) বর্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুকে স্মরণ করিবেন । তাহার পর পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয় ও বসনভূষণ দ্বারা বাসুদেবের পূজা করিয়া একাগ্রচিত্তে হৃৎপদ্মে তাঁহার সর্বাঙ্গসুন্দর মনোহর পাদপদ্ম চিন্তা করিবেন । এইরূপ ধ্যান করিয়া একান্তভাবে হরিপাদ-

পাশ্বে বাবা, 'মন ও বুক্ষীশ্রিয়গণের সহিত আত্মসমর্পণ করিবেন । যে সকল দেবতা এবং দেবতাদের অঙ্গ ও নাম তোমাদের বিদিত আছে সে সমুদায়ই বিষ্ণুর অঙ্গ ও নাম ; তদ্ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই । ভক্ত এইরূপ মনে করিবেন ; কৃষ্ণ দেবা, আমি সেবক ; তদ্ভিন্ন সমস্ত তাঁহারই আত্মমূর্তি । লোকে অবিদ্যা-প্রভা-বেই অজ্ঞানবশত সকল বস্তুর কার্য্য-কারণতা স্বীকার করে । বস্তুতঃ কেবল ভক্তের সহিত সেব্যসেবকতা-ভাবে তাঁহার দৈবত আছে, নতুবা অন্য কোথাও তাঁহার মূর্তিভিন্ন আর কিছুই নাই । যিনি প্রকৃত ভক্ত তিনি কেবল তাঁহার রূপ স্মরণ, তাঁহার নাম গান ও তাঁহার কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন । ভক্ত ঐরূপ করিতে করিতে অলৌকিক সুখ অনুভব করেন এবং পরিশেষে আনন্দে উন্নত হইয়া কখন নৃত্য, কখন চীৎকার ও কখন হাস্য করিতে থাকেন, আবার কখন ধাবিত কখন বা বিলুপ্ত হন । ফলতঃ তখন তিনি একবারে আত্মবিস্মৃত ও তন্মনস্ক হইয়া আর কিছুই অনুভব করিতে পারেন না । ভগবানের প্রতি অকপট ভক্তি এই প্রকার । ঐ ভক্তি সুর, অসুর ও মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত লোককে পবিত্র করিয়া থাকে । ঐ ভক্তিই নিত্যপ্রকৃতি ; ঐ ভক্তি হইতেই ব্রহ্মস্বপত্তি লাভ করা যায় ; ঐ ভক্তি শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মস্বরূপিণী এবং ঐ ভক্তি বেদাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । সত্বগুণ-প্রভাবেই লোকে হরিভক্ত হন এবং রজোগুণ-প্রভাবে, ইন্দ্রিয়লালস ও তমোগুণ-প্রভাবে ভেদদর্শী ও নীচপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে । ভক্ত সত্বগুণ-প্রভাবে নিগুণতা লাভ করেন ; আর লোকে রজোগুণ-প্রভাবে বিষয়স্পৃহা এবং তমোগুণ-প্রভবে ঘোর নৈরক প্রাপ্ত হয় । ভক্ত ব্যক্তি পথা ও পবিত্র বস্তু বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবেন ; ঐ

নিবেদিত বস্তু উচ্ছ্রিত অথবা অবশিষ্ট হইলেও ঘৃণা করিবেন না ; ইহাকেই সর্ষদ্বক ভোজন কহে । যাহাতে ইন্দ্রিয় পরিভূষণ হয় এবং যাহাতে শুক্র, শোণিত, আয়ু ও জ্বরোগ্য পরিবর্দ্ধিত হয় ঐরূপ দ্রব্য ভোজন করাকে রাজস ভোজন কহে । আর কটু, অম্ল, উষ্ণ ও পুতিপর্যুষিত দ্রব্য আহার করাকেই তামস ভোজন বলে । সাত্বিক লোক বনে বাস করিয়া থাকেন, রাজসিক লোক গ্রামে বাস করেন, আর দ্যুত ও মদ্যাদির বাসস্থানই তামসিক লোকের বাস-ভূমি । সেবক ব্যক্তি কিছুই কামনা করেন না সূতরাং হরিও কিছুই প্রদান করেন না, তথাপি উভয়ের অবিচল প্রীতি জন্মে । মহাত্মা সনক পরম ভক্তির সহিত ঐরূপ বিষ্ণুগুণ শ্রবণপূর্বক সর্ষদ্বয়ে দেবর্ষির যথোচিত পূজা করিয়া পবিত্রান্তঃকরণে ইন্দ্রভবনে প্রস্থান করিলেন ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

শশিধ্বজ কহিলেন, নরপতিগণ ! এই আমি পবিত্রকর্মা ভক্ত ও ভক্তির বিষয় তোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম । এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে, বলুন ।

নরপতিগণ কহিলেন, রাজন্ ! আপনি ঠৈবস্ববশ্রেষ্ঠ ও সর্ষপ্রাণীর হিতনিরত । তবামৃশ সাধুলোকেরা প্রাণ, বুদ্ধি, ধন ও বাক্য দ্বারা সর্ষদা বিষয়মত্ত জীবগণের হিতসাধন করিয়া থাকেন । তবে ঐরূপ হিংসামূলক যুদ্ধকার্যে আপনার অভিলাষ হয় কেন ?

শশিধ্বজ কহিলেন, কামরূপিণী প্রকৃতি হইতেই সমস্ত কার্য-
 কারণভাব, অখিল জগৎও ত্রিগুণ বেদ সকল উৎপন্ন হয় । ঐ বেদ
 'হইতেই বিষয়-নিরত লোকদিগের ধর্মসাধন, অধর্মনাশ ও ভক্তি-
 প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । বাৎস্যায়নাদি মুনিগণ ও বেদপারগ, চতুর্দশ
 মনু ঐ বেদ-বাক্যানুসারেই ঈশ্বরের বলি বহন করিয়া থাকেন ।
 আমিও সেই বেদের আদেশানুসারেই ধর্ম ও কর্মের অমুষ্ঠান-
 পূর্বক রণপ্রিয় হইয়াছি । আমি ঐ বেদের শাসনানুসারেই হিংসা-
 পুরায়ণ ব্যক্তির হিংসা করিয়া থাকি । সর্ববেদপারগ ভগবান্
 বেদব্যাস বলিয়াছেন, অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাতক জন্মে,
 বধ্য ব্যক্তিকে রক্ষা করিলেও সেই পাতক জন্মে এবং ঐ দারুণ
 পাতকের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই । এই নিগন্তই আমি যুদ্ধস্থলে
 তোমাদের দুর্জয় সৈন্যদল বিনাশ করিয়া ধর্ম, কৃত ও কল্কিকে
 আনয়ন করিয়াছি । আমার মতে ইহাকেই প্রকৃত ভক্তিমার্গ বলে ।
 এ বিষয়ে আপনাদের অভিপ্রায় কি ? আমি বেদ-বাক্যানুসারে
 আরও বলিতেছি, শ্রবণ করুন । দেখুন, যদি সর্বত্রই বিষ্ণুময়, তবে
 কে কাহাকে বিনাশ করে আর কেই বা বিনষ্ট হয় । বিষ্ণুই বিনাশ-
 কর্ত্তা এবং বিষ্ণুই বিনষ্ট ; সুতরাং আর কাহারও বিনাশ
 রহিল না । সমস্ত মুনিগণ ও চতুর্দশ মনু বলিয়া থাকেন এবং
 বেদেও এইরূপ লিখিত আছে, যুদ্ধ অথবা যজ্ঞস্থলে প্রাণিহিংসা,
 হিংসাই নহে । অতএব আমি বজ্র ও যুদ্ধদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর
 ভজনাই করিয়া থাকি । যে ব্যক্তি এই ভাগবতী মায়া আশ্রয়
 করিয়া সেব্যসেৱক-ভাবে বিধিপূর্বক যাগযজ্ঞের অমুষ্ঠান করেন
 তিনিই স্মৃধী হইতে পারেন ; অন্যথা স্মৃথের সম্ভাবনা নাই ।

নরপত্তিগণ কহিলেন, রাজন্ ! যিনি গুরুশাপে প্রাণভাগ

করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ নিমির অতুল ঐশ্বর্য্য-সত্ত্বেও শরীরে বিরাগ জন্মিয়াছিল । আবার শিষ্য-শাপ বশত মৃত মহামুনি বশিষ্ঠ শরীর ধারণ করেন । এইরূপ ঐশ্বর্য্যশালীর দেহবিরাগ ও মুক্ত-মুনিগণেরও দেহানুরাগ স্তূনিতো পাওয়া যায় ; অতএব ভগবৎ-মায়া জিতেদ্রিয় ব্যক্তিদিগেরও নিতান্ত দুর্বোধ্য । ঐ মায়া নানা প্রকারে ইন্দ্রজালের ন্যায় সংসারী লোককে বিমোহিত করিয়া থাকে ।

নরপতি শশিধ্বজ তাঁহাদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তি-মার্গানুসারিণী বুদ্ধি অনুসারে বলিলেন, বহুজন্ম তীর্থাদি ভ্রমণ করিতে করিতে দৈববশত সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং ঐ সাধুসঙ্গ হইতেই ঐশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় । তাহার পর লোকে ঐশ্বরের সাদলোক্য লাভ করিয়া সানন্দচিত্তে ভোগবাসনা পরিভ্যাগ পূর্বক ভক্তরূপে সংসারে অবস্থান করে এবং প্রথমে রজোগুণ-বিশিষ্ট ও কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর হইয়া পরে কেবল হরিপূজা, হরিনাম কীর্ত্তন ও হরিরূপ স্মরণেই উৎসুক হইয়া থাকে । ঐরূপ ব্যক্তি অবতারের অনুগামী হইয়া পরম, ব্রত ও মহোৎসবদির অনুষ্ঠান করেন এবং সর্বদা হরিপূজাতেই অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন । এই জন্যই ঐরূপ লোকেরা মুক্তিফল দর্শন করিয়াও মুক্তি ইচ্ছা করেন না এবং হরিভক্তি প্রকাশের জন্য জন্মলাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু সারাসার জানিতে পারিয়া সেব্যসেবকভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনি সাক্ষাৎ হবিস্বরূপ এবং তাঁহার স্পর্শে তীর্থস্থানও পবিত্র হইয়া থাকে । যেরূপ ভগবান্ কৃষ্ণের অবতার, সেইরূপ তাঁহার ভক্তেরও অবতার হইয়া থাকে । নরপতিপণ ! এই জন্যই মহারাজ নিমির দেহবিরাগ এবং মুক্ত বশিষ্ঠের দেহানুরাগ হইয়াছে । এই আমি আপনাদের নিকট পাপনাশন হরিভক্তি-বিবর্দ্ধন ভক্তিমাহাত্ম্য ও

ভক্তমাহাত্ম্যাবর্ণন করিলাম। ইহা হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয়দেবতাদের আনন্দবর্জন, স্রুথোপাচ্যন এবং কামাদিদোষ ও মায়ায়োহ নিবারণ হয়। এই মাহাত্ম্য-প্রভাবেই ভাবপ্রাণী ব্যাসাদি মহর্ষিগণ বহুদিন-পুৰ্যাস্ত নানা শাস্ত্র, পুরাণ ও বেদরূপ বিমল জলনিধি মন্থনপূর্বক সংসারনাশিনী হরিতন্ত্ররূপ অতিনব অমৃত লাভ করিয়া আপো নারাও শ্রীকৃষ্ণ-তুলা হইয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নরপতি শশিধ্বজ সতামধ্যে ঐ সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া সানন্দ-চিত্তে কৃত্তিকাপুটে-কল্কিকে বলিলেন, ভগবন্! আপনি ত্রিলোকের ঈশ্বর। এই লম্বস্ত নরপতিগণ যেমন আপনার আজ্ঞাধীন, আমাকেও সেইরূপ একজন আজ্ঞাধীন বলিয়া বিবেচনা করিবেন। এক্ষণে আমি যুনিজনপ্রিয় হরিদ্বারে তপস্যা করিবার নিমিত্ত গমন করি। আমার এই সকল পূর্জপোজগণ আপনারই আশ্রিত, আপনি ইহা-লিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। হে সুরেশ্বর! আপনাকে আর অধিক কি আশ্রয়প্রদান করিব! দ্বিবিদ ও জাঘবানের বিনাশ প্রভৃতি পূর্ব কথা সমস্তই আপনি অবগত আছেন। শশিধ্বজ এই কথা বলিয়াই ভার্যাসহ গমন করিতে উদ্যত হইতেছেন এগন সময়ে নরপতিগণ দেখিলেন, কল্কি শশিধ্বজের ঐ কথা শ্রবণে লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন। তাঁহারা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! এত

মহারাজ শশিধ্বজ আপনাকে এমন কি কথা বলিলেন যে, আপনি তাঁহা শুনিয়াই একবারে লজ্জায় অধোবদন হইলেন ! আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । আপনি ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়া আমাদের সংশয় দূর করুন ।

• কল্ক বলিলেন, নরপতিগণ ! এই মদন্তজি-পরায়ণ মহামতি শশিধ্বজকেই জিজ্ঞাসা কর, ইনিই তোমাদের সংশয় দূর করিবেন । নরপতিগণ কল্ক কিরূপে এই কথা শ্রবণ করিয়া সংশয়ান্বিতমানসে শশিধ্বজকে বলিলেন, মহামতে ! আপনি ইহাকে কি বলিলেন ; আর ইনিই বা ঐ কথা শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন কেন ?

শশিধ্বজ কহিলেন, পূর্বে রামাবতার সময়ে মহাবীর ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য রাক্ষসযোনি হইতে মুক্তি লাভ করে ; কিন্তু অগ্ন্যাগারে ব্রহ্মবীর বধের নিমিত্ত লক্ষ্মণ দারুণ যন্ত্রণাদায়ক ঐকাহিক জ্বরে আক্রান্ত হইলেন । ঐ সময়ে ভিষকশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ লক্ষ্মণকে, নিতান্ত কাতর দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে নিদ্রিত করিয়া রাখিল ; পরে এক সজ্জাগাত্রী লিখিয়া আপনি উচ্চ অবস্থানপূর্বক উহা লক্ষ্মণকে দেখাইল । লক্ষ্মণ ঐ পত্রী অবলোকন করিয়াই বিজ্বর ও পূর্ববৎ বলবান হইয়া উঠিলেন এবং দ্বিবিদকে বলিলেন, বানর ! বর প্রার্থনা কর । দ্বিবিদ ঐ কথা শুনিয়া হস্তান্তঃকরণে বলিল, মহাশয় ! আমি আপনার হস্তে বিনষ্ট হইয়া বানরযোনি হইতে মুক্ত হই, ইহাই আমার প্রার্থনা । লক্ষ্মণ বলিলেন, বানর ! স্মান্তরে আমি যখন বলরামরূপে অবতীর্ণ হইব, সেই সময়ে তুমি মুক্ত হইবে । “সমুদ্রের উত্তর তীরে দ্বিবিদ নামক এক বানর ঐকাহিক জ্বর নষ্ট করে” যে ব্যক্তি তাহাপত্রে

এই মন্ত্র লিখিয়া আপন দ্বারে রাখিবে এবং যে উহা পাঠ করিবে উভয়েরই ঐকাহিক-জর নষ্ট হইবে । দ্বিবিদ এইরূপ বর লাভ করিয়া সুস্থ হইল এবং পরে সুগুপ্ত লোমহর্ষণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে চিরবাঞ্ছিত বলরাম-হস্তে শ্রাণ পরিত্যাগপূর্বক যুক্তি লাভ করিল । আর এই ভগবান্ হরি যখন বামনাবতার হইয়াছিলেন ঐ সময়ে জাম্ববান্ ইহার উদ্ধগত চরণ প্রদক্ষিণ করিয়াছিল । তদর্শনে ভগবান্ বামন নিতাস্ত বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, ঋক্ষরাজ ! তুমি বর প্রার্থনা কর । ব্রহ্মাংশ-জাত জাম্ববান্ ঐ কথা শ্রবণ করিয়া পরমাত্মাদে বলিল, ভগবন ! যেন আপনার চক্রাঘাতে আমার মৃত্যু হয় । তখন ভগবান্ বামন বলিলেন, আমি জন্মান্তরে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া চক্রাঘাতে তোমার মস্তকচ্ছেদন করিব, তাহা হইলেই তুমি যুক্তিলাভ করিতে পারিবে ।

ভগবানের কৃষ্ণাবতার-সময়ে আমি সত্রাজিতনামে এক সূর্যভক্ত ভূপতি ছিলাম । ঐ সময়ে মণির নিমিত্ত ভগবানের দারুণ অপবাদ হয় । কারণ আমি অনুমান করিলাম, কৃষ্ণই আমার সহোদর প্রসেনকে বিনাশ করিয়া মণি গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু বাস্তবিক সিংহের হস্তে প্রসেনের মৃত্যু হয় এবং জাম্ববান্ ঐ সিংহকে বধ করিয়া মণি গ্রহণ করে । অমিততেজা কৃষ্ণ আপন অপবাদ নিবারণের জন্য মণি অশ্বেষণ করিতে লাগিলেন । পরে বিলম্বাশ্রিত জাম্ববানের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল । জাম্ববান্ নবদুর্বাদল-শ্যাম জগৎপতি কৃষ্ণকে চিনিতে পারিয়া জাম্ববতীনামে আপন কন্যা সমর্পণপূর্বক তাহার চক্রাঘারে জীবন উৎসর্গ করিল । মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের দর্শন পাওয়াতে তৎক্ষণাৎ তাহার যুক্তিলাভ হইল ।

তাহার পর ভগবান্ কৃষ্ণ সেই মণি ও জাম্ববতীকে লইয়া
 দ্বারকায় আগমন করিলেন এবং সভামধ্যে আমাকে আহ্বান করিয়া
 যুনিমনোহর মণি প্রদান করিলেন। তখন আমি নিতাস্ত লঙ্কিত
 হইয়া কৃষ্ণকে সেই মণি ও সত্যভামানামে আপন কন্যা সপ্রদান
 করিলাম। ভগবান্ কৃষ্ণ সত্যভামার রূপলাবণ্য দর্শনে সাদরে
 তাহাকে গ্রহণ করিলেন কিন্তু মণিটী আমাকে প্রত্যাৰ্পণ করিয়া
 হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণের প্রস্থানের পর শতধৰ্ম্ম
 আগাকে বধ করিয়া ঐ মণি আত্মসাৎ করিল। জাতিস্মরণ প্রযুক্ত
 পূর্বজন্মের কথা এখনও আমার স্মরণ হইতেছে। কৃষ্ণের উপর
 মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছিলাম বলিয়া আমার মুক্তি হয় নাই।
 সেই জন্য আমি এখন কল্কি-রূপধারী পরমাত্মা কৃষ্ণক রীমা-
 রূপিণী সত্যভামা প্রদান করিয়া সঙ্গত লাভ করিতে অভিলাষ
 করি। সুদর্শনাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করাই আমার নিতাস্ত ব্যাধী
 ছিল এবং রণস্থলে ঐরূপে মুক্তিলাভ করিব বলিয়া আশা করিয়া
 ছিলাম। এই জন্মই স্বপ্নর-বিনাশের কথা মনোমধ্যে উদয় হও-
 য়াতে জগৎপতি কল্কি লঙ্কায় ও ধর্ম্মভয়ে অধোবদন হইলেন।

এই অত্যাশ্চর্য্য ও অত্যাৎকৃষ্ট কথা শ্রবণ করিয়া নরপতিগণ
 বিস্ময়াপন্ন, মূনিগণ কল্কির গুণে আকৃষ্ট এবং অন্যান্য সভাসদগণ
 যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। শ্রীমান্ নরপতি শশিধ্বজের এই
 পবিত্র আখ্যান আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে যশ, সুখ ও মোক্ষ-
 পর্য্যাস্ত লাভ হইয়া থাকে।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

মহাতেজা কাল্কি স্বপ্নের শশিধ্বজকে মধুরবাক্যে আমন্ত্রণ করিয়া নরপতিগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। শশিধ্বজও সিন্ধুনোরথ হুঙ্কিয়া মাহেশ্বরী মায়ার স্তব করিয়া, নির্মায়চিত্তে প্রেয়ার সহিত বনে গমন করিলেন। ভগবান্ কাল্কি সমস্ত সেনাগণের সহিত কাঞ্চনী পুরীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ পুরী গিরিছর্গে পরিবেষ্টিত এবং বিষবর্ষী সর্পগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত। শর-পুর-বিজয়ী কাল্কি বিবিধ বাণদ্বারা বিষাস্ত্রসকল নিবারণ ও ছর্গ বিদারণপূর্বক তথায় প্রবেশ করিয়াই এক মনোহর প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। ঐ প্রাসাদ হরিচন্দন-রঞ্জে বেষ্টিত ও বিচিত্র মণিকাঞ্চনে অলঙ্কৃত। উহার মধ্যে মনুষ্যের সম্পর্কও নাই; কেবল নাগকন্যাগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ভগবান্ ঐ ব্যাপার অবলোকন পূর্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া নরপতিগণকে বালিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই সর্পপুরীতে নাগনারীগণ বিচরণ করিতেছে। ইহা যদিও দেখিতে অত্যন্ত মনোহর তথাপি মনুষ্যাগণের পক্ষে নিতান্ত ভয়াবহ। এক্ষণে আমরা ইহাতে প্রবেশ করিব কি না তাহা বিবেচনা তোমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ কর। ভগবান্ নিতান্ত ব্যগ্রচিত্তে এইরূপ ইতিকর্তব্যতা বিবেচনা করিতেছেন এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল, “ভো ভগবন্! আপনি আর কাহারেও লইয়া ইহাতে প্রবেশ করিবেন না; ইহার মধ্যে এক বিষকন্যা আছে, তাহার দৃষ্টিতে আপনি ভিন্ন আর সকলকেই

প্রাণত্যাগ করিতে হইবে” । তখন কল্কি ঐ আকাশবাণী শ্রবণ-
মাত্র শুককে সমভিব্যাহারে লইয়া অশ্বারোহণেও খড়্গধারণপূর্বক
তৎক্ষণাৎ তথায় প্রবেশ করিয়াই বিষকন্যাকে দেখিতে পাইলেন ।
উহার রূপলাবণ্য দর্শনে সুধীর ব্যক্তিরও ধৈর্য্যালোপ হয় । বিষকন্যা
মধুরমূর্তি রমানাথকে অবলোকন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,
এই সংসারে আমার দৃষ্টিতে কতশত মহাবল নরপতি প্রাণত্যাগ
করিয়াছেন । এক্ষণে আমি কি সুর, কি অসুর, কি নর, কাহারও
প্রেমের অথবা দৃষ্টিপাতেরও পাত্রী নহি । বাহা হউক, এতদিনের
পর আপনার নয়নকমলের সুধারসে আঞ্জাবিত হইলাম ; আপ-
নাকে নমস্কার করি । আমার তুল্য বিষনেত্রী হতভাগিনী কামিনীই
বা কোথায় ; আর ভবাদৃশ মধুরদর্শন পুরুষই বা কোথায় ! বাহা
হউক, যদিও আমি নিতান্ত ভাগ্যহীন, তথাপি বলিতে পারি
না, কোন্ কালে কি তপস্যা করিয়াছিলাম যে, আপনার সঙ্গলাভ
হইল ।

কল্কি কহিলেন, সুন্দরি ! তুমি কে ? কেনই বা তোমার এই-
রূপ দুর্গত হইয়াছে । তুমি এমন কি দুষ্কর্ম করিয়াছিলে, বাহাতে
তোমার নেত্রদ্বয় বিষময় হইল ? বাহা আমার নিকট প্রকাশ
করিয়া বল ।

বিষকন্যা কহিল, মহাশয় ! আমি গন্ধর্ষবর চিত্রগ্রীবের ভার্য্যা,
আমার নাম সুলোচনা । আমি পতির অত্যন্ত প্রিয়তমা ছিলাম ।
একদিন আমরা উভয়ে বিমানারোহণে গন্ধমাদনশূভ কুঞ্জবনে
গমন করিয়া রসালাপ করিতেছিলাম । ঐ সময়ে আমি যক্ষমুনির
কদর্য্য কলেবর অবলোকন করিয়া রূপযৌবন-গর্বে না বুঝিয়া হাস্য
করিলাম । মুনি আমার ঐ অসঙ্গত হাস্য শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

তিরস্কারের সহিত অভিসম্পাত করিলেন । সেই জনাই আমি বিষ-
নেত্রী ও 'কাঞ্চনপুরী'তে পতিত হইয়া এই সপত্বনে নাগিনীগণের
মধ্যে অবস্থান করিতেছি । এক্ষণে আমার নাম বিষবার্হিণী ; আমি
পতিহীনা ও দৈবহীনা হইয়াছি । না জানি, কিরূপ তপস্যার বলে
আজি আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইলাম । আপনার দর্শনে আমি
শাপ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত দৃষ্টি লাভ করিলাম । এক্ষণে আমি
পতির নিকট গমন করি । আচ্ছা ! সাধুদেগের একরূপ আভিসম্পাত
ক্ষয়গ্রহের স্বরূপ । ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয় । ঋষির একরূপ অভি-
সম্পাতে স্বামী আমাকে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলি-
য়ণই ত আমি আপনার চরণকমল দর্শন করিলুম ।

‘ বিষকন্যা এই কথা বলিয়া বিমানারোহণে আকাশপথে আলোকিত
করিয়া স্বর্গে গমন করিল । ভগবান্ কল্কি ঐ পুরের অধীশ্বর-
কেই ঐ রাজ্য প্রদান করিলেন । তাঁহার পুত্র অমর্ষ, অমর্ষের পুত্র
সহস্র, ও সহস্রের পুত্র বিষ্ণুতবানসি । ইহার বংশ হইতেই
বৃহস্পতি নামক 'নরপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন ।' অতঃপর ভগবান্
কল্কি সমস্ত মুনিগণ-সমভিব্যাহারে মহারাজ মরুকে অযোধ্যারাজ্যে
অভিষিক্ত করিয়া মধুরায় যাত্রা করিলেন । তথায় গমন করিয়া
মহাবলী সূর্য্যাকেতুকে ঐ স্থানের অধীশ্বর করিলেন । তাহার পর
তিনি দেবাপিকে বারণাবত, অরিশ্বল, বৃকশ্বল, কামন্দক ও হস্তিনা-
নগর এই পঞ্চ স্থানের অধিপতি করিয়া পুনর্বার শম্বলে উপস্থিত
হইলেন । জগদীশ্বর কল্কি অত্যন্ত দ্রুতবৎসল ছিলেন, স্মতরাং
কবি, প্রাজ্ঞ ও সূক্ষ্মপ্রভৃতিকে শৌণ্ড, শৌণ্ড, পুলিন্দ, সুরাষ্ট্র ও
মগধরাজ্য প্রদান করিলেন । পরে কীকট, মধ্যাকর্গাট, অন্ধ্র, ওড়্র,
কলিঙ্গ; অঙ্গ, ও বঙ্গপ্রভৃতি প্রদেশ সকল জ্ঞাতিবর্গকে দিলেন ।

বিশাখযুপকে কঙ্ক ও কলাপক প্রদেশ* প্রদান করিলেন । পরে পুত্রগণকে হারকার অন্তর্গত চোল, বর্কর, ও বর্কপ্রভৃতি* প্রদেশ সকল এবং পিতাকে পরম ভক্তির সহিত বহুবিধ ধনরত্ন প্রদান-পূর্বক আপনি শম্ভলে অবস্থান করিয়া তত্রত্য প্রজাগণকে সুখী করিলেন । ভগবান্ কল্কি এইরূপে গৃহস্থ হইয়া পত্নী ও রমার ইচ্ছানুরূপ বিহার করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে ধর্ম চতুষ্পাদ এবং ত্রিভুবন সন্তায়ুগগয় হইয়া উঠিল । দেবগণ অভিলষিত ফলদাতা হইলেন, বসুমতী শস্যপূর্ণা হইল এবং সমস্ত লোক হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল । পৃথিবীতে আর শঠতা, চৌর্য্য, মিথ্যা, আধি ও ব্যাধির লেশমাত্রও রহিল না । ঐ সময়ে ব্রাহ্মণগণ কেবল বেদপাঠ ও পূজা-হোমাদি অন্যান্য সাম্প্রদায়িক কার্য্যে নিরত হইলেন ; কাশ্মিনীগণ ব্রত, নিয়ম ও পতিসেবায় মনোনিবেশ করিল এবং ক্ষত্রিয়গণ যোগবিজ্ঞের অনুষ্ঠানে, বৈশ্যেরা ধর্ম্মানুসারে বস্ত্র-বিনিময়ে, আর শূদ্র সকল হরিনাম-কীর্ত্তনে ও দ্বিজসেবনে অনুরক্ত হইল ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন, সূত ! মহারাজ শশিধ্বজ মায়ার স্তব করিয়া কোথায় গমন করিলেন এবং ঐ মায়ার স্তবই বা কি প্রকার তাহা বর্ণন কর । তুমি তত্ত্ববিদগণের শ্রেষ্ঠ এবং তোমার সমুদায় বাক্যই হরিসম্বন্ধীয় ; অতএব লোকের পবিত্রতার নিমিত্ত উহা প্রকাশ করা কর্তব্য ।

সূত কহিলেন, মহর্ষিপণ ! মহামুনি মার্কেণ্ডেয়ের জিজ্ঞাসামুসারে পবিত্রায়া শুকদেব ঐ অত্যাৎকৃষ্ট মায়াস্তব কীর্তন করিয়াছিলেন । আমি উহা যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি এবং যেরূপ আমার অভ্যস্ত আছে তদনুসারে আপনাদের নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । ঐ মায়াস্তব সর্বকামপ্রদ ও পাপতাপ-বিনাশন । বিষুভক্ত শশি-ধ্বজ ভল্লাট নগর পরিভ্যাগ করিয়া মায়াদেবীর এইরূপ স্তব করিলেন । “দেবি ! আপনি শ্রেনবাদিস্বরূপা, সমস্ত সত্ত্বের সারভূতা, অতি পবিত্রা, স্বাহারূপিণী, সূক্ষ্মস্বরূপিণী ও ব্রহ্মাদি দেবগণেরও জননী । বেদপাঠে আপনার তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় । দেবতা, গন্ধর্ষ ও সিদ্ধগণও আপনার পূজা করিয়া থাকেন ; পঞ্চতন্ত্র আপনার কক্ষমধ্যে সমুত্ত রহিয়াছে ; আধনাকে নমস্কার । আপনি লোকাভীতা, দ্বৈতভূতা ও পণ্ডিতগণ কর্তৃক সর্বদা পরিগীতা । আপনি ইচ্ছামুসারে আপন শরীর সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত করিতে পারেন । আপনি কালপ্রবাহে চঞ্চলভাবে বিচরণ করিতেছেন ; আপনি যখন লীলাচ্ছলে অপাঙ্গ নিক্ষেপ করেন তখনই এই দুর্গম সংসারের আবির্ভাব হয় ; আপনাকে নমস্কার । আপনি পূর্ণা, সুলভা, সকলের আধারভূতা ও ব্রহ্মস্বরূপা এবং কি দেবতা, কি নদী, কি তির্থাক সকলেরই শরণ্যা । দ্বৈতবাদীরাই আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আপনি আদিত্যে, মধ্যে এবং শেষেও বিরাজিত আছেন ; আপনাকে নমস্কার । আপনার দীপ্তিতেই সমস্ত ভূতগণের সহিত এই ত্রিজগৎ প্রকাশিত হইতেছে । বিধাতার এই সৃষ্টি আপনার সমুভাবে কখনই প্রকাশিত হইতে পারে না । কাল, দৈব, কৰ্ম ও উপাধি, এ সমস্ত আপনার দীপ্তিতেই অন্তভূত হয় ; আপনাকে নমস্কার । ভূমিতে গন্ধ, জলে রস, তেজে রূপ, বায়ুতে

স্পর্শ ও আকাশে শব্দ ; এ সমস্তই আপনার অধিষ্ঠান বশতই
নানারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; হে লিখকল্পিণি ! আপনাকে
নমস্কার । আপনি বেদরূপিণী পাবিত্রী, ভবের ভবানী, স্রীপতির
লক্ষ্মী ও সুরপতির শ্রেষ্ঠা পত্নী শচী ; হে দেবি ! আপনাকে নম-
স্কার । আপনি বালকের নিকট বালিকা, যুব্বার নিকট যুব্বতী ও
স্বন্ধুর নিকট স্বন্ধা । আপনি কালরূপা ও জ্ঞানাতীতা । নানাবিধ
বাগযজ্ঞ দ্বারা আপনার উপাসনা করিতে হয় ; হে কামরূপিণি !
আপনাকে নমস্কার । বরেনা, বরদা, সিদ্ধা, সাধ্বী, ধন্যা, লোক-
মান্যা, স্কন্যা, চণ্ডী, দুর্গা ও কালিকা এ সকলই আপনি ;
কেবল নানা দেশে নানা রূপ ও নানা বেশ ধারণ করিয়া আছেন ;
আপনাকে নমস্কার । হে দেবি জগদাদ্যে ! যে ব্যক্তি আপনার
সুরগণ-পূজা চরণসয়োজ ভক্তিপূর্বক হৃদয়মধ্যে ভাবনা করে এবং
শ্রবণপুটে আপনার স্তব শ্রবণ করে তাহার সর্কসিদ্ধিলাভ হইয়া
থাকে” । হে মহর্ষিগণ ! শুকদেব এই পবিত্র মায়া-স্তব মার্কণ্ডেয়ের
নিকট প্রকাশ করেন ; পরে মহারাজ শশিধ্বজ মার্কণ্ডেয়ের নিকট
ইহা শ্রাণ্ড হইয়া সিদ্ধি লাভ করেন । তাহার পর নরপতি শশিধ্বজ
কোকামুখে তপোনিষ্ঠ হইয়া বিষুর ধ্যান করেন এবং পীরিশেষে
সুদর্শনাঘাতে শ্রাণ্ডত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ।



ষোড়শ অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! এই আমি আপনাদের নিকট শশি-
ধ্বজের মুক্তিপ্রভৃতি অভিপূজিত হরিকথা কীর্তন করিলাম । ভগবান্
কল্কির রাজ্যকালে বেদ, ধর্ম, সত্যযুগ ও চরাচর সমস্ত লোক
পরমসন্তুষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর হৃৎপুষ্ট হইতে লাগিল । ইন্দ্রজালের
নাগ অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত লোক সুভূষিত দেব-প্রতিমা-
দির পূজায় তৎপর হইয়া উঠিল । কল্কির রাজ্যকালে তিলকধারী
সাধুবধক পাশু ও মায়ামোহাধীন কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হইল
না । ভগবান্ কল্কি এইরূপে পদ্মা ও রমার সহিত পরমসুখে বাস
করিতে লাগিলেন । একদিন বিষ্ণু যশা তাঁহাকে জগতের হিতসাধ-
নের জন্য যজ্ঞ করিতে বলিলেন । কল্কি বিনয়াবনত মস্তকে পিতৃ-
বাক্য স্বীকার করিয়া ধর্মার্থকাঙ্ক্ষম সিদ্ধির নিমিত্ত রাজসূয়, বাজপেয়
ও অর্ধমেধ প্রভৃতি কর্মতন্ত্রোক্ত যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা
করিলেন । কৃপ, রাম, বশিষ্ঠ, ব্যাসি, ধোমা, অকৃতব্রণ, অশ্বখামা,
মধুচ্ছন্দ ও মন্দপাল প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঐ সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদন
করিলেন । তিনি যজ্ঞান্তে ভক্তিপূর্বক গঙ্গাযমুনার সংযোগস্থলে
স্নান করিয়া বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে মধুমাংস ও অন্যান্য বিবিধ
ফলমূলপ্রভৃতি চর্ক্যা চোষ্য লেহ্য পেয় সামগ্ৰী সকল ভোজন করাই-
লেন এবং পুং, শঙ্কু ও যাবকাদি মাজলিক বস্তুর সহিত দক্ষিণা

প্রদান করিলেন । ঐ সময়ে স্বয়ং অগ্নি পাচক এবং জলদাতা বরুণ ও মরুত পরিবেশক হইয়াছিলেন সুতরাং ব্রাহ্মণগণ বধেষ্ঠ আহার করিয়া যার পর নাই পুরিতুষ্ট হইলেন । যজ্ঞাবসানে অপ্সরী রম্ভা ও গন্ধর্ষগণ নৃত্তগীত আরম্ভ করিল । মহামহোৎসবের সহিত গীতবাদ্য ও নৃত্তাদি শেষ হইলে কমলনয়ন কল্কি পরমহর্ষে স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধপ্রভৃতি অসমর্থদিগকে যথোচিত ধনদান করিলেন । পরে পিতার অভিপ্রায়ানুসারে গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন । একদিন দ্বিজবরগণ গঙ্গাতীরস্থ মঠায় বিষ্ণুযশার পূর্ব বৃত্তান্তের আন্দোলন করিয়া পরমানন্দে হাস্য করিতেছেন এমন সময়ে সুর-পূজিত দেবর্ষি নম্রদ ও তুস্ক তথায় উপস্থিত হইলেন । ভগবান্ কল্কি পরমানন্দে নারদের যথোচিত সৎকার করিলেন । পরে বিষ্ণুযশা উভয়েরই পূজা করিয়া সবিনয়ে নারদকে বলিলেন, আজি আমার পরম সৌভাগ্য । আমি শত শত জন্মে যে শ্রুত সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আজি তাহার ফলোদয় হইল ; কারণ ভবাদৃশ সাধু লোকের দর্শন আমাদের মুক্তির কারণ, সন্দেহ নাই । আমি যে এতদিন অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলাম, আজি তাহা সফল হইল । যখন স্বচক্ষে আপনাকে দর্শন করিলাম, এবং স্বক্লে আপনার পূজা করিলাম তখন নিশ্চয়ই এতদিনে আমার পিতৃগণ, পরিতৃপ্ত ও দেবগণ পরিতুষ্ট হইলেন । যাঁহার পূজা করিলে বিষ্ণু-পূজার ও যাঁহাকে দর্শন করিলে বিষ্ণু-দর্শনের ফল হয় এবং যাঁহাকে স্পর্শ করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়, আজি সেই সাধুসজ্জ লাভ করিলাম । ধর্মই সাধুদিগের হৃদয়, বেদই সাধুদিগের বাণ এবং কর্ম, ক্ষয়ই সাধুদিগের কর্ম । ফলতঃ স্বয়ং হরি ও সাধু উভয়েই অভিন্ন । যেমন ভগবান্ কৃষ্ণ দুই-নিগ্রহের জনাই অতি পবিত্র

দেহ ধারণ করিয়াছিলেন সেইরূপ আপনারও এই দেহ সামান্য ভৌতিক দেহ নহে। হে ব্রহ্মন্! আপনি এই মায়াসংসাররূপ জলনিধিতে কর্ণধারস্বরূপ হইয়া, বিষ্ণু-ভক্তিরূপ নৌকা প্রদান-পূর্বক জীবগণকে পার করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কিরূপে আমার মঙ্গল হইবে এবং কিরূপেই বা এই যাতনাগার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নির্ঝাণ-পদ লাভ করিব, তাহা বলুন। নারদ এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে বলিলেন, আহা! মায়ার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! সাক্ষাৎ বিষ্ণুর পিতামাতাকেও পরিত্যাগ করে নাই! পূর্ণব্রহ্ম কল্কি বাহার পুত্র তিনি আমার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। নারদ এই-প্রকার চিন্তা করত বিষ্ণু যশাকে নির্জনে লইয়া তত্ত্বপথ অবলম্বন-পূর্বক বলিলেন, দেহাবসানে জীব আমার দেহ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিতেছে এমন সময়ে, মায়ী তাহাকে ধেরূপ বলিয়াছিল সেই মোক্ষমূলক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বিদ্যাদ্বির উপরে মায়ী মোহিনী রূপ ধারণপূর্বক যথেষ্টক্রমে বলিল, রে জীহ! আমি মায়ী, আমাভিন্ন তুই কিরূপে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিস্?

জীহ কহিল, মায়ে! যদি আমার আশ্রয়ভূত হেহমধ্যে আমি অবস্থান না করি তবে মায়ামূলা অহমিকা বুদ্ধি কাহার হইবে?

মায়ী কহিল, দেহাবলম্বনের পূর্বে দেহ আশ্রয় করিতে তোর যে ইচ্ছা জন্মে সেই ইচ্ছাই মায়ামূলা। আমার সম্পর্কভিন্ন সে ইচ্ছা কিরূপে হইতে পারে?

জীহ কহিল, বাহাই হউক, আমাভিন্ন সকলেরই জ্ঞানাভাব এবং আমাভিন্ন বিধয়স্পৃহারও অসম্ভাব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মায়া কহিল, মায়াবলেই সকলে জীবিত থাকে, মায়াবলেই চৈতন্যহীন শব্দার্থও চেষ্টাশীল হয় এবং ময়াবলেই গঞ্জভুক্ত কপিথের ন্যায় নিতাস্ত নিঃসার জগৎ সসার বলিয়া বোধ হয় ।

জীব কহিল, মায়ে ! আমার সংসর্গে তোর অধিষ্ঠান অনুভূত হয় এবং আমার অধিষ্ঠান জন্যই তুই বহুনাগে বিখ্যাত হইয়াছিস্ । রে মুঢ়ে ! যেমন স্বৈরিণী নিজ স্বামীর নিন্দা করে সেইরূপ তুই আমার নিন্দা করিতেছিস্ । আমার অভাবে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তোরও অভাব হইয়া থাকে । জলদজাল যেমন রবিকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে সেইরূপ তুই আমাকে আন্নত করিয়া আছিস্ । রে মায়ে ! তুই আমারই লীলাবীজ সমূহের আধারস্বরূপ হইয়া আদিতে, মধ্যে ও শেষে ইন্দ্রজালের ন্যায় বহুপ্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকিস্ ।

তখন মায়া, আমার শরীর নিতাস্ত নির্বিষয়, মনোবদ্ধপার-বিহীন ও অভৌতিক বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিল । পরে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই বলিয়া শাপ প্রদান করিল, 'রে কাষ্ঠোপম ! ত্রিলোকের মধ্যে কোথাও তোকে সদৃশ লোকের নির্দিষ্ট বাসস্থান থাকিবে না । হে ব্রহ্মন্ ! সেই মায়া অপিনার পুঞ্জেরই বংশবর্তিনী । এক্ষণে এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া হরি-ভাবনায় মনোনিবেশ করুক পৃথিবী পর্য্যটন কর । আশা, বিষয়স্পৃহা ও মমতা পরিত্যাগ করিয়া শাস্তচিত্ত হও । আর, এই জগৎ বিষ্ণু ময় ও বিষ্ণু জগন্ময় বিবেচনা করিয়া এবং আত্মাত্মই আত্মার আরোপ করিয়া সকল বিষয়ে বিরত হও ।

অনন্তর দেবর্ষি নারদ বিষ্ণু ষষ্ঠাকে আমন্ত্রণ ও কল্কিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তুষুর সহিত কপিলাশ্রমে প্রস্থান করিলেন । বিষ্ণু-

যশা নারদের মুখে আপন পুত্রের ঈশ্বরত্বের বিষয় শ্রবণ করিয়া বনবাসী হইলেন এবং রদরিকাপ্রমে গমনপূর্বক ঈশ্বরে জীবন সমর্পণ করিয়া ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেন। সাধী স্মৃতি নিতান্ত শোকাঁতুরা হইয়া পতির মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্বক অনলে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে স্বরপুরে দেবগণ তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কল্কি মুনিমুখে পিতামাতার পরলোকের কথা শ্রবণপূর্বক স্নেহবশত সাশ্রুনে তঁাহাদের অনন্তর কার্য্য সম্পাদন করিয়া পদ্মা ও রমার সহিত স্বরবাঞ্ছিত শতুলে বাস করিতে লাগিলেন। একদা পরম পবিত্রাত্মা পরশুরাম তীর্থভ্রমণ মানসে মহেন্দ্রশিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমেই কল্কিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শতুলে উপস্থিত হইলেন। কল্কি তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই পদ্মা ও রমার সহিত শাশবাস্তে গাত্রোথান পূর্বক পরমাত্মাদে তঁাহার যথোচিত পূজা করিলেন। পরে নানাবিধ সুস্বাদু ও সদৃশবিশিষ্ট সামগ্রী ভোজন করাইয়া এবং মহামূল্য আভরণমুক্ত বিচিত্র পর্য্যাক্শয়ন করাইয়া সুস্থ হইলেন। এইরূপে তঁাহার আহারাদি শেষ হইলে, কল্কি পাদ-সংবাহন দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ ও সস্তুষ্ট করিবার বিনয়ের সহিত মধুরস্বরে বলিলেন, গুরো! আপনার প্রসাদে আমার ত্রিবর্গ সিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে শশিধ্বজ-সুতা রমা আপনাকে যাহা নিবেদন করেন, শ্রবণ করুন। রমা পতির মুখে আপনার মনোগত কথা শ্রবণ করিয়া জামদগ্ন্যকে বলিলেন, গুরো! ত্রুত, জপ, যম ও নিয়ম অথবা অন্য কোন উপায় দ্বারা আমি পুত্রলাভ করিতে পারি, বলন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

স্মৃত কহিলেন, মহায়া জামদগ্ন্য পুত্রাভিলাষিণী রমার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কল্কির অনুমত্যানুসারে, তাঁহাকে রুক্মিণীব্রত করা-ইলেন। পতি-পরায়ণা রমা ঐ ব্রতকালে পুত্রবতী ও স্থিরযৌবনা হইয়া উৎকৃষ্ট ভোগসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শোনক কহিলেন, স্মৃত! ঐ ব্রতের কিরূপ অনুষ্ঠান, উহার ফলই বা কিরূপ এবং কোন্ কামিনীই বা পূর্বে ঐ অনুষ্ঠান ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, এই বিষয় কীর্তন কর।

স্মৃত কহিলেন, ব্রহ্মন! একদা অশুররাজ স্বপুত্রীর তনয়া শর্খিষ্ঠা সমস্ত সখীগণে পরিবৃত্ত হইয়া দেবযানীর সহিত এক সরোবরে অবগাহনপূর্বক জলমধ্যে উমার সহিত উমাপতিকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি শম্ভু ভয়ে শশুব্যস্তে সরোবর হইতে উঠিয়া তটস্থ বসন গ্রহণ করিতে যান এমন সময়ে, শুক্রকন্যা দেবযানী 'আমার বলিয়া তাঁহার বসন লইয়াছে, দেখিয়া সকোপে বলিলেন, জিক্কুকি! বসন পরিত্যাগ কর। অশুরকন্যা এই বলিয়া দেবযানীকে ঐ বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া এক কূপে নিক্ষেপ করত দাসীগণের সহিত গৃহে গমন করিলেন। দেবযানী কূপমধ্যে রোদন করিতেছেন এমন সময়ে নহুষতনয় যযাতি জলকামনায় তথায় আগমনপূর্বক তাঁহার কর ধরিয়া উত্তোলন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, স্মর্দরি! তুমি কে? শুক্রতনয়া ভয়ে ও লজ্জায় শশুব্যস্তে বসন পরিধান করিয়া রাজার

প্রতি কটাক্ষপাত করিতে করিতে শর্ষিষ্ঠার আচরণ নিবেদন করিলেন। যযাতি দেবযানীর শুভাভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সাদরে তাহাকে পরিণয়ের আশ্বাস প্রদানপূর্বক প্রস্থান করিলেন। দেবযানী গৃহে গমন করিয়া শুক্রকে শর্ষিষ্ঠার সমস্ত কার্য বলিলেন। ব্রাহ্মণ ঐ কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন। তখন স্বষপর্কী তাহাকে সাত্বনা করিয়া বলিলেন, প্রভো! যদি কুপিত হইয়া থাকেন তবে আমার অপরাধের দণ্ডবিধান করুন। শর্ষিষ্ঠাকেও আপনার ইচ্ছানুরূপ দণ্ড প্রদান করুন। তখন দেবযানী রাজাকে পিতৃপদে প্রণত দেখিয়া সেকোপে বলিলেন, তোমার কন্যা আমার দাসী হউক। পরে অশুররাজ শর্ষিষ্ঠাকে তথায় আনিলেন এবং দেবযানীর দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়া দৈবের প্রভাব চিন্তা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। পরে শুক্র যযাতিকে আনিয়া বিধিপূর্বক আপন কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, যদি কখন এই রাজপুত্রীকে শয়নে আহ্বান কর তাহা হইলে জরা তোমার শরীর অধিকার করিবে। রাজ্য শুক্রের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া ভয়প্রযুক্ত দেবযানীর দাসী সুন্দরী শর্ষিষ্ঠাকে গোপনীয় স্থানে রাখিয়া দিলেন। রাজপুত্রী শর্ষিষ্ঠা দুঃখশোকে নিতান্ত আকুলা হইয়া দাসীগণের সহিত প্রতিদিন দেবযানীর সেবা করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি বনমধ্যে গমন করিয়া রোদন করিতে করিতে দেখিলেন কতকগুলি কামিনী মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র মালা, ধূপ, দীপ ও অন্যান্য পূজোপকরণ দ্বারা ঐ সুরূপা রমণীগণকে ব্রত করাইতেছিলেন। উঁহারা চারিটী কদলীলক্ষ প্রোথিত করিয়া তাহার উপরিভাগে ও চারিদিকে বস্ত্রাচ্ছাদনপূর্বক একটী চতুষ্কোণ

গৃহ প্রস্তুত-করিয়াছেন । গৃহটি সুরবর্ণপটে পরিশোভিত । গৃহমধ্যে
 একটী বেদিকা এবং ঐ বেদিকার মধ্যে একটী, অষ্টদল পদ্ম নির্মাণ
 করিয়া রাখিয়াছেন । পরে নানবরজ্জু-ভূষিত বাসুদেবের মূর্তি নির্মাণ,
 করিয়া সুরবর্ণপীঠে অবস্থাপন পূর্বক ব্রাহ্মণোক্ত বেদমন্ত্র দ্বারা
 উহাকে সুরগন্ধ পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্যে স্নান করাইলেন । বোড়শো-
 পচার, দশোপচার অথবা পঞ্চোপচারেও উহার পূজা করা যাইতে
 পারে । পরে তাঁহার এইরূপে পূজা আরম্ভ করিলেন ; “হে
 পরমেশ্বর ! পথশ্রম-নাশন পরমানন্দ-জনন স্নমনোহর সুরশীতল
 এই পাদ্য গ্রহণ করুন । হে রুক্মিণীনাথ ! আগি শ্রীমন্নিচিন্তে যত্নের
 সহিত ছর্কাচন্দনযুক্ত, এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন ।
 হে শ্রীনিবাস ! নানাতীর্থোদ্ভব, স্নমনোহর সুরগন্ধ এই আত্ম-
 নীয় জল লক্ষ্মীর সহিত গ্রহণ করুন । হে সুরেশ্বর ! এই অমৃতকৃষ্ণ
 বক্ষঃ-শোভাকর সূত্র-গ্রথিত সুরগন্ধ কুসুম-মালা গ্রহণ করুন । হে
 নিরাবরণ ! এই সুরস্ক-রচিত সুরবিজ্ঞ আবরণ গ্রহণ করুন । হে
 দেব ! আপনি রুক্মিণী ও রমার সহিত এই প্রজ্বলিত-নির্মিত যজ্ঞ-
 সূত্র গ্রহণ করুন । হে দেবেশ ! স্বর্ণ, মুক্তা ও অন্যান্য নানারত্নে
 নির্মিত মদন্ত এই আভরণ প্রিয়র সহিত গ্রহণ করুন । হে রুক্মিণী-
 নাথ ! দধি, ক্ষীর, গুড়, অন্ন, পুপ, লড্ডুক ও খণ্ডাদি গ্রহণ করিয়া
 আমাকে সনাধা করুন । হে বরদ ! আপনি বৈদভীর সহিত কর্পূর
 ও অম্বরর গন্ধযুক্ত পরমানন্দদায়ক ধূপ গ্রহণ করুন । হে বিতো !
 গৃহাসক্ত ভক্তদিগের সংসার-ভ্রমোনাশন এই দীপের প্রতি কটাক্ষ-
 পাত্ত করুন । হে শ্যামসুন্দর ! হে কলনস্নান ! হে পাতাধর ! হে
 চতুর্ভুজ ! হে অচ্যুত ! হে দেবেশ ! হে রুক্মিণীনাথ ! এই বিপন্নাকে
 পরিত্রাণ করুন ” ।

সুদুঃখিতা শর্মিষ্ঠা তাঁহাদিগের এইরূপ ব্রত অবলোকন করিয়া মুম্বিকে প্রণাম করিলেন এবং করযোড়ে মধুরবাক্যে, তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে দেবীসকল ! আমি কৃতভাগিনী রাজকুমারী, আমার পতি নাই ; অতএব আপনারা এই ব্রতদ্বারা আমাকে পরিজ্ঞান করুন। তাঁহারা ঐ কথা শ্রবণে সক্রোধচিত্তে তাঁহাকে কিছু কিছু পূজোপকরণ প্রদান করিয়া সাদরে ঐ ব্রত করাইলেন। শর্মিষ্ঠা ঐ ব্রতের ফলে নরপতিকে পতি লাভ করিয়া পুত্রপ্রসব করিলেন এবং স্থিরযৌবনা হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কীলযাপন করিতে লাগিলেন। জনক-তনয়া সীতা অশোকবনে সরসার সহিত এই ব্রত করিয়া রাক্ষস-নাশন রামকে পুনর্বার পাইয়াছিলেন। দ্রৌপদী বৃহদশ্বের প্রসাদে এই ব্রত করিয়া স্থির যৌবন ও অভিলষিত পতি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কল্কি-প্রিয়া রমা জামদগ্ন্যের প্রসাদে ক্রমাগত চারি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে করে পটুসূত্র বন্ধন করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। পরে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-গণকে ভোজন করাইয়া আপনি পতির সহিত সৈদুক্ষ হবিষ্য ভোজন করিলেন। পরে আপন অভীষ্ট লাভ করিয়া স্বজনগণের সহিত রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। রমা মেঘমাল ও বলাহক নামে পরম সুন্দর মহাবল দুই পুত্র প্রসব করেন। উহার দুইজনেই যজ্ঞশীল, দাতা, তপোনিরত, দেবানুকুল, মহোৎসাহ ও কল্কির অত্যন্ত প্রিয়। যিনি আপন সম্পদনুসারে ঐ উৎকৃষ্ট ব্রতের অনুষ্ঠান করেন তিনি পূর্ণকামা ও লোকমান্যা হইবেন এবং পরিশেষে ভগবান্ হরির চরণকমলে মনোনিবেশ পূর্বক তত্ত্ববিদদিগেরও ছুপ্রাপ্য অতি অপূর্ব গীতি লাভ করিতে পারেন।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন, বিপ্রগণ ! লোকবিশ্রুত রুক্মিণীত্রয়ের বিষয় আপনাদের নিকটে বর্ণন করিলাম । এক্ষণে কল্কির অনন্তরকার্য্য সকল বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ভগবান্ কল্কি সহোদর, পুত্র ও জ্ঞাতিবন্ধু সহিত সহস্র বৎসর শম্বলে অবস্থান করিলেন । ঐ সময়ে আপগশ্রেণী, সভামণ্ডপ ও ক্ষয়পতাকায় ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শম্বলের শোভা হইয়াছিল । ঐ স্থানে অষ্টাদিক-মন্দি-সংখ্যক তীর্থ ছিল । শম্বল পৃথিবীর অন্তর্গত হইলেও পাপনাশন কল্কির পদার্পণ শ্রযুক্ত উচ্চাতে মৃত্যুর অধিকার ছিল না । বনোপবন-শোভিত কুম্ভমা-লঙ্কৃত শম্বলগ্রাম পৃথিবীস্থ যোকপদ বলিয়া লোকে বোধ হইতে লাগিল । কল্কিকে দর্শন করিল পুরুস্ত্রীগণের আনন্দের আর পরিসীমা থাকিত না । জগৎপতি কল্কি সুররাজদত্ত কামচারী রথে আরোহণপূর্বক কখন নদীতটে, কখন শৈল-সীমানে, কখন কুঞ্জ-বনে, কখন বা স্বীপমধ্যে গমন করিয়া পরমাঙ্কাদে পদ্মা ও রমার সহিত বিহার করিতেন । ঐ সময়ে তিনি একান্ত স্ত্রৈণ ও নিতাস্ত্র কামাতুরের ন্যায়, দিবারাত্রি বিবেচনা না করিয়াই পদ্মা ও রমার সহিত বিহারে উন্নত থাকিতেন । যিনি দিবানিশি পদ্মার বদন-কমলের মধু পান ও সৌভ্র আশ্রয় করেন সেই সুবিলাসী কল্কি একদিন ইন্দ্রনীল-ভূষিত এক গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন । পদ্মা ও রমা উভয়েই পতিকে গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া স্রমধুর

রূপলাবণ্যে ষষ্ঠশত লক্ষ্মীকে পরাভব করিয়া সখীগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিলেন । প্রথমে পদ্মা, তাহার পরে রমা সখীগণের সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন । তাঁহারা উভয়েই ইন্দ্রনীল-ভূষিত গিরিগঙ্ঘরে পতিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তথায় তাঁহার সহিত রমণ-বাসনাতেই গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, আত্ম-বদৃশ শতসহস্র কামিনী তথায় রহিয়াছে এবং নবনীলদশ্যাম কল্কি তাহাদের সহিত স্নহস্বন্দে প্রেমালাপ করিতেছেন । এই কাপার দর্শনে পদ্মা মুচ্ছিতা হইয়া প্রস্তুরের ন্যায় পতিতা হইলেন এবং রমাও সখীগণের সহিত নিতান্ত দুঃখাকুল হইয়া দশদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন । তখন ষষ্ঠপদ্মাসদৃশী পদ্মার রূপরাশির আর তাদৃশী শোভা রহিল না । পরে পদ্মা ভূমিতলে আপন কুচকুম্ভ ও কস্তুরিকা দ্বারা শুকের এৰ্দ্ৰ নয়ন-কঙ্কল দ্বারা কল্কির প্রতিমূর্তি লিখিয়া আলিঙ্গনপূর্বক নমস্কার করিলেন । রমা পতির ধ্যান ও স্তব করিয়া নিজ অলঙ্কার প্রদানপূর্বক পূজা করিলেন এবং নিতান্ত কামাতুরা হইয়া তাঁহাকেই আলিঙ্গন করিতে করিতে রসভরে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন । ক্ষণকাল পরে আবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন, হৃদয়স্থিত শ্যামকলেবর আর হৃদয়মাধ্য নাই । তখন গাত্রোথান করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, ভগবন্! প্রসন্ন হউন । এদিকে পদ্মা অঙ্গের আভরণ সকল উন্মোচনপূর্বক ধূলায় ধূসরিত হইয়া কামবোধোদ্যত মহাদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । তখন ভগবান্ কল্কি লোলনয়না বিলাসিনীদিগের অভিলষিত সুরতোৎসব সম্পাদনের নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । করিণীগণ যেমন যুথপতি মাতঙ্গের প্রতি অনুরক্ত হয় সেইরূপ সেই কামিনীগণ কল্কির

প্রতি অনুরক্ত হইয়া বনমধ্যে পরমাঙ্কালে আপন আপন অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। বিলাসপ্রিয় কল্ক এইরূপে মনোহর কুম্ভম-শোভিত চৈত্ররথ-সদৃশ হৃন্দবৃকন্দরে রমণীগণের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। যিনি পদ্যার মুখপদ্মের মধুপানেই উন্মত্ত হইতেন এবং যিনি রমার আলিঙ্গনে অপার আনন্দ অনুভব করিতেন এক্ষণে তাঁহার এরূপ বিপারীত ভাব হইয়া উঠিল যে, তিনি অন্যান্য অঙ্গনা-দিগের কুচক্কুম্বে আরক্ত হইয়া তাঁহাদেরই সহিত রতিরঞ্জে উন্মত্ত হইলেন। রমণীগণের যথেষ্ট দর্শনাঘাতেও তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে তিনি সুরভামোদে আপন শরীর পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কামিনীগণ কল্কিকে পয়োধরের উপর স্থাপন ও আলিঙ্গন পূর্বক পূর্লকিতশরীরে হাসিতে হাসিতে আপন আপন অর্ভিষ্ট সিদ্ধ করিলেন। তাহার পর মহিলারা সিদ্ধকামা হইয়া অতি শীঘ্র বিষমচিন্তা পদ্যা, রমা ও কল্কির সহিত বনমধ্যস্থিত সরোবরে গমন করিলেন এবং করিনীগণ যেমন মাতঙ্গের অঙ্গে জলনিষ্কপ করে সেইরূপ তাঁহারা কল্কির গাঙ্গে জলদান করিতে লাগিলেন। লোকনাথ কল্কি যুবর্তিগণের সহিত এইরূপ লীলাকলাপ সমাপন করিয়া পদ্যা ও রমার সহিত পুরমধ্যে প্রাগমন করিলেন।

ভগবান্ কল্কি পরমানন্দরূপ অমৃতের অস্ত্রোনিধি-স্বরূপ। যে সমস্ত ভাবগ্রাহী সাধুগণ সাদরে সর্বদা এই শ্রবণমনোহর কল্কি-চরিত কীৰ্ত্তন, শ্রবণ অথবা ধ্যান করেন, সংসার ও মোক্ষ উভয়ই তাঁহাদের সুখকর বোধ হয় না। ফলতঃ তাঁহারা একাগ্রচিত্তে সেই পুরুষোত্তমের পরিচর্যা ভিন্ন আর কিছুই অভিলাষ করেন না।

উনবিংশ অধ্যায় ।

সূত-কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ষ, কিন্নর ও অপ্সরোগণ কল্কিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত রথারোহণ করিয়া স্বৰ্গ-সমভিব্যাহারে মহর্ষিচিহ্নে সুরপূজিত শস্ত্রলে সমুপাস্তিত হইলেন । ঐ সময়ে মহাতেজা কল্কি সভাগম্যে সমাসীন হইয়া বিপন্ন লোকদিগকে অভয়দান ও কটাক্ষপাতমাত্রেই বিপক্ষবর্গের মনোগতি বিপক্ষভাবও দূর করিতেছিলেন । সকলের সহিতই সহর্ষে ঈশ্বর হ্যাস্যের সহিত আল্লাপ করিতেছিলেন । তাঁহার আজানুলম্বিত পীবর বাহুযুগল ও নবনীরদ-শ্যাম কলেবর মণিভূষণে অসীম শোভা সম্পাদন করিতেছিল ; তাঁহার কর্ণে বিদ্যুৎপ্রায় কুণ্ডল ও মস্তকে সূর্য্য-সদৃশ সমুজ্জ্বল কিরীট শোভা পাইতেছিল । বক্ষঃস্থলে মণি-খচিত স্তন্যের স্ববর্ণহার নীলাহার শক্রধনুর ন্যায় দেখাইতেছিল । তাঁহার বক্ষঃস্থিত চন্দ্রকাস্তমণি প্রভাদর্শনে কুমুদতীরও আনন্দোদয় হয় । দেবতাদি সকলে তাঁহার সেই মণিবিভূষিত, সমুজ্জ্বল, আনন্দময় অপরূপ রূপ অবলোকন পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া পরমাচ্ছাদে ভক্তি ও আদরের সহিত স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ; “হে নবনীরদ-শ্যাম ! হে শশধর-বদন ! হে কোস্তভধারিন ! অনলসংযোগে তুণরাশির ন্যায় আপনার কটাক্ষপাতেই অশেষ ক্লেশ ভঙ্গ হইয়া যায় ; হে দেবেশ ! এই নিখিল জগৎ আপনার অসীম আকৃতিতেই অবস্থিত রহিয়াছে ; হে বিশ্বেশ্বর ! আপনা হইতেই অখিললোক

প্রকাশিত হইয়াছে ; হে ভূতেশ ! আপনার চরণাভরণ-রত্নপ্রভারই অনন্ত শক্তি ; হে বিষ্ণো ! এক্ষণে আমরা স্বকলে আপনার শরণাগত হইয়াছি, আমাদিগকে রক্ষা করুন । আপনি সত্যধর্মের অবি-
 রোধে সমস্ত ধরণীতল বিলক্ষণ শাসন করিয়াছেন । যদি আমাদিগের প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে তবে এক্ষণে এই ভূমিতল পশ্চিমাঙ্গ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে চলুন । ভগবান্ কল্কি তাঁহাদের ঐরূপ কথা শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া পাত্মমজ্জগণের সহিত গমনে সম্মত হইলেন । পরে মহাবল-পরাক্রান্ত প্রকৃতিপ্রিয় পরমুখার্শ্বক চারি পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের হস্তেই রাজ্যভার অর্পণ করিলেন । তাহার পর সমস্ত প্রজাগণকে আহ্বানপূর্বক নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া পরিশেষে দেবতাদের অনুরোধে আপন বৈকুণ্ঠগমনের কথা বলিলেন । প্রজারা স্বকলে তাঁহার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া, নির্ফলো-
 মুখ পিতার নিকট বিনয়ান্বিত পুত্রগণের ন্যায় অবনতমস্তকে রোদন করিতে করিতে বলিল, নাথ ! যাহা হইবার তাহা আপনি স্থির করিয়াই রাখিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগকে পশ্চিমাঙ্গ করা আপ-
 নার উচিত নহে । হে ভক্তবৎসল ! আপনিই আমাদিগের ইহলোক ও পরলোকের রক্ষাকর্তা ; অতএব আপনি যেখানে গমন করিবেন আমরাও তথায় আপনার অনুগমন করিব । আমাদিগের গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, ধন ও প্রাণ পর্য্যন্তও আপনার অধীন ।

ভগবান্ কল্কি প্রজাদিগের ঐ প্রকার কথা শ্রবণপূর্বক সমধুর-
 বাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া পত্নীদ্বয়ের সহিত বনে প্রস্থান করিলেন । যেখানে মুনিগণ সর্ষদাই অবস্থান করিয়া থাকেন ; যেখানে ভগবতী ভাগীরথীর পবিত্র মলিল প্রবাহিত হইতেছে এবং দেবতাদিগেরও নিরন্তর অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, লোকনাথ কল্কি সেই

মনোহর হিমালয়প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। পরে সমস্ত সুরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া জ্বালু-তীরে গমনপূর্বক আপনিই আপনাকে স্মরণ করিলেন। অমনি সেই পুরাতন পুরুষ পরমায়া কল্কির রূপান্তর হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, সহস্র সূর্য্য-সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন জ্যোতির্ময় অপরূপ রূপের আবির্ভাব হইল। ভূষণে ভূষণস্বরূপ সেই অপূর্ব শরীরে কেবল কৌন্তভমণি শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে সেই অরূপ পুরুষ বৈকুণ্ঠগমনের নিমিত্ত অপরূপ রূপ অবলম্বন করিলে সুরপুরে সুরগণ সুবাস কুম্ভমবর্ষণ ও সুরধর দুন্দুভিস্বনে স্তব করিতে লাগিলেন এবং ধরাভলে কি স্থাবর কি অজম সূমন্ত জীবই নিতান্ত বিমগ্ন হইয়া পড়িল। পৃথ্বী ও রমা এই অত্যাশ্চর্য্য বিষয় অবলোকন করিয়া অনলে আত্মসমর্পণ পূর্বক পতিলোক প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্ম ও মৃত্যুগ কল্কির আদেশানুসারে পরমসুখে ও নিরাপদে ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কল্কির নিতান্ত বলস্বদ মহাবাজ মরু ও দেবাপি সুনিয়ে প্রজাপালন পূর্বক পৃথিবী রক্ষা করিতে লাগিলেন। নরপতি বিশাখযুগ কল্কির বৈকুণ্ঠগমন প্রবণে আপন পুত্রের উপর সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন করিলেন। অন্যান্য নরপতিগণ কল্কির বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার রূপ ধান ও তাঁহারই নাম জপ করিতে করিতে রাজপদে বিরত হইলেন। শুক এইরূপে লোক-পাবন কল্কি-স্বস্তান্ত সমাপন করিয়া নরনারায়ণপ্রমে প্রস্থান করিলেন এবং মার্কণ্ডেয়াদি শাস্তি-পরায়ণ মুনিগণ কল্কির প্রভাব শ্রবণ করিয়া তাঁহারই যশোগান করিতে লাগিলেন।

যাঁহার শাসনসময়ে পৃথিবীতে কেহই অধাৰ্ম্মিক, অম্পায়ু, দরিদ্র, পায়ণ্ড অধব স্বার্থপর ছিলনা ; যাঁহার শাসনসময়ে আদি, বাধি

ও ক্লেশপ্রভৃতি দৈব, ভূত ও আত্মসমুত্ত অমঙ্গল একবারে তিরো-
হিত হইয়াছিল এবং বাঁহার শাসন-সন্নয়ে জীবগণ মৎসরহীন
হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিত, আমি সেই ভগবান্ কল্কির
পবিত্র অবতার-কথা আপনাদের নিকট কীর্তন করিলাম । এই
পবিত্র আখ্যান স্বর্গপ্রদ, যশোবর্দ্ধন, আশুক্ষর ও পরম স্বস্তায়ন-
স্বরূপ । ইহা শ্রবণ করিলে পাপ, তাপ, শোক ও কলি-জনিত সমস্ত
ক্লেশ দূর হয় এবং ইহা শ্রবণ করিলে সুখ ও মোক্ষপ্রভৃতি সমস্ত
বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে । যতদিন পর্য্যন্ত এই কামপ্রদ
পুরাণাখ্যান বর্তমান থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্ররূপ প্রদীপের
উজ্জ্বল আলোকে পৃথিবীতল সুপ্রকাশিত হইবে ।

ভৃগুবংশজাত জিতেন্দ্রিয় শৌনক সমস্ত মুনিগণের সহিত এই
হরিতক্তি-প্রদায়িনী লোক-পাবনী অবতার-বাণী শ্রবণপূর্বক পরম-
হর্ষে লোমহর্ষণ-পুত্রকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ প্রদান করিয়া গঙ্গাস্তব
শুনিবার মানসে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ।

বিংশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন, সূত ! তুমি পূর্বে বলিয়াছ, মুনিগণ গঙ্গার স্তব
করিয়া কল্কির নিকট আগমন করিলেন ; এক্ষণে আমরা ভক্তিপূর্বক
সেই সর্বপাপনাশন মোক্ষাদি শুভপ্রদ গঙ্গাস্তব শ্রবণ করিতে বাসনা
করি ; অতএব তুমি তাহা কীর্তন কর ।

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ ! পূর্বে ঋষিগণ বাহা কীর্তন করিয়াছেন

এবং যাহা পাঠ করিলে জীবের শোকমোহাদি তিরোহিত হয় সেই গঙ্গাস্তব বলিতেছি, শ্রবণ করুন । “এই সুরতরঙ্গিণী ভগবান্ হরির চরণকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া জুবনস্থ জীবগণকে সংসার-মাগর হইতে নিস্তার করিয়া থাকেন । ইহার পাপ-নাশন পবিত্র সলিল দেবতাদিগেরও বাঞ্ছনীয় । এই শুভদায়িনীর প্রসাদে জীবের ভবভয় বিদূরিত হইয়া থাকে । এই কলুষনাশিনী মুক্তিদায়িনী গঙ্গা ভাগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমনপূর্বক সুর-করীন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিয়া অবনীতে বিরাজিত হইয়াছেন । ইনি মহেশের শিরোভূষণ এবং শৈলশিরে শ্বেত পতাকাস্বরূপ । সুর, অসুর, নর অথবা উরগ-গণের কথা দূরে থাকুক ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও ইহার স্তব করিয়া থাকেন । এই ভাগীরথী সুরেশ্বরের বিদারণ করিয়া লতারূপে ত্রিলোক আচ্ছন্ন করিয়াছেন । ইনি মুক্তিরূপস্বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া পিতামহের কমণ্ডলুতে বদ্ধমূল হইয়াছেন । বেদবিৎ ক্রোদ্ধগণ জ্বালবারূপে সর্ষদাই ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন । এই লতারূপিণী তরঙ্গিণী স্বরূপ পত্র ও স্বধস্মরূপ ফলসমূহে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছেন । ইনি সুরপুরে মন্দাকিনী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । সগরবংশীয়েরা ইহা হইতেই মুক্তিলাভ করিয়াছেন । ইহার বিমল সলিল সন্দর্শন কিম্বা বিমল মাহাত্ম্য কীর্তন করিলে অথবা ইহাকে প্রণাম করিলে সমুদায় ছরিত বিদূরিত হইয়া যায় । আহা ! মালায়মান জল-বিহঙ্গমগণে এই মুনিবর-তনয়ার কি অপূর্ব শোভাই হইয়াছে । ইনি শৈলরাজের শিখররূপ উন্নত পয়োধরে, স্রলোল লহরীরূপ সুরকোমল তরে, ফেনরাশিরূপ মনো-হর হাস্যে ও বিপ্রগণের পূজোপকরণরূপ কমলমালায় সুশোভিত হইয়া মরালের ন্যায় রসালস গমনে যেন যথার্থই জলধিজায়ার ন্যায়

শোভা পাইতেছেন । ইহঁার সুবিমল সলিলের মধ্যে কোথাও সুমধুর কলকলস্বন সমুখিত হইতেছে, কোথাও চঞ্চল জল-জন্তুগণ অধীর হইয়া বিচরণ করিতেছে, কোথাও মনুষ্যাগণ মহানন্দে অবগাহন করিয়াছে, কোথাও মুনিগণ স্তব করিতেছেন, কোথাও অনন্তুদেব স্বয়ং পূজা করিতেছেন, কোথাও বা সলিলাংশ সবেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, আর কোথাও বা রবি-কিরণে সূচিকণ হইয়া উঠিয়াছে । এই ভীষ্মজননী সর্বত্রই জয় বিস্তার করিতেছেন । এই পৃথিবীতে যিনি ভাগীরথীকে প্রণাম করেন তিনিই কুশলশালী ; যিনি মন্দাকিনীকে স্মরণ করেন তিনিই পুরুষোত্তম, যিনি ডক্তিপূর্বক জাহ্নবী নাম জপ করেন তিনিই তপোধন এবং যিনি সর্বদা সুরতরঙ্গিনীর সেবা করেন তিনিই প্রভাবশীল ও সর্ববিজয়ী । হে ত্রিপথগামিনি ! কতদিনে আমার এমন শুভদিনের উদয় হইবে, যে দিন আমি আনন্দের সাহিত দেখিতে পাইব যে, আমার এই দেহ আপনার মনোহর তীরে নিপতিত ; পক্ষী, শৃগাল ও মীনগুণকর্তৃক ক্ষত-বিক্ষত ও এই পবিত্র সলিলে স্নানিত হইয়া আপনারই চঞ্চল লহরী-লীলায় বাহিত হইতেছে এবং সুর, নর ও উরগগণ আপনার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেছেন । হে গর্ভে ! কতদিনে আপনার বিমল তীরে বাস, বিমল জলে স্নান, বিমল নাম স্মরণ, বিমল রূপ দর্শন ও বিমল মাহাত্ম্য কীর্তনেই আমার মন একবারে চিরনিবিষ্ট হইবে, এবং কতদিনেই বা আমি আপনার সেবা ও স্তবপ্রভাবে পাপ-বিহীন হইয়া শাস্তচিত্তে এবং সানন্দে বিচরণ করিব' ।

হে মর্হাষগণ ! পূর্বে, মুনিগণ এই অনন্তম গঙ্গাস্তব পাঠ করিয়াছিলেন । ত্রিসংখ্যা এই সর্বপাপ-নাশন গঙ্গাস্তব পাঠ অথবা প্রবণ করিলেও জীবের আয়ু, যশ, স্বর্গ ও গঙ্গার সালোক্য লাভ

হইয়া থাকে। হে ভার্গব ! আমি মহাত্মা শুকদেবের নিকট এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে আপ-
নাদিগকেও শ্রবণ করাইলাম। মহাদিগু কল্কির অদ্ভুত অবতার-
কথা ভক্তিপূর্বক পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিলে জীবের সমস্ত অশুভ
বিনষ্ট হইয়া যায়।

একবিংশ অধ্যায় ।

সূত্র কহিলেন, এই কল্ক পুরাণে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রথমেই
শুকমার্কণ্ডেয় সংবাদ কীর্তন করিয়াছেন। তাহার পর অধর্ষের
বংশ কথন, কলি-বিবরণ, পৃথিবী ও দেবতাদিগের ব্রহ্মলোকে গমন
এবং ব্রহ্মার সাক্ষাৎসারে শম্বলস্থ বিষ্ণুঘণ্ডার গৃহে স্মৃতির গর্ত্তে
বিষ্ণুর ও তাঁহারই অংশভূত চারি সহোদরের জন্মরত্নান্ত কীর্তিত
হইয়াছে। তাহার পর পিতাপুত্র সংবাদ, ভগবানের উপনয়ন,
পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎ, ঋবদাধ্যয়ন, অস্ত্রশস্ত্র-শিক্ষা ও শিব-
দর্শন বর্ণন করা হইয়াছে। তৎপরে কল্কির শিরস্তব পাঠ, বর-
লাভ, শুকপ্রাপ্তি, শম্বলে প্রত্যাগমন, জ্ঞাতিদিগের নিকট বর কীর্তন
এবং নরপতি বিশ্বাখ্যুপের সমস্ত পরিচয় লিখিত হইয়াছে।
তাহার পর শুকের আগমন, শুক-কল্কি সংবাদ, সিংহল বর্ণন,
শিবের বরপ্রভাবে পদ্মা-স্বয়ম্বরে সমাগত নরপতিগণের স্ত্রীভাব
প্রাপ্তি, পদ্মার নিষাদ, কল্কির বিবাহোদ্যম, দৌত্যকার্যে শুককে
প্রেরণ, শুকের মতি পদ্মার সাক্ষাৎকার এবং শুক ও পদ্মা উভয়ের

পরিচয় বর্ণন করা হইয়াছে । তৎপরে পদ্মার বিষ্ণুপূজা, পাদাদি-
 কেশান্ত পর্য্যন্ত সর্কাজের ধান, শুককে সুলভার দান, শুকের
 প্রত্যাগমন, পদ্মাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত কল্কির প্রস্থান,
 উভয়ের মিলন, জলক্রীড়া প্রসঙ্গ, পদ্মার সহিত কল্কির বিবাহ,
 কল্কি-দর্শনে রাজাদিগের পুনর্ব্বার পুংস্ব প্রাপ্তি, অনন্তের আগমন
 এবং সভামধ্যে রাজাদের পরিচয় লিখিত হইয়াছে । পরে অনন্ত
 কর্তৃক আত্মরক্তান্ত কথন, শিবস্তব, পিতার মৃত্যুর পর মায়ী প্রদর্শন
 ও বৈরাগ্যাবলম্বন কীর্ত্তন করা হইয়াছে । তাহার পর রাজাদিগের
 প্রস্থান, পদ্মার সহিত কল্কির শস্ত্রলে আগমন, বিশ্বকর্ষ-বিধান,
 পদ্মার সহিত কল্কির অবস্থান, এবং জাতি, বন্ধু, সহোদর, পুত্র
 ও সেনাগণের সহিত বুদ্ধ-নিগ্রহ ও রমণীগণের সহিত যুদ্ধের
 বিষয় কথিত হইয়াছে । অনন্তর বালখিলা মুনিদিগের প্রার্থনা ও
 কল্কি কর্তৃক সপুত্রা কুখোদরীর বধ বর্ণিত হইয়াছে । তাহার পর
 কল্কির হরিদ্বারে গমন, মুনিগণের সহিত সাক্ষাৎ, তথায় সূর্য্য ও
 চন্দ্রবংশ বর্ণন, সূর্য্যবংশের প্রসঙ্গে সুরমধুর রামচরিত্ত্ব কথন এবং
 মরু ও দেবাগ্নির সহিত কল্কির যুদ্ধযাত্রা বর্ণন করা হইয়াছে ।
 পরে কোকবিকোক বিনাশ, ভল্লাটনগরে গমন, শম্বাকর্ণাদির
 সহিত যুদ্ধ, স্রশাস্তা-সমীপে শশিধ্বজ কর্তৃক বিষ্ণুভক্তি কীর্ত্তন,
 শশিধ্বজ কর্তৃক রণস্থল হইতে কল্কি, ধর্ম্ম ও সত্যযুগকে নিজ গৃহে
 আনয়ন, স্রশাস্তার স্তব, কল্কির সহিত রমার বিবাহ, শশিধ্বজের
 গৃধ্রদ্বাদি পূর্ব্বরক্তান্ত কথন ও তাঁহার মোক্ষ বর্ণন করা হইয়াছে ।
 তৎপরে বিষকন্যা মোচন, রাজাদিগের অভিষেচন, মায়াস্তব, শস্ত্রলে
 যজ্ঞাদি সাধন এবং নারদ হইতে বিজুষ্মার মুক্তিলাভ বর্ণিত
 হইয়াছে । অনন্তর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তি, সত্যপ্রবর্ত্তি, রুক্মিণীব্রত, কল্কির

বিহার এবং পুত্রপৌত্রাদির উৎপত্তি কীর্তিত হইয়াছে। তৎপরে দেবগন্ধর্বাদি সকলের শত্রুতে আগমন ও বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠগমন কীর্তন করা হইয়াছে। পরিশেষে শুভকথা সমাপন করিয়া শুকের প্রস্থান ও মুনিগণোক্ত গঙ্গাস্তব কথিত হইয়াছে। এইরূপে পরমানন্দকর পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত পুরাণ সমাপ্ত হইল।

এই শ্রুতিমধুর কল্কিপুঁরাণ সমুদায় শাস্ত্রের সারস্বরূপ ও চতুর্ভূগ ফলপ্রদ। প্রলয়াস্তে ভগবান্ হরির মুখ হইতে লোকবিশ্রুত এই পুরাণ নিঃসৃত হয় ; পরে দ্বিজরূপী বেদব্যাস ইহা পৃথিবীতে প্রচার করেন। ইহাতে কল্কিরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর অলৌকিক প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। যিনি সাধুসমাজে, তীর্থস্থলে অথবা পুণ্যাশ্রমে ভক্তিপূর্কক এই বিষ্ণুভাবপূর্ণ বিমল পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করেন এবং তাহার পর ওগা, অশ্ব, গজ, সূবর্ণ, বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদানপূর্কক মাদরে ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্ত হইয়া থাকেন। বিধানানুসারে এই পুরাণ শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণগণ বেদ-পারগ হইবেন, ক্ষত্রিয়গণ ভূপতি হইবেন, কৈশ্যগণ ধনবান্ হইবেন এবং শূদ্রগণ মহর্ষি লাভ করে। এই পুরাণ-পাঠ বা শ্রবণ করিলে পুত্রার্থীর পুত্র, ধনার্থীর ধন এবং বিদ্যার্থীর বিদ্যাল্লাভ হইয়া থাকে। লোমহর্ষণ-তনয় মহর্ষিগণকে ভক্তিপূর্কক এই আখ্যান শ্রবণ করাইয়া তীর্থ-ভ্রমণ মানসে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি শৌনক ও অন্যান্য মুনিগণ স্মৃতিকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং ঐ পুণ্যাশ্রমে হরির ধ্যান ও যোগবলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন।

• সর্কপুঁরাণজ্ঞ, ব্রতশীল, লোমহর্ষণ-তনয় মুনিবর ব্যাস-শিষ্যকে নমস্কার। পুনঃপুন সমুদায় শাস্ত্র আলোচনার পর বিচার করিয়া ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সর্কদাই ভগবান্ নারায়ণের ধ্যান

করা কর্তব্য। বেদ, পুরাণ, ভারত ও রামায়ণপ্রভৃতি সমুদায় গ্রন্থ-
রই আদিতে, মধ্যে, ও অন্তে ভগবান্ হস্তির আগ কীর্তন করা হই-
য়াছে। যিনি পৃথিবীতে নরপতিক্রমে অবস্থান করিয়া বায়ুবেগ
অশ্বে আরোহণ ও করে করবাল ধারণ পূর্বক কলিকুল বিনাশ
করিয়া সত্যধর্মের পুনঃস্থাপন করেন সেই সর্বলোকপাতা সজল-
জলদ-শ্যাম ভগবান্ কল্ক ঠোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ।

কল্ক পুরাণ সমাপ্ত।

শুদ্ধিক পত্র ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
গোলক	গোলোক	৬	৬
জন্ম	জন্ম	৭	৭
নিযুক্ত	নিযুক্ত	৮	১১
মুনীশ্বর	মুনীশ্বর	৮	১৬
হজ্জা	খজ্জা	১২	১২
কৌমদী	কৌমুদী	১৯	১৯
প্রাণি	পাণি	২১	২
কৌমদী	কৌমুদী	২১	২১
মহারাজ !	মহারাজ	২২	৪
কৌশ্বেয়	কৌশেয়	২৪	৬
অনন্ত	অভাস্ত	২৪	১৮
বিষয়	বিষয়	২৬	৭
সভার	সভায়	২৭	৫
তোমায়	তোমার	৩৭	৬
(সলিলে অতিরিক্ত আছে)		৩৯	১১
চতুস্পতে	চতুস্পথে	৪১	২০
ইন্দ্রচাপ	ইন্দ্রচাপ	৪৫	১৬
করিয়র্ষি	করিয়র্ষি	৫০	১৫
সেই	সেই	৫৪	১
বিস্ময়বিষ্ট	বিস্ময়বিষ্ট	৫৭	১৩
হয়	হন	৬০	২০
রূপে	রূপ	৬০	২২
কৌমদী	কৌমুদী	৬১	১৬
উপরিস্থিত	উপর	৬১	১৮

